নগর সংস্করণ

বৃহস্পতিবার

১৪ নভেম্বর ২০২৪

২৯ কার্তিক ১৪৩১, ১১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

কথা ক(স)সহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১১

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

কিশোর খুনে ২ থানায় ২ মামলা, বাবার মামলা হলো না

আসাদুজ্জামান, *ঢাকা*

মাহমুদুল হাসান

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ৫ আগস্ট ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় কিশোর মাহমুদুল হাসান। মাসখানেক পর ১২ সেপ্টেম্বর তার বাবা রিকশাচালক মিজানুর রহমান ঢাকার আদালতে যান ছেলে হত্যার ঘটনায় মামলা করতে। আদালত তাঁর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। পরে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ আদালতকে জানাল, এ ঘটনায় আগেই একজন মামলা করেছেন। ফলে বাবার আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

এরপর *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, মাহমুদুল (১৫) হত্যায় একটি নয়, দুটি মামলা হয়েছে। এর একটি ডেমরা থানায়, তাতে আসামি করা হয় ৯৩ জনকে। এতে বলা হয়, মাহমুদুলকে ডেমরা এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়। অপর মামলাটি যাত্রাবাড়ী থানায়, তাতে আসামি করা হয় ৩৭ জনকে। এই মামলায় বলা হয়, মাহমুদুলকে হত্যা করা হয়েছে যাত্রাবাড়ীতে। দুই মামলায় দুই থানার পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।

এই দুই মামলার বাদীদের চেনেন না মাহমুদুলের বাবা মিজানুর রহমান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার ছেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হলো। কিন্তু আমার মামলা করতে পারলাম না।'

ডেমরা ও যাত্রাবাড়ী থানার দুই মামলা এবং ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন আদালতে বাবার করা মামলার আবেদন—তিনটি এজাহারে ঘটনাস্থল নিয়ে তিন রকম তথ্য দেওয়া হয়েছে।

একই ঘটনায় দুই থানায় দুটি মামলা চলতে পারে না বলে জানিয়েছেন ফৌজদারি মামলাবিষয়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, কিশোর মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুর ঘটনায় পৃথক দুটি মামলার তথ্য আদালতের নজরে আনা উচিত। এটা অস্বাভাবিক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহম্মেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মাহমুদুলের মৃত্যুর ঘটনায় ডেমরা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জনবান্ধব পুলিশের জন্য স্থায়ী পুলিশ কমিশন অপরিহার্য

জনবান্ধব পুলিশের জন্য কেন স্থায়ী পুলিশ কমিশন অপরিহার্য, তা নিয়ে লিখেছেন **মো. রিজওয়ানুল ইসলাম** ও **ইশরাত জাকিয়া সুলতানা**

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

সাগর সরওয়ার

মেহেরুন রুনি

সাগর-রুনি হত্যা মামলা

অবশেষে র‍্যাব থেকে তদন্তের দায়িত্ব গেল পিবিআইয়ের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক যুগ পর সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) দেওয়া হয়েছে। মামলার আগের তদন্ত সংস্থা র‍্যাবের কাছ থেকে মামলার নথিপত্র বুঝে নিয়েছে পিবিআই। সংস্থাটি এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজিজুল হক। তিনি গতকাল বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'র‍্যাবের কাছ থেকে মামলাসংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র বুঝে পেয়েছি। তদন্তকাজ নতুন করে শুরু করেছি।'

মামলার তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাগরের মা সালেহা মনির। তিনি বলেন, 'আমি আগে থেকেই বলছিলাম, মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়া হোক। আমি আশা করি, পিবিআই আমার ছেলে ও পুত্রবধূর হত্যাকারীদের ধরতে পারবে।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ২৩ অক্টোবর আলোচিত এ মামলার তদন্তে চার সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর আহ্বায়ক করা হয় পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও পিবিআইয়ের প্রধান মো. তওফিক মাহবুব চৌধুরীকে।

পুলিশ-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, টাস্কফোর্স গঠনের পর ৪ নভেম্বর র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন ভূঞা ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতকে লিখিতভাবে জানান, সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পিবিআইকে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে কেস ডকেটসহ সব কাগজপত্র ৪ নভেম্বর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরে ৬ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজিজুল হক ঢাকার সিএমএম আদালতকে লিখিতভাবে জানান,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের অনেকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাঁরা উন্নত চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার দাবিতে গতকাল দুপুরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে সড়ক অবরোধ করেন। গতকাল রাত নয়টায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

পঙ্গু হাসপাতাল

উন্নত চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা দাবি। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন আহত ব্যক্তিরা। সারা রাত সড়কে অবস্থানের সিদ্ধান্ত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারও এক পা নেই, কেউ কেউ হুইলচেয়ারে, আবার কারও চোখে ব্যান্ডেজ—তাঁরা সবাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত। এই আহত ব্যক্তিরা গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) সামনের সড়ক অবরোধ করেন।

আহত ব্যক্তিদের দাবি তিনটি—বিদেশে উন্নত চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের সাক্ষাৎ। এ দাবিতে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের অনেকে রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের অনেকে।

বেলা ১টার পর সড়ক অবরোধ শুরু হয়। রাত ১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ চলছিল। আহত ব্যক্তিরা সারা রাত সড়কে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন।

ঘটনার শুরু স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের পঙ্গু হাসপাতাল পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের দেখতে গতকাল পঙ্গু হাসপাতালে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সবার সঙ্গে দেখা করেননি—এ অভিযোগে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পথে তাঁর পথ আটকে বিক্ষোভ করেন আহত ব্যক্তিরা। পরে তাঁরা রাস্তায় নামেন।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা গতকাল বেলা ১১টার দিকে পঙ্গু হাসপাতালে যান। ওই হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় দুটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন জুলাই-আগস্টে আহত ব্যক্তিরা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা চতুর্থ তলায় থাকা আহত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ইনামুল কাওছার

শুভ হোসেন

আমির হামজা

মেরাজ উদ্দিন

সৈয়দ হাসিবুন নবী

আরিফুল ইসলাম

শুভ মিয়া

চিকিৎসার খরচ আর সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে অনেক পরিবার।

হাত-পা, চোখ হারানোদের নিয়ে পরিবারে শঙ্কা

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

আহত ৭ ব্যক্তি ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ অধিকাংশের।

প্রথম আলো ডেস্ক

ইনামুল কাওছারের (৩২) জীবন গত ৪ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত স্বাভাবিকই ছিল। বাবার রেখে যাওয়া অল্প কিছু জমিতে চাষাবাদ, মৌসুমি কৃষিপণ্যের ব্যবসা নিয়েই ছিলেন। গত ৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা বাজারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশের ধাওয়ায় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ইনামুল মিছিল থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ানো মাত্র হঠাৎ পুলিশের ছোড়া গুলি এসে লাগে তাঁর ডান হাঁটুতে। সেখানেই ঢলে পড়েন।

এলাকায় তেমন চিকিৎসা না পেয়ে পরিবারের লোকজন আট দিন পর ইনামুলকে ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) নিয়ে আসেন। তত দিনে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। পায়ে পচন ধরায় হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলেন চিকিৎসকেরা।

ইনামুলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

১৫ কোটি টাকায় তিনটি বিলাসী জিপ

আওয়ামী লীগ আমল

গাড়ি ব্যবহার করছে বিজিএফসিএল। পড়ে আছে বাপেক্সের গাড়ি। তিতাসের গাড়ি কেনার আগেই সরকারের পতন হয়।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

প্রয়োজন ছিল না, তবু নিয়মের বাইরে গিয়ে জ্বালানি বিভাগের অধীনে থাকা তিনটি কোম্পানি বিলাসী গাড়ির অনুমোদন দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কয়েক মাস আগে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বোর্ড সভায় তা অনুমোদন হয়। পাঁচ কোটি টাকা করে তিনটি গাড়ির দাম ধরা হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। যদিও সরকারি পর্যায়ে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে এই তিন গাড়ির দাম সাড়ে চার কোটি টাকার কম হওয়ার কথা।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স) ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বোর্ড আলাদা করে এ অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি বিজিএফসিএল ও বাপেক্স গাড়ি কিনেছে। আর বিতরণ কোম্পানি তিতাসের গাড়ি কেনার আগেই ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়।

জ্বালানি বিভাগের অধীনে থাকা কোম্পানিগুলোর চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে বছরে এক বা দুবার পরিদর্শনে যান মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা। ওই সময় তাঁদের গাড়ি

প্রতীকী ছবি

সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। যদিও ব্যয় সংকোচন নীতির আড়ালে তাঁদের আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য নতুন এসব গাড়ি কেনার মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছিল জ্বালানি বিভাগ।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার শেষের দিকে কৃচ্ছ্র সাধনের নীতি নিয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কড়া নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল। টাকা ও ডলারের সংকটে চাহিদামতো জ্বালানিও সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দামও নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার। এর মধ্যেই বড় কর্তাদের বিলাসিতার জন্য বড় জিপ গাড়ি (এসইউভি) কেনার অনুমোদন দেয় জ্বালানি খাতের তিন কোম্পানির বোর্ড। ওই তিন কোম্পানির বোর্ড চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের তৎকালীন সচিব মো. নূরুল আলম। তাঁর নির্দেশনায় গাড়ি তিনটি কেনার প্রক্রিয়া নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর তাঁকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্মকর্তারা বলছেন, সব কোম্পানিতে পাজেরো জিপ দেওয়া হতো চেয়ারম্যানকে। তবে গ্রেড-১ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে আরও উন্নতমানের গাড়ি সরবরাহের নির্দেশনা দেন সাবেক জ্বালানিসচিব। এ বিষয়ে তৎকালীন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদেরও নির্দেশনা থাকতে পারে বলে মনে করেন কেউ কেউ। তিনি আত্মগোপনে থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গত বছরের ১ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য জিপ (অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি) কেনা যাবে ট্যাক্স-ভ্যাটসহ ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকায়। সরকারি পর্যায়ে গাড়ি কেনার জন্য এ প্রজ্ঞাপন এখন পর্যন্ত কার্যকর আছে। এর চেয়ে বেশি দামে কোনো গাড়ি কেনার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিতাসের গাড়ি কেনার প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে এসেছিল গত সরকারের আমলে। তিনি এটি নাকচ করে দিয়েছেন। আর বিজিএফসিএল ও বাপেক্সের গাড়ি কেনার প্রস্তাব তাঁর কাছে আসেনি।

সূত্র বলছে, প্রকল্পের টাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি দামে গাড়ি কেনে কেউ কেউ। তবে তিনটি কোম্পানি গাড়ি কেনার বাজেট অনুমোদন নিয়েছে কোম্পানির রাজস্ব বাজেটের যানবাহন ক্রয় খাত থেকে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেবে 'তিন শূন্য' ধারণা

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

'থ্রি জিরো বা তিন শূন্য' তত্ত্ব বড় করে তুলে ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সবাইকে তাঁর স্বপ্নের সঙ্গী হওয়ার আহ্বান জানান।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু থেকে*

যে তত্ত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নোবেলজয়ী করে তুলেছিল, বাকু জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের এই প্রধান উপদেষ্টা সেই 'থ্রি জিরো বা তিন শূন্য' তত্ত্বকেই বড় করে তুলে ধরলেন। গতকাল বুধবার সম্মেলনে নিজের ভাষণে এই তত্ত্বের উপস্থাপনা করে তিনি বলেন, এটাই এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেবে। গড়ে তুলবে এক নতুন পৃথিবী, যা সবার জন্য বাসযোগ্য হবে।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ২৯-এর ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'এই পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের সবাইকে শুধু এমন এক জীবনশৈলী গ্রহণ করতে হবে, যা এই পৃথিবীকে সবার জন্য নিরাপদ করে তুলবে।'

বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লবের পর থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুবসমাজের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা বড় করে তুলে ধরছেন। নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখার কথা সর্বত্র বলে চলেছেন। এই বিশ্বাস তাঁর অনেক দিনের। বাকুর জলবায়ু সম্মেলনে নিজের ভাষণেও তিনি বিশ্বের যুবশক্তির প্রতি সেই বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে 'থ্রি জিরো' তত্ত্বের উল্লেখ করে সবাইকে তাঁর স্বপ্নের সঙ্গী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই তিন ক্ষেত্র অর্জন করতে পারলে বাকি কাজটুকু করে ফেলবে আজকের নতুন প্রজন্ম। তারা

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল আজারবাইজানের বাকুতে কপ২৯-এর ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। ছবি : পিআইডি

তাদের পৃথিবীকে ভালোবাসে।

পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করা ও বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি যে অনেকের চেয়ে একটু অন্যভাবে ভাবেন, সে কথা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বহুদিনের সেই স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'জলবায়ুর পরিবর্তন ক্রমেই খারাপ হয়ে চলেছে। আমাদের সভ্যতা প্রবল ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেহেতু আমরা নিজেদের মূল্যবোধগুলো ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি। এ থেকে পরিত্রাণে আমাদের বুদ্ধি, অর্থ ও যুবশক্তিকে একত্র করতে হবে,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ২ ও ৭

সরকার-জামায়াতের সঙ্গে বিরোধে জড়াবে না বিএনপি

রাজনীতি

সেলিম জাহিদ, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকার, জামায়াতে ইসলামী ও গণ আন্দোলনের ছাত্রনেতৃত্ব—তিনটি পক্ষের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনো 'বিরোধ' বা 'বিবাদে' না জড়ানোর কৌশল নিয়েছে বিএনপি। আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখেই দলটির এই কৌশল। বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতারা মনে করেন, সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক যেমনই হোক, তাদের হাতে রেখেই নির্বাচনী সড়কে উঠতে হবে। এ জন্য সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল বজায় থাকবে। তবে এখনই সরকারের সঙ্গে চরম বৈরিতায় যাবে না দলটি। জামায়াতের বেলায়ও একই কৌশলের কারণ, নির্বাচন।

জানা গেছে, নির্বাচন প্রশ্নে সরকারের ওপর চাপ তৈরির কৌশলের অংশ হিসেবে বিএনপি নতুন বছরে মাঠের কর্মসূচি শুরুর চিন্তা করছে। এর আগে তারা রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা প্রস্তাব জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে চায়। এ লক্ষ্যে দলটি শিগগিরই ১০টি বিভাগীয় শহরে দলীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা করবে। তাদের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাবের মুদ্রিত পুস্তিকা সরবরাহ করবে। মাঠপর্যায়ের নেতারা এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে সারা দেশে গণসংযোগ করবেন। এরপরই মার্চ-এপ্রিল থেকে নির্বাচনের দাবি তুলে মাঠের কর্মসূচিতে নামতে চাইছেন বিএনপির নেতারা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, এই ধারাবাহিক

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সীতাকুণ্ডে ৩৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৭.৯° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫৬	মাগরিব	৫:১৭
জোহর	১১:৪৬	এশা	৬:৩৩
আসর	৩:৩৮	কাল ফজর	৪:৫৭

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছে ভারত : ফখরুল

প্রতিনিধি, *ঠাকুরগাঁও*

মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। তা না হলে জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হব।'

গতকাল বুধবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ি এলাকার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এ মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে যেমন ভালো কাজের সম্পর্ক আছে, তেমনি ভয়ংকর কাজেরও সম্পর্ক আছে। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি প্রবণতা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের যে অর্জন, সেটা ধ্বংস করার জন্য কিছু ব্যক্তি সুনির্দিষ্টভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা এ মুহূর্তে আরেকটি বিপর্যয় গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের মাথার ওপরে বিপদ আছে, ফ্যাসিবাদের প্রধান হোতা ভারতে অবস্থান করছেন। ভারত কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করি। না হলে জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হব।' উত্তরাঞ্চল থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করার দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। এটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার এখতিয়ার। তিনি তাঁর মেধা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা দিয়ে তা বিবেচনা করবেন।'

ফেসবুক পোস্টে মাহফুজ আলম

মুজিববাদী রাজনীতি ও শেখ পরিবারের বন্দনা বন্ধ করা উচিত

প্রথম আলো ডেস্ক

মাহফুজ আলম

শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের কথা শেখ মুজিবুর রহমানের দল ও পরিবারের সদস্যদের স্বীকার করা, ক্ষমা চাওয়া এবং এ জন্য বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেছেন, 'তাঁদের আরও উচিত মুজিববাদী রাজনীতি ও শেখ পরিবারের বন্দনা পরিহার করা।'

গতকাল বুধবার ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে মাহফুজ আলম এ কথা বলেন। পোস্টে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব ও তাঁর কন্যা (আরেক শেখ) তাঁদের ফ্যাসিবাদী শাসনের জন্য জনগণের তীব্র রাগ-ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, শেখ মুজিব একসময় পূর্ব বাংলার গণমানুষের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, যে জনপ্রিয়তা হাসিনার ছিল না। জনগণ পাকিস্তানি নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর (শেখ মুজিব) নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু একাত্তরের পর তিনি নিজেই একজন জালিম হয়ে ওঠেন। মুজিববাদের প্রতি তাঁর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় একাত্তরের পর পঙ্গু ও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। নিজের ফ্যাসিবাদী ভূমিকার কারণে ১৯৭৫-এ তাঁর মৃত্যুতে মানুষ শোক-অনুতাপ প্রকাশ করেনি।'

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, 'তবে শেখ তাঁর একাত্তর-পূর্ব ভূমিকার জন্য সম্মান পাবেন, যদি শেখের একাত্তর-পরবর্তী গণহত্যা, জোরপূর্বক গুম, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ ও নিশ্চিতভাবেই বাহাত্তরের সংবিধান, যা বাকশাল প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল—এসবের জন্য তাঁর দল ও পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চান। শেখ-কন্যার ফ্যাসিবাদী শাসনের কথাও তাঁদের স্বীকার করা, ক্ষমা চাওয়া এবং এ জন্য বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত (শেখ মুজিবকে একজন ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলেন তিনি)। তাঁদের আরও উচিত, মুজিববাদী রাজনীতি ও শেখ পরিবারের বন্দনা পরিহার করা।'

বাংলাদেশে সব সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত চায় যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশে সব সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি যেন যথাযথ সম্মান দেখানো হয়, তা নিশ্চিত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উপপ্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

সম্প্রতি তিন দফায় দেশের ১৬৭ সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এ প্রসঙ্গ তুলে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, 'আমি ওই প্রতিবেদন দেখিনি। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক।' তিনি বলেন, 'এটা আমরা জোরালোভাবে মনে করি, যেকোনো পরিস্থিতি, অবশ্যই বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এটা উৎসাহিত ও নিশ্চিত করতে চাই যে সব সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও অধিকারকে যথাযথভাবে সম্মান দেখানো হোক।'

এ ছাড়া শহীদ নূর হোসেন দিবসে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কর্মীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়ার বিষয়টিকে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে দেখছে এবং এ বিষয়ে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র কী বার্তা দেবে, সে প্রশ্ন করা হয় ব্রিফিংয়ে। জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, তাঁরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং ভিন্নমত ও বিরোধী মতসহ সবার সমাবেশ করতে পারার অধিকারকে সমর্থন করেন। তাঁদের মতে, যেকোনো গণতন্ত্রের জন্য এসব স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনে গুরুত্ব

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

সামাজিক বিজনেস গ্রুপের বৈঠকে ড. ইউনূস। নেপাল ৪০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু থেকে*

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর গুরুত্ব দিতে এক নতুন গ্রিড তৈরির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বুধবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সামাজিক বিজনেস গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সেই গ্রিড দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশ ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু সম্মেলনের এক ফাঁকে গতকাল আয়োজিত ওই বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এই চার দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রিড না থাকায় হিমালয়ের পাদদেশের দেশগুলোর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

ওই আলাপচারিতায় নেপালের প্রতিনিধিরা বলেন, তাঁদের দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে ৪০ হাজার মেগাওয়াট। এই উৎপাদন ভারত ও বাংলাদেশের জীবাশ্ম জ্বালানির নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে। এ সময় ইউনূস বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বিদ্যুৎ গ্রিড তৈরির কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশকে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, সেই গ্রিড হলে বাংলাদেশ অনায়াসেই নেপাল থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ আনতে পারে। বাংলাদেশ ও নেপালের দূরত্ব কমবেশি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। গ্রিড হলে নেপালের জলবিদ্যুৎ সহজলভ্য হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে নেপাল থেকে বিদ্যুৎ পায়।

প্রধান উপদেষ্টা এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, পানি বাংলাদেশের কাছে প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সমস্যার নিরসনে পানিব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত, যাতে তা প্রকৃতিবান্ধব হয়। তিনি বলেন, বন্যা রোধে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পানিব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর আহ্বান

বাসসের খবরে বলা হয়, নোবেলজয়ী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস সম্মেলনের ফাঁকে আরেকটি অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ও ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে সাজানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

নতুন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আহ্বান

বাসসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং পৃথিবী ও মানুষের জন্য কল্যাণকর নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে প্রয়োজন এক নতুন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো। গতকাল জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে এলডিসি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। এই বৈঠকে পাঁচটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ স্বল্পোন্নত দেশ—বাংলাদেশ, নেপাল, মালাবি, গাম্বিয়া ও লাইবেরিয়ার নেতারা যোগ দেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের একটি নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো দরকার, যা পৃথিবী ও মানুষের জন্য হতে হবে কল্যাণকর।' একই সঙ্গে বিশ্বের তরুণদের জন্য একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সামিট ফর দ্য ফিউচার'-এর প্রতিও সমর্থন জানান তিনি।

ড. ইউনূস বলেন, 'আমরা এমন অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছি, যার মূল হচ্ছে—ভোগ, ভোগ আর ভোগ। এটি শুধু বর্জ্য, বর্জ্য আর বর্জ্য তৈরি করে। আমাদেরকে শূন্য বর্জ্যের বিশ্ব তৈরি করতে হবে।'

প্রতিবছর কপ জলবায়ু সম্মেলন করা উচিত নয় মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'বিশ্বের কী প্রয়োজন, তা আমরা জানি এবং এর জন্য আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা উচিত। এটি দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিবছর এখানে দেখা করার দরকার নেই। প্রতিবছর দর-কষাকষি করার জন্য সভা করা সময়সাপেক্ষ, অপচয় এবং অমর্যাদাকর।'

জলবায়ু আলোচনার জন্য একটি নতুন পদ্ধতির আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান পদ্ধতিটি বিশ্বের বেশির ভাগ চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ সময় জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো সবচেয়ে বড় অবিচারের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিই।'

'জীবনের লক্ষ্য অর্জনে স্বপ্ন দেখতে হবে'

স্বপ্নের মধ্যে এক অসীম শক্তি রয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুবসমাজকে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তরুণদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে...স্বপ্নই জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকা শক্তি।'

জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে আয়োজিত এক যুব সমাবেশে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

তরুণদের উদ্দেশে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'যদি তোমরা স্বপ্ন দেখো, তবে তোমাদের জীবনে একটি বড় পরিবর্তন আসবে। কিন্তু যদি স্বপ্ন না দেখো, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে তা কখনোই হবে না।'

অবশেষে র‍্যাব থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাইকোর্টের রিট পিটিশনের আদেশ অনুযায়ী গঠিত টাস্কফোর্সের তদন্তের সুবিধার্থে র‍্যাবের কাছ থেকে মামলাটি পিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। তিনি ৪ নভেম্বর মামলার কেস ডকেট (১ থেকে ৩২০১ পাতা) গ্রহণ করেছেন।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। সাগর সে সময় মাছরাঙা টিভিতে এবং রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন।

সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেছিলেন রুনির ভাই নওশের আলম। প্রথমে মামলাটি তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালত র‍্যাবকে মামলা তদন্তের নির্দেশ দেন। সর্বশেষ গত ১৫ অক্টোবর এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু প্রতিবেদন জমা দেয়নি র‍্যাব। সব মিলিয়ে প্রতিবেদন জমার তারিখ ১১২ বার পেছানো হয়।

অজ্ঞাতপরিচয় দুই সন্দেহভাজন শনাক্ত হয়নি

২০১৭ সালের ১৫ মার্চ র‍্যাবের পক্ষ থেকে ঢাকার সিএমএম আদালতে সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাগর-রুনির ছেলে মাহির সরওয়ারের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আটজনকে। র‍্যাব আরও জানিয়েছিল, তখন ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ডিএনএ নমুনা পাঠানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ফরেনসিক ল্যাবে। ডিএনএ প্রতিবেদনে ঘটনাস্থলে অজ্ঞাত দুই পুরুষের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সাগর-রুনি হত্যা মামলায় যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন অন্য একটি খুনের মামলার আসামি। তাঁদের বিরুদ্ধে চুরি ও ডাকাতির অভিযোগও আছে। তাঁরা এখনো কারাগারে। বাকি তিনজনের একজন রুনির পূর্বপরিচিত তানভীর আহমেদ, যিনি জামিনে রয়েছেন। ভাড়া বাসার নিরাপত্তারক্ষী এনামুল কারাগারে ও পলাশ রুদ্র পাল জামিনে রয়েছেন।

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কয়েকজনের খোঁজখবর নিয়ে হাসপাতালের পরিচালক ও চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করতে যান।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হাসপাতালে এসেছেন—এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিরা উপদেষ্টার গাড়ির পথ আটকে দাঁড়ান। কেউ গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। দু-একজনকে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ির ওপর উঠে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম অন্য একটি গাড়িতে চড়ে চলে যান। ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুককে আরেকটি গাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের থামাতে ব্যর্থ হন।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা চলে যাওয়ার পর আহত ব্যক্তিরা পঙ্গু হাসপাতালের সামনের আগারগাঁও-শ্যামলী সড়কে অবস্থান নেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে পাশের জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল থেকে আন্দোলনে চোখে আঘাত পাওয়া ব্যক্তিরা এসে যোগ দেন। এ সময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সেনাসদস্যরা। তাঁরা আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ফেরত যেতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁরা যাননি।

বেলা দুইটার পর আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে আহত মো. মাসুম হুইলচেয়ারে বসে বলেন, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হাসপাতালের চতুর্থ তলায় গেলেও তাঁদের দেখতে তিনতলায় যাননি। উপদেষ্টা তিন মাস পর হাসপাতালে এসেছেন; কিন্তু আহত ব্যক্তিদের উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের রক্তের ওপর দিয়ে তিনি উপদেষ্টা হয়েছেন।'

মাসুম আরও বলেন, জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে আহত ব্যক্তিদের এক লাখ টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো বেশির ভাগই তা হাতে পাননি।

চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে রাস্তা অবরোধে আসা আল মিরাজ নামের এক আহত শিক্ষার্থী বলেন, গুলিতে তাঁর ডান চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসকেরা বলেছেন, এই দেশে তাঁর চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানান তিনি।

আল মিরাজ বলেন, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা পঙ্গু হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের খোঁজ নিতে এলেও তিনি গতকাল চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন চোখে আঘাত পাওয়া ব্যক্তিদের খোঁজ নিতে আসেননি।

দুপুরে যখন আহত ব্যক্তিরা সড়কে বসে বিক্ষোভ করছিলেন, তখন সেখানে বিপুলসংখ্যক সেনা ও পুলিশ সদস্য ছিলেন। ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। একপর্যায়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আবার এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত তাঁরা রাস্তা ছাড়বেন না। পরে বলা হয়, চারজন উপদেষ্টাকে আসতে হবে। তবে তাঁরা সাংবাদিকদের কাছে উপদেষ্টাদের নাম বলছিলেন না। এভাবে বিক্ষোভ চলে রাত পর্যন্ত। রাত নয়টার দিকে আহত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন।

সন্ধ্যার পর ঘটনাস্থলে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নিহত মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে যান। তবে তাঁদের অনুরোধে আহত ব্যক্তিরা রাস্তা ছাড়েননি।

এদিকে রাতে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের বরাত দিয়ে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, চিকিৎসা নিতে আসা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে। তাঁরা আশা করছেন আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা হবে।

হাসপাতাল থেকে সড়কে নেমে এসে বিক্ষোভ করেন জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরা। গতকাল দুপুরে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালের সামনে। ছবি : সাজিদ হোসেন

সরকার কী করছে

তিন মাসে সরকারের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অংশে বলা হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানে ৮৭২ জন নিহতের তথ্য এখন পর্যন্ত পেয়েছে তারা। আহত হয়েছেন ১৯ হাজার ৯৩১ জন। আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে চিকিৎসক এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর আহত ২০ জনের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনজনকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সহায়তা দিতে গঠিত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ২০০ জন শহীদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আহত পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে গড়ে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কাউকে কাউকে ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকাও দেওয়া হয়েছে।

সারজিস আলম আরও বলেন, 'আমাদের ভেরিফিকেশন (যাচাই) সম্পন্ন হয়ে গেলে আমরা প্রতিদিনই ৫০০ জনকে সহায়তা দিতে পারব। ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট (সম্পন্ন) করে রেডি (তৈরি) করতে সময় লাগছে। দুই সপ্তাহ ধরে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের অফিস রান (কার্যক্রম) করছে। আশা করছি, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সবার কাছে আমাদের আর্থিক সহযোগিতাটা পৌঁছে যাবে।'

সারজিস জানান, একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে সরকার একটি সেলও গঠন করেছে, যেখানে ছাত্র প্রতিনিধিও আছেন। এই সেল আহত ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন, গুরুতর আহত ব্যক্তিদের বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাতে সার্বিক সহযোগিতা করছে।

পঙ্গু হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালটির দুটি ওয়ার্ড জুলাই-আগস্টে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছে। সেখানে রোগীর সংখ্যা ৮৪। হাসপাতালটির উপপরিচালক মো. বদিউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, পঙ্গু হাসপাতালে থাইল্যান্ড ও চীনের চিকিৎসকেরা এসেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশি চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচার নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ব্রিটিশ চিকিৎসকদের একটি দল এখন চিকিৎসা দিচ্ছে। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টে আহত ব্যক্তিদের ভালো খাবার হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। এ জন্য আলাদা রান্না করা হয়।

শিশুটি সড়কে

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মাটিকাটা এলাকার বঙ্গ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. শাকিব (১২)। গত ১৯ জুলাই পরিবারকে না জানিয়ে ইসিবি চত্বরে মিছিল করতে গিয়েছিল সে। মিছিলে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হয় শাকিব। অস্ত্রোপচার করেও ভালো হয়নি।

চক্ষু ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন শাকিব গতকাল রাতে পঙ্গু হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন তার মা সাবিনা বেগম। আক্ষেপ করে সাবিনা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার ছেলে অপারেশনের পরও চোখে দেখতে পারতেছে না। দেশে ছেলের ভালো চিকিৎসা হচ্ছে না।' তিনি তাঁর ছেলেকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুরোধ জানান।

পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন চা-দোকানি জসিম উদ্দিন। তাঁর বাঁ হাতে গুলি লেগেছে। সড়কে বিক্ষোভের সময় গতকাল জসিম উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ৫ আগস্ট গাজীপুরের সফিপুরে আনসার একাডেমির পাশে গুলিতে আহত হন তিনি। এরপর পরিবার নিয়ে তিনি রাজশাহী চলে যান। সেখানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই হাসপাতাল থেকে ১০ দিন আগে তাঁকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

জসিম বলেন, আহত হওয়ার পর থেকে তাঁর পরিবারের কোনো আয় নেই। তিন মেয়ে নিয়ে সংসার আর চলছে না। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ করেছেন। তিনি বলেন, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে তিনি টাকা পাননি। কিছু টাকা পেলে আপাতত পরিবার চলতে পারবে।

হাসপাতালের তৃতীয় তলায় চিকিৎসাধীন মো. শাওন। ৫ আগস্ট পুরান ঢাকার বংশালে তিনি পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। নিজেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম উল্লেখ করে শাওন বলেন, তিনি আহত হওয়ার পর তিন মাস ধরে তাঁর সংসার চলছে কষ্টের মধ্য দিয়ে। বাসার আসবাব, রেফ্রিজারেটর ও টেলিভিশন বিক্রির টাকা দিয়ে এত দিন তাঁর সংসার চলছিল। তিনি বলেন, এখন ছয় মাস বয়সী সন্তানকে দুধ কিনে খাওয়াতেও কষ্ট হচ্ছে। জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের টাকাটা পেলে খুব উপকার হতো।

শাওনের ভাষ্য, টাকা কবে পাওয়া যাবে জানতে চাইলে তাঁদের বলা হয়, যাচাই-বাছাই চলছে; কিন্তু তা আর শেষ হচ্ছে না।

এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেবে 'তিন শূন্য' ধারণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাতে এক নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। সে জন্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে এক নতুন ধাঁচের জীবন, যাতে এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়।'

কী সেই নতুন সভ্যতা, সংক্ষেপে তার রূপরেখা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের জীবনশৈলী পরিবেশবিরুদ্ধ। সেই জীবনধারার পক্ষে আমরা যে যুক্তি খাড়া করি, তা অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তিশীল। সেই অর্থনৈতিক কাঠামো ভোগবাদী জীবনশৈলী গড়ে তুলেছে। লক্ষ্য ভোগবাদের প্রচার। যত বেশি ভোগ, তত বৃদ্ধি। যত বৃদ্ধি, তত সম্পদেরও বৃদ্ধি। লাভের শেষ সীমায় পৌঁছানোই যেন হয়ে উঠেছে আজকের জীবনের একমাত্র ব্রত।'

নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে এক নতুন সংস্কৃতিতে ভর দিয়ে। সেই পাল্টা সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমাদের শূন্য বর্জ্য বা শূন্য অপচয়ের পথে হাঁটতে হবে। অপচয় বন্ধের অর্থ ভোগ কমানো। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়তি ভোগ্যপণ্য ব্যবহৃত না হলে অপচয় কমে যাবে। নতুন সেই জীবনশৈলীর ভিত হবে শূন্য কার্বন, জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে বিকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি।' তিনি বলেন, পরিবেশের নিরাপত্তার জন্যই দরকার এই নতুন জীবনধারা বা 'লাইফস্টাইল'। সেই যাপন চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তা পছন্দ করতে হবে। যুব সম্প্রদায় তা আনন্দের সঙ্গে ভালোবেসে গ্রহণ করবে। এভাবে যুবসমাজের প্রত্যেকে গড়ে উঠবে 'থ্রি জিরো পারসন' হিসেবে।

থ্রি জিরো পারসন কেমন, তা নির্দিষ্ট করে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সে কার্বন নিঃসরণ করবে না। অর্থাৎ সে হবে 'জিরো কার্বন'। সে সম্পদের একক মজুতদার হবে না। তার সম্পদ হবে সামাজিক ব্যবসাভিত্তিক। অর্থাৎ সে হবে 'জিরো দারিদ্র্য' এবং এভাবেই তারা প্রত্যেকে উদ্যোগী হয়ে পূরণ করবে 'জিরো বেকারত্বের' তৃতীয় শর্ত। অর্থাৎ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতে, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামাতে পারলে দুশ্চিন্তামুক্ত ও বাসযোগ্য এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে।

হাত-পা, চোখ হারানোদের নিয়ে পরিবারে শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘুড়কা ইউনিয়নের মধ্যপাড়া ভরমোহিনী গ্রামে। স্ত্রী, দুই শিশুসন্তান, অসুস্থ মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে তাঁর সংসার। পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এখন পঙ্গু, ঘরবন্দী। চিকিৎসার খরচ আর সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারটির।

শুধু ইনামুল নন, এমন দুশ্চিন্তা এখন অনেক পরিবারে জেঁকে বসেছে। গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কেউ হাত হারিয়েছেন, কেউ পা, কেউ হারিয়েছেন চোখ। অনেকে ঠিকঠাক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এমন সাতজন ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁদের অধিকাংশই বলেছেন, কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতা তাঁরা পাননি।

সলঙ্গা বাজারে গুলিবিদ্ধ হয়ে পা হারানো ইনামুলের ছোট ভাই নাজমুল স্নাতকোত্তর পাস করেছেন। মা মনোয়ারা বেগম সংসার চালাতে ছোট ছেলের জন্য চাকরির আবেদন জানিয়েছেন। আর ইনামুলকে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানালেন রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. হুমায়ুন কবির।

অন্তর্বর্তী সরকার একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল গঠন করেছে। ওই সেলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এ পর্যন্ত ৮৭২ জন নিহত এবং ১৯ হাজারের বেশি আহতের নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে। তবে এই সংখ্যা চূড়ান্ত নয়। এই সেলের পক্ষ থেকে চিকিৎসাধীন রোগীদের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি। সর্বশেষ ২৮ সেপ্টেম্বর দেওয়া তথ্যমতে, সারা দেশে ১ হাজার ৫৮১ জন নিহত এবং ৩১ হাজারের বেশি ছাত্র-জনতা আহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। উপকমিটির সদস্যরা জানান, এই সংখ্যা চূড়ান্ত নয়। কারণ, অনেক আহতের তথ্য একাধিকবার এসেছে। আবার অনেকের নাম এখনো তালিকায় যুক্ত হয়নি।

চোখে গুলি নিয়ে কষ্টে শুভ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. শুভ হোসেন। ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালে চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর এলাকায় ডান চোখে গুলি লাগে তাঁর। পরদিন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রথম অস্ত্রোপচার হয়। ৮ অক্টোবর রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবু চোখের ভেতর গুলিটা রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা পাননি।

শুভর বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নে। বাবা আকবর হোসেন প্রবাসী। তিন ভাইয়ের মধ্যে শুভই সবার ছোট। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে শুভ জানান, তাঁর চোখে দেখার সম্ভাবনা কম। আগামী মাসে তৃতীয় অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা রয়েছে।

শুভর চিকিৎসার খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক রাজীব কুমার সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন। আলাদাভাবে শুভর সম্পর্কে কিছু শোনেননি। তাঁর পরিবারের কেউ আসেননি। আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ প্রায় শেষের দিকে। তালিকা চূড়ান্ত হলে আর্থিক সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

ডান চোখে দেখতে পাবেন না হামজা

নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকার হোসিয়ারি কারখানায় কাজ করতেন আমির হামজা (২২)। ১৮ জুলাই বিকেলে পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালালে আমির হামজাসহ কয়েকজন কারখানার ছাদে উঠে প্রতিবাদ জানান। পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে ছররা গুলি এসে লাগে হামজার ডান চোখে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তাঁর বোন। তাঁকে ভর্তি করান জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে। সেখানে অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু মামলা ও গ্রেপ্তারের ভয়ে দিন দশেক পর হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন।

হামজার বাড়ি রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার ছোটভাকলা ইউনিয়নের নলডুবি গ্রামে। বাবা আবদুল হক রিকশাচালক, অসুস্থ শরীর নিয়েই রিকশা চালান। মায়ের শরীরও ভালো নয়। বছর দুই আগে বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ৬ শতাংশ জমির ওপর একটি বসতঘরে মা-বাবার সঙ্গে থাকেন হামজা।

চোখের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলে দ্বিতীয় দফা অস্ত্রোপচার হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় তৃতীয়বার অস্ত্রোপচারে চোখ থেকে স্প্লিন্টারটি বের হয় তাঁর। তবে ঢাকার ইস্পাহানি চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, চোখটির অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ওই চোখে আর ভালো দেখতে পাবেন না। ধারদেনা করে চিকিৎসার পেছনে লাখখানেক টাকা খরচ করেছেন। উপজেলা প্রশাসন থেকে ১০ হাজার টাকা এবং একটি ফাউন্ডেশন থেকে পেয়েছেন ২০ হাজার টাকা।

মা মিনা বেগম বলেন, 'ছেলের চোখে গুলি লাগার খবর পেয়ে ওর বাবা স্ট্রোক করেন। ছেলের চিকিৎসা, তার বাবার ও আমার চিকিৎসা আর সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।'

মাথায় রয়ে গেছে গুলি

রোদে গেলে খুব কষ্ট হয়। দুই চোখ বেয়ে পানি পড়ে। মাসখানেক আগে চিকিৎসক জানিয়ে দিয়েছেন, ডান চোখের দৃষ্টি আর ফিরবে না। এখন বাঁ চোখটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন মেরাজ উদ্দিন।

মেরাজের বাড়ি ময়মনসিংহ নগরের পুলিশ লাইনসের জেল রোড কাশর এলাকায়। তিনি নগরের আনন্দমোহন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাবা মিনহাজ উদ্দিন গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন। পরিবার নিয়ে কোনাবাড়ী এলাকায় থাকেন। সাত মাস আগে একটি পোশাক কারখানায় টেকনিশিয়ানের কাজ নিয়েছিলেন মেরাজও।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা দিয়ে মেরাজ বলেন, আন্দোলনের শুরু থেকেই রাস্তায় ছিলেন। ৫ আগস্ট সকালে কোনাবাড়ী এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হন।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং ঢাকার সিএমএইচে চিকিৎসা চলছে মেরাজের। সরকারিভাবে চিকিৎসা হলেও এরই মধ্যে খরচ হয়ে গেছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। মেরাজ বলেন, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে দুই ধাপে এক লাখ টাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা সহায়তা পেয়েছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের সরকারি তালিকাতেও আছে মেরাজের নাম। তিনি বলেন, 'আমার মাথায় চারটি গুলি এখনো আটকে আছে। ডান চোখের ভেতর দুটি গুলি আটকা।'

চোখ নিয়ে অনিশ্চয়তা

সারা শরীরে ৯২টি স্প্লিন্টার বয়ে বেড়াচ্ছেন সৈয়দ হাসিবুন নবী (৩৭)। ডান চোখে স্প্লিন্টার ঢোকায় ঝাপসা দেখেন। সামনের কিছুই চিনতে পারেন না। এখন পর্যন্ত ওই চোখে দুবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টি পুরোপুরি ফিরে পাবেন, এমন নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না চিকিৎসকেরা।

মাছরাঙা টেলিভিশনে সাভার প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত হাসিব সাভারে বোনের বাসায় থেকে চোখের চিকিৎসা চালাচ্ছেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ৫ আগস্ট রেডিও কলোনি এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে গেলে পরিস্থিতি খারাপ দেখে পাশের একটি গলিতে অবস্থান নেন। পুলিশের এক সদস্য তাঁকে গুলি করতে উদ্যত হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় দেন। তাতেও কাজ হয়নি। কিছুটা সরে গিয়ে হাসিবকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ।

হতাশ কণ্ঠে হাসিব বললেন, কোনো সহযোগিতা তিনি এখনো পাননি। অবশ্য জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে আবেদন করেছেন।

তিন বছরের ছেলে জানতে চায়, পুলিশ তো চোর-ডাকাতদের গুলি করে, তোমাকে কেন গুলি করল? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পান না হাসিব।

পঙ্গুত্ব সঙ্গী আরিফুলের

'আমি একজন ইলেকট্রিশিয়ান, ঢাকায় কাজ করতাম। নিজের দায়বদ্ধতা থেকে আন্দোলনে গিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, ছাত্ররা যেন তাদের ন্যায্য অধিকার পায়। এ জন্য ২০ জুলাই কারফিউ উপেক্ষা করেও মিছিলে যাই। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে এখন পঙ্গু হয়ে গেছি।' কথাগুলো বলছিলেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ আরিফুল ইসলাম।

আরিফুল কুড়িগ্রাম পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড পুরাতন থানার মুন্সিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ২০ জুলাই ঢাকার বাড্ডা থানার শাহজাদপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

আরিফুল বলেন, '২০ জুলাই সারা দেশে কারফিউ ছিল। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা কারফিউ ভেঙে রাস্তায় নেমে আসে। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড্ডা থানার শাহজাদপুর এলাকায় মিছিলে অংশ নিই। হঠাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। একটি গুলি এসে আমার কোমরের নিচে লাগে। ছাত্ররা আমাকে উদ্ধার করে প্রথমে এএমজে হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে ৩১ দিন পর আমার অপারেশন হয়। আমি ৩৬ দিন সেখানে ভর্তি ছিলাম। এখন শরীরের ভেতরে রড ঢোকানো, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করি।'

আরিফুলের বড় ভাই আমিনুল ইসলাম জানান, আরিফের চিকিৎসায় জেলা প্রশাসন ও জেলা জামায়াতে ইসলামী কিছু সহযোগিতা করেছিল। এখন আরিফুলের সংসার চালানোর ক্ষমতা নেই।

পা দুটি শুকিয়ে যাচ্ছে

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গিয়ে ছররা গুলিতে দুই পা ঝাঁঝরা হয়ে যায় শুভ মিয়ার (২১)। দিন দিন পা দুটি চিকন হয়ে যাচ্ছে। শরীরের ওজনও অনেক কমে গেছে।

শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার সরকারি ডিগ্রি কলেজের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের এই শিক্ষার্থী। শুভর বাড়ি পাকুন্দিয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাঁপানিয়া এলাকায়।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ৪ আগস্ট পাকুন্দিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবির কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভ। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পাকুন্দিয়া পৌর সদরের থানার সামনে তিন রাস্তার মোড়ে মাত্র দুই হাত দূর থেকে পুলিশ তাঁকে গুলি করে। প্রথমে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। পরে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে প্রায় দুই মাস চিকিৎসা শেষে পাকুন্দিয়ার নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন শুভ।

শুভর মা খোদেজা বেগম (৬০) বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ছেলের চিকিৎসা চলছে। দিন দিন ছেলে শুকিয়ে যাচ্ছে। পা দুটি চিকন হয়ে গেছে। ডাক্তাররা এখনো বলতে পারছেন না পুরোপুরি সেরে উঠবে কি না। শুভর বাবা নেই। সংসারের খরচ চালাতে তিনি স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজ করেন। তাঁর একার আয় দিয়ে সংসার না চলায় ছেলে শুভও একই রেস্তোরাঁয় খণ্ডকালীন কাজ করতেন।

শুভ জানান, সরকারি কোনো তালিকায় তাঁর নাম ওঠেনি। বিএনপির পক্ষ থেকে কিছু সহায়তা ছাড়া আর্থিক আর কোনো সহায়তা পাননি।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিরা**]

“ প্রশাসনের প্রত্যেকটি মানুষের মননে মগজে যে ফ্যাসিবাদী চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি এক দিনে কিংবা আমি মনে করি ১০ বছরেও উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা; গতকাল টাঙ্গাইলে এক আলোচনা সভায়

সংক্ষেপে

ঢাকায় ৫ থানার ওসি বদল

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পাঁচ থানার ওসিদের বদলি করা হয়েছে। ওই পাঁচ থানা হলো ডেমরা, শেরেবাংলা নগর, মতিঝিল, কাফরুল ও কোতোয়ালি। গত মঙ্গলবার ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই বদলি করা হয়। পুলিশ সূত্র জানায়, শ্যামপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নাজমুল হোসাইনকে ডেমরা থানার ওসি, হাতিরঝিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ গোলাম আজমকে শেরেবাংলা থানার ওসি, ডিএমপির সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগের পরিদর্শক মেজবাহ উদ্দিনকে মতিঝিল থানার ওসি, হাজারীবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. তৈয়বুর রহমানকে কাফরুল থানার ওসি, আর ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) পরিদর্শক মো. রেজাউল করিমকে কোতোয়ালি থানার ওসি করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৬ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথ থেকে এবার দুটি ট্রলারের মালামালসহ মাঝিমাল্লাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথের নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় এই অপহরণের ঘটনা ঘটে। ট্রলার দুটি আবদুর রশিদের মালিকানাধীন এস বি রাসেল ও আবদুর রবের মালিকানাধীন এস বি ফারুক। ট্রলার দুটি রড-বালু ও সিমেন্ট ভর্তি করে সেন্ট মার্টিন নিয়ে যাচ্ছিল। টেকনাফ-২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ট্রলার মালিক সমিতির পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কেউ তাঁদের বিষয়টি জানায়নি। তারপরও বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।

প্রতিনিধি, *টেকনাফ, কক্সবাজার*

শ্রমিক দরজা বানাতে কাঠ মসৃণ করছেন এক শ্রমিক। নাক-মুখে গামছা বেঁধে কাঠের গুঁড়া থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা তাঁর। এভাবে কাজ করে দৈনিক মজুরি জোটে ৬০০ টাকা। গতকাল রাজধানীর রামপুরার স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায়। ছবি : জাহিদুল করিম

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের পরামর্শ

সংবিধান সংস্কার কমিশন

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন এই কমিশন গতকাল বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধানে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; এক ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এমন বিধান করা; বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার স্বীকৃতির দেওয়া; দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিধান করাসহ বিভিন্ন পরামর্শ এসেছে বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছ থেকে।

সংবিধান সংস্কার নিয়ে গতকাল বুধবার বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সংবিধান সংস্কার কমিশন। সেখানে এসব প্রস্তাব, পরামর্শ উঠে আসে বলে সভা সূত্রে জানা গেছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ ৬টি কমিশন কাজ শুরু করেছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৬টি কমিশনের সরকারের কাছে তাদের সংস্কার প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন সোমবার অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল একাধিক পর্বে বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকালের মতবিনিময় সভায় সংস্কারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার, *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, *ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) প্রধান সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য জাহেদ উর রহমান, মুফতি সাইফুল ইসলাম ও মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম।

আরও যেসব পরামর্শ

- এক ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিধান।
- সংসদের আসনসংখ্যা অন্তত ৪০০ করা।
- বিদ্যমান সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার।

বৈঠক শেষে বদিউল আলম মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা, সব স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি সংবিধান পুনর্লিখন নয়, সংশোধন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল করা; এক ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এমন বিধান করা; প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানো; কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা দেওয়া; জাতীয় সংসদকে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহির জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা; সংবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য একটি স্বাধীন সংবিধান কমিশন গঠন করা; দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ করা; বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করার প্রস্তাব করেছেন। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, তবে তারা যথাযথভাবে কাজ করছে কি না, তা তদারক করার একটি পদ্ধতি তৈরি করার কথাও তিনি বলেছেন।

এ ছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনসহ সব কমিশনকে সাংবিধানিক সংস্থা করা এবং এসব সংস্থার প্রধানের পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সংবিধানে উল্লেখ করার কথা বলেছেন *ডেইলি স্টার* সম্পাদক।

সংবিধানে মতপ্রকাশ এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করারও প্রস্তাব দিয়েছেন *ডেইলি স্টার* সম্পাদক। বর্তমান সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। তবে সেখানে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে’। এখানে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি বাদে বাকি বিষয়গুলো বাদ দেওয়া এবং জাতীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব দিয়েছেন মাহ্‌ফুজ আনাম। এ ছাড়া তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল সকালে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সঙ্গে সভায় সুজনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়। তারা নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে সেখানে বিচার বিভাগকে যুক্ত না করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ছয় মাস করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি রুটিন কাজের বাইরেও বিস্তৃত করার কথা বলেছে সুজন।

এ ছাড়া সংসদের আসনসংখ্যা অন্তত ৪০০ করা এবং এর মধ্যে ১০০টি নারীদের জন্য ঘূর্ণমান পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা, সব আসনেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি, বিদ্যমান সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার (আস্থা ভোট ও বাজেট পাসের ক্ষেত্রে ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ করা এবং অন্য সব ক্ষেত্রে দলের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা), সব জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিসহ সংবিধানকে প্রকৃত অর্থেই অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের দলিলে পরিণত করা, জাতীয় সংসদের মেয়াদ চার বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বুকে কুঠারাঘাত

রুল শুনানি

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে আইনের শাসনের কবর রচনা করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো মুছে দিয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বুকে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার। দেশে আইনের শাসনের কবর রচনা করা হয়েছে। দেশের বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করার একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সংশোধনী এক নেতৃত্বের অধীন ফ্যাসিজমকে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল শুনানিতে গতকাল বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল এ কথাগুলো বলেন। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানি নিয়ে আদালত আজ বৃহস্পতিবার শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়। এ-সংক্রান্ত আইন চ্যালেঞ্জ করে গত ১৮ আগস্ট সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট ১৯ আগস্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এই রুলের ওপর ৩০ অক্টোবর, ৬ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর, ১০ নভেম্বর ও গতকাল শুনানি হয়। রুলে ইন্টারভেনার (আদালতকে সহায়তা করতে) হিসেবে বিএনপি, গণফোরাম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, সংস্থা, ব্যক্তিসহ বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন।

বেলা ১১টার দিকে শুনানি শুরু হয়। রুল সমর্থন করার কথা উল্লেখ করে শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া পুরো পঞ্চদশ সংশোধনী সাংঘর্ষিক ঘোষণা চাচ্ছেন না। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সংশোধনীর জন্য আনা কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে ওই শর্ত পূরণ হয়নি।

বিদ্যমান সংবিধানের ৪(ক) অনুচ্ছেদ তুলে ধরে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘জাতির পিতা—এই ধারণা একটি রাজনৈতিক ধারণা। উনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তাঁকে বিতর্কের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি করা হয়েছে। ফলে এই যে সফল বিপ্লব, এই বিপ্লব দিনে দিনে মানুষের মনে বিভিন্ন কারণে দানা বেঁধেছে। বিপ্লবের ফলে মানুষের যে ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে এই ধরনের অন্তর্ভুক্তি (জাতির পিতা) দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জায়গায় আঘাত করেছে। যখন বিপ্লবোত্তর সরকার হয়, বিপ্লবের চেতনাকে সেখানে ধারণ করতে হয়।’

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ এবং সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্যসংক্রান্ত ৭ ক ও খ অনুচ্ছেদ তুলে ধরে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা, সংকুচিত ও নির্বাসিত করার জন্য এই ৭ ক ও খ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একনায়কত্ব চালিয়ে নিতে এবং মানুষের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি ও কণ্ঠরুদ্ধ করতে এই বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করে। রাষ্ট্রধর্ম বিষয়ে শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। আগে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ছিল। এটা যেভাবে আগে ছিল, সেভাবে চাচ্ছি।’

নব্বই সালে রাজপথে মানুষের আন্দোলন ও চিন্তার ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিষয়টি আসে বলে শুনানিতে উল্লেখ করেন অ্যার্টনি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিতের জন্য এটা করা হয়। জনগণের ভোটের অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, সাংবিধানিক অধিকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এসে যে কয়টা নির্বাচন দিয়েছে, বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল।

বেলা ১১টা থেকে মাঝে এক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে বেলা ৩টা পর্যন্ত শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদ উদ্দিন। এরপর জামায়াতের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানিতে অংশ নেন, চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। এ সময় রিট আবেদনকারীদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া ও আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে ১৮ আগস্ট সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রিটটি করেন।

৭৭ লাখ টাকা জরিমানা | রাজধানীতে মঙ্গলবার ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘চিন্তার খোরাক জোগায়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার গতকাল বুধবার ছিল নবম দিন। পাঠক কুইজের আয়োজনের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার। আজকের কুইজের মধ্য দিয়ে অনলাইন পাঠক কুইজের এবারের আয়োজন শেষ হবে।

গতকাল সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত নবম দিনের কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন।

নবম দিনের বিজয়ী ব্যক্তিরা ঢাকার মাসুদুর রহমান রনি, মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ ও তানজিম আকরাম তানি, ঝালকাঠির মারজান হোসেন অথৈ, সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ, পঞ্চগড়ের আহনাফ রহমান অহন, কক্সবাজারের এম এ হামিদ ও হাসনাত উল্লাহ, চট্টগ্রামের রাশেদুল বারী ও মোহাম্মদ আসিফুর রহমান, কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন ও এমদাদুল হক, সিরাজগঞ্জের তানভীর রহমান, হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান এবং ফেনীর মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন। বিজয়ীদের প্রত্যেকে পাবেন দুই হাজার টাকার গিফট চেক।

বিজয়ী মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বলেন, ‘*প্রথম আলোর* এমন আয়োজন দেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে চিন্তাভাবনা করার খোরাক জোগায়।’

বিজয়ী আহনাফ রহমান অহন বলেন, ‘এই পাঠক কুইজের জন্য নিয়মিত পত্রিকা পড়ার যে

নবম দিনের পাঠক কুইজ

রহমত উল্লাহ | আহনাফ রহমান | মাসুদুর রহমান

অভ্যাস তৈরি হয়েছে, সেটা আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব।’

বিজয়ী মাসুদুর রহমান রনি বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পেরে অনেক খুশি। *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।’

প্রতিদিনের মতো গতকালও কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ, ফিচার থেকে। কুইজের এই আয়োজন চলছে টানা ১০ দিন। প্রতিদিনই সবচেয়ে কম সময়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জনের প্রত্যেকে ২ হাজার টাকার গিফট চেক পাবেন।

আয়োজকেরা জানান, আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা অর্থাৎ শেষ দিনের কুইজ শুরুর আগপর্যন্ত নিবন্ধন করে কুইজে অংশ নেওয়া যাবে। নিবন্ধন করা যাবে এ ঠিকানায় prothomalo.com/quiz

আলোচনা সভায় আসিফ মাহমুদ

পুরো এক প্রজন্মকে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *টাঙ্গাইল*

অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘দেশে একটি দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রশাসনের প্রত্যেকটি মানুষের মননে-মগজে যে ফ্যাসিবাদী চিন্তা, যে প্রভুত্বশালী চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি এক দিনে কিংবা আমি মনে করি ১০ বছরেও উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়।’

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘পুরো একটি প্রজন্মকে সেই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে আসতে হবে, দাঁড়াতে হবে। এই প্রজন্ম প্রশাসনের প্রতিটি জায়গায় নতুন করে যত দিন দায়িত্ব না নেবে, তত দিন পর্যন্ত এই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

গতকাল বুধবার টাঙ্গাইলের সন্তোষে ‘মাওলানা ভাসানী ও নতুন বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা।

কবি ও লেখক ফরহাদ মজহারের সভাপতিত্বে সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন ভাসানী পরিষদের সদস্যসচিব আজাদ খান ভাসানী। বক্তব্য দেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ, ভাসানী ফাউন্ডেশনের মহাসচিব মাহমুদুল হক, জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য সরোয়ার তুষার ও অলিক মৃ, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত মারুফের মা মোর্শেদা বেগম প্রমুখ।

সভায় ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা যারা ভাসানীর ছবি বুকে নিয়ে বেঁচে আছি, আপনারা তাঁর ছবি মুছে ফেলেছেন সব জায়গা থেকে। আর শেখ মুজিবের ছবি নামালে আপনারা আপত্তি করেন। এটা হবে না।’

ফরহাদ মজহার আরও বলেন, ‘ফ্যাসিজম কীভাবে দাঁড়ায়; সে আমাদের ইতিহাস মুছে দিয়ে নিজেকে কায়েম করে। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক নেই, সোহরাওয়ার্দী নেই, কেউ নেই। একটি আইকন আছে শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি মূলত ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ কায়েম করেছিলেন শুধু মতাদর্শ হিসেবে নয়। একটা রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে। জুলাই অভ্যুত্থান সেই মতাদর্শের ভিত্তি উপড়ে ফেলেছে।’

মাহফুজ আলম বলেন, ‘মাওলানা ভাসানী দীর্ঘ লড়াই করেছেন, জীবনভর মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। তিনি মানুষের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সব সময় বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এটা আমাদের জন্য, বিশেষ করে এই প্রজন্মের জন্য পাথেয়।’

সভায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিলে গুলিতে নিহত স্কুলছাত্র মারুফের নামে টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের নামকরণের ঘোষণা দেন। এর আগে সন্তোষে পৌঁছে দুই উপদেষ্টা মাওলানা ভাসানীর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

১৫ কোটি টাকায় তিনটি বিলাসী জিপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দ্রুত গাড়ি কেনে বিজিএফসিএল

গাড়ি কেনার প্রস্তাব অনুমোদনের এক মাসের মাথায় গাড়ি কেনে বিজিএফসিএল। সূত্র বলছে, একটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো (টিএক্সএল) কিনতে গত ১০ ফেব্রুয়ারির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড থেকে গাড়িটি কেনা হয়। যদিও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড গাড়ি তৈরি করে না। একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে গাড়িটি সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১০ মার্চ গাড়িটি সরবরাহ নেয় বিজিএফসিএল। ২৭০০ সিসির এ গাড়ি কেনা হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা দামে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিজিএফসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন মো. ফজলুল হক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই বোর্ডে অনুমোদন নিয়ে কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম দামে কেনা হয়েছে। তৎকালীন বোর্ড চেয়ারম্যান এটি তাঁর প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। সরকার পরিবর্তনের পর এটি বর্তমান চেয়ারম্যান দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করছেন।

তিতাসে গাড়ি কেনার আগেই সরকার পতন

তিতাস সূত্র বলছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত তিতাসের বোর্ড সভায় ২৭০০ থেকে ৩২০০ সিসির একটি জিপ গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট থেকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। স্থানীয় দরপত্রপ্রক্রিয়ায় এটি কেনার কথা বলা হয় বোর্ডের সভায়। এরপর দরপত্র ডাকা হলেও সেটি চূড়ান্ত হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে তিতাস। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শহর এলাকায় গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করে এ বিতরণ কোম্পানি। শহর এলাকার বাইরে তাদের কোনো প্রকল্প নেওয়ারও সুযোগ নেই।

গাড়ি নিয়ে বিপাকে বাপেক্স

গত ২৮ জানুয়ারি ২৭৫৫ সিসির একটি জিপ গাড়ি কেনার অনুমোদন হয় বাপেক্সের বোর্ড সভায়। এটি উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে কেনার কথা বলা হয় সভায়। প্রাক্কলিত দর অনুসারে ৫ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় গাড়িটি কিনতে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট থেকে বরাদ্দ অনুমোদন করে বোর্ড।

বাপেক্সের বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মন্ত্রণালয়, আইএমইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা মাঝেমধ্যে মাঠপর্যায়ে যাতায়াত করেন। মানসম্মত গাড়ি না থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাড়ি সরবরাহ সম্ভব হয়

> বাপেক্সের বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মন্ত্রণালয়, আইএমইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা মাঝেমধ্যে মাঠপর্যায়ে যাতায়াত করেন। মানসম্মত গাড়ি না থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাড়ি সরবরাহ সম্ভব হয় না। তাই তাঁদের ব্যবহার উপযোগী একটি গাড়ি কেনা দরকার।

না। তাই তাঁদের ব্যবহার উপযোগী একটি গাড়ি কেনা দরকার।

বাপেক্সের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো. নূরুল আলম গত ২৯ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেন, ১০০ কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েছিল সরকার। তাই গাড়ি কেনার দরকার ছিল। তবে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য কেনার কথা লেখা থাকলে, সেটা ভুল হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় সরকার পরিবর্তনের পর গাড়িটি সরবরাহ না নিতে মৌখিকভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন।

নূরুল আলম আরও বলেন, তাঁর জন্য গাড়ি কেনার দরকার ছিল না। সচিব হিসেবে তিনি সরকারিভাবে গাড়ি পেয়েছেন, এর বাইরে তিতাস থেকেও একটি গাড়ি বরাদ্দ ছিল তাঁর নামে।

বাপেক্স সূত্র বলছে, সোয়া চার কোটি টাকায় গাড়িটি কেনা হয় উন্মুক্ত দরপত্রপ্রক্রিয়ায়, কাজ পায় একটি বেসরকারি কোম্পানি। গাড়িটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাসের আগেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর বেশ কিছুদিন গাড়িটি বন্দরে পড়ে ছিল। গাড়ি নিয়ে করণীয় ঠিক করতে সময় নেয় বাপেক্স। এরপর সরবরাহকারী কোম্পানির চাপে গাড়িটি বন্দর থেকে খালাস করে ঢাকায় আনা হয়। তবে সরবরাহকারী কোম্পানির কাছ থেকে এখনো গাড়িটি বুঝে নেননি বলে দাবি করেছেন বাপেক্সের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা। তিনি বলেন, গাড়িটি গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। গাড়িটি আসলে কোথায় আছে, তা কেউ পরিষ্কার করে বলছেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষায় আছেন তাঁরা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার জ্বালানিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ম তামিম *প্রথম আলোকে* বলেন, কোম্পানি স্বাধীন হলেও সরকারি সব নির্দেশনা মানতে বাধ্য। কিন্তু কোম্পানির বোর্ড ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকতে পারে। যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হলে এমন আরও অনিয়ম-দুর্নীতি বেরিয়ে আসতে পারে।

এপ্রিল পর্যন্ত সমঝোতা তাবলিগের দুই পক্ষে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

তাবলিগ জামাতের দুটি পক্ষের বিবদমান সমস্যার সমাধানে আগামী বছরের এপ্রিলে পদক্ষেপ নেবে সরকারের স্বরাষ্ট্র ও ধর্ম মন্ত্রণালয়। সে পর্যন্ত দুই পক্ষই আগের নিয়মে কাকরাইল মসজিদে থাকবে, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন করবে।

তাবলিগ জামাতের দুটি পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। আগের নিয়ম হচ্ছে, দিল্লির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারবেন না। বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বের আয়োজন করবে মাওলানা জোবায়ের আহমদপন্থীরা। দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন করবে মাওলানা সাদপন্থীরা। আর কাকরাইল মসজিদ ও মারকাজ (কেন্দ্র) চার সপ্তাহ জোবায়েরপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পরের দুই সপ্তাহ থাকবে সাদপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে।

মঙ্গলবার সরকারের স্বরাষ্ট্র ও ধর্ম উপদেষ্টা জোবায়েরপন্থী ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আগামী বছরের এপ্রিলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কথা জানিয়ে তাঁরা আগের সিদ্ধান্তটি সে পর্যন্ত বহাল রাখেন।

সরকারের স্বরাষ্ট্র ও ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওলামা-মাশায়েখ বাংলাদেশের নেতা মাওলানা ফজলুল করিম কাসেমী। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা সংঘাত এড়াতে উপদেষ্টা মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।’

প্রকাশিত প্রতিবেদনের ছবি নিয়ে ব্যাখ্যা

মিটার বাণিজ্যে সাবেক মন্ত্রীর ‘ভাই-বন্ধু’ চক্র শিরোনামে ১২ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদনের ইনফোগ্রাফিকসে ব্যবহৃত মিটারের ছবি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা বলেছে, ২০ বছর ধরে মিটার ব্যবসায় যুক্ত থাকলেও গত ১৬ বছরে প্রিপেইড মিটারের কোনো দরপত্রে অংশ নিতে পারেনি তাদের ইস্টার্ন মিটার। তিনটি কোম্পানির বাইরে কাউকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি, যা প্রকাশিত প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। অথচ ছবি ব্যবহার করা হয়েছে ইস্টার্ন মিটারের। এতে তাদের ব্র্যান্ডের সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

প্রথম আলোর বক্তব্য

প্রতিবেদনে মিটারের ছবিটি প্রতীকী অর্থে ইনফোগ্রাফিকসের ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে। অসাবধানতাবশত ইস্টার্ন মিটারের ছবি ব্যবহার করায় আমরা দুঃখিত। **বা.স.**

আদানির সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

বাসস, *ঢাকা*

ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ুম গতকাল বুধবার রিটটি করেছেন। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হতে পারে।

রিটে আদানি গ্রুপের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিকে অসম, অন্যায্য ও দেশের স্বার্থ পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির শর্তগুলো সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সংশোধন করার কথা রিটে বলা হয়েছে। এতে আদানি গ্রুপ রাজি না হলে চুক্তিটি বাতিল করার জন্য রিটে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

এর আগে ৬ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ুম পিডিবির চেয়ারম্যান ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর এ বিষয়ে একটি আইনি (লিগ্যাল) নোটিশ পাঠান। নোটিশে তিন দিনের মধ্যে চুক্তি সংশোধনপ্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছিল। তা না হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই আইনি নোটিশের কোনো জবাব না পেয়ে রিটটি করা হয়েছে বলে জানান রিটকারী আইনজীবী।

উপদেষ্টা ফারুকীকে না সরালে রাজপথে নামার হুমকি চরমোনাই পীরের

প্রতিনিধি, *চকরিয়া, কক্সবাজার*

চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে উপদেষ্টা পদ থেকে না সরালে রাজপথে নামার হুমকি দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির (চরমোনাই পীর) মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। গতকাল বুধবার বিকেলে কক্সবাজারের চকরিয়ায় এক জনসভায় তিনি এ হুমকি দেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, ‘এত জান, এত রক্ত, এত মায়ের বুক খালি হলো। এখনো মায়েদের কান্না বন্ধ হয় নাই। এখনো মুগ্ধর সেই পানি পানি শব্দ বন্ধ হয় নাই; কিন্তু এই লাশের ওপর দাঁড়িয়ে, এই রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে যাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রয়েছেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, ধোঁকাবাজি করছেন—এটা সহ্য করা হবে না।’ তিনি বলেন, ‘আজকে তাঁরা তামাশা মনে করে যাকে-তাকে উপদেষ্টা বানান। ফারুকীকে যদি বাংলাদেশের মধ্যে উপদেষ্টা বানানো হয়, তাহলে আমাদের রক্ত, আমাদের জান, আমাদের সমস্ত শ্রম আজকে তারা পরাজিত করবে। তা হতে দেওয়া হবে না। এখনই পরিবর্তন করতে হবে। নইলে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হব।’

দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব প্রয়াত জনাব **আবদুল্লাহ হারুন পাশার** আত্মার মাগফিরাত কামনায় **আগামীকাল শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর বাদ আসর** গুলশান-১ জামে মসজিদে (পুরোনো ভোলা জামে মসজিদ, গুলশান শুটিং ক্লাবের পাশে) দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া মাহফিলে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

বাবার মামলা হলো না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থানায় মামলা হওয়ার তথ্য তাঁর জানা নেই। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। একই কথা বলেন ডেমরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুর রাজ্জাক মীর।

দুই মামলায় আসামি যাঁরা

স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা মিজানুর রহমান ও হাসি বেগম দম্পতির সন্তান মাহমুদুল হাসান। কয়েক বছর আগে মিজানুর ও হাসি বেগমের ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর নারায়ণগঞ্জের সানারপাড় এলাকায় নানির কাছে বড় হয় মাহমুদুল।

মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর ছেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। তিনি নিজেও যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনে অংশ নেন। মাহমুদুল ৫ আগস্ট সকালে সানারপাড়ের বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যায় খবর পান, যাত্রাবাড়ীতে তাঁর ছেলের মাথায় গুলি লেগেছে। মরদেহ রয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে।

এ ঘটনায় প্রথম মামলাটি করেন ডেমরা এলাকার বাসিন্দা জুলহাস শেখ। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতে করা আবেদনে আসামি হিসেবে ৯৪ জনের নাম উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের পাঁচজন কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ পুলিশের পাঁচ কর্মকর্তা। এর বাইরে ডেমরার আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৮৪ জনকে আসামি করা হয়।

এজাহারে দাবি করা হয়, নিহত মাহমুদুল বাদীর ভাগনে হয়। সে ৫ আগস্ট বেলা দেড়টার দিকে ডেমরার বাঁশপট্টি এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাত তিনটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। আদালতের নির্দেশে ডেমরা থানায় মামলাটি নথিবদ্ধ করা হয় ১০ সেপ্টেম্বর। এই মামলায় ৬৫ নম্বর আসামি জাহাঙ্গীর আলমকে (৪৬) গ্রেপ্তার করে এক দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে পুলিশ।

বাদী জুলহাস শেখ *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, মাহমুদুলের মা হাসি বেগম তাঁর পূর্বপরিচিত। তাঁর জানামতে, মাহমুদুল ডেমরা এলাকায় খুন হয়েছিল। এ জন্য তিনি বাদী হয়ে মামলা করেন।

একই ঘটনায় ১০ সেপ্টেম্বর সিএমএম আদালতে ৩৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার আবেদন করেন রবিউল আওয়াল নামের এক ব্যক্তি। আদালত মামলাটি এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার জন্য যাত্রাবাড়ী থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। ১৮ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলাটি রেকর্ড করা হয়।

এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়। পাশাপাশি ঢাকার দুই বড় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে আসামি করা হয়। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের পাঁচ দিনের রিমান্ডও মঞ্জুর করেন।

এজাহারে বলা হয়, মাহমুদুল ৫ আগস্ট বেলা ১১টার সময় যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

এ মামলার বাদী রবিউল আওয়াল *প্রথম আলোকে* বলেন, মাহমুদুল তাঁর কোনো আত্মীয় নন। তাঁর জানামতে, মাহমুদুলের মা-বাবা কেউই মামলা করেননি। তাই তিনি বাদী হয়ে মামলা করেছেন।

অবশ্য পরে মামলা থেকে দুই ব্যবসায়ীর নাম প্রত্যাহার চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন বাদী রবিউল আওয়াল। তাঁর দাবি, আইনজীবী ভুলে ওই দুই ব্যবসায়ীর নাম মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল।

তবে একই ঘটনায় দুই থানায় দুই মামলা হওয়ার বিষয়টি জানার পর ছেলে হত্যার বিচার নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন মিজানুর রহমান। তিনি রবিউলের মামলায় পক্ষভুক্ত হতে আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে আবেদন করেছেন। মিজানুর *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘যা-ই হোক আমি আমার ছেলে হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই।’

বিরোধে জড়াবে না বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচির লক্ষ্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ আদায়। এ নিয়ে বিএনপির নেতারা প্রতিদিনই কথা বলছেন। ৮ নভেম্বর বিএনপি ঢাকায় যে বড় শোভাযাত্রা করেছে, এর মূল লক্ষ্যই ছিল সরকারের ওপর নির্বাচনের ব্যাপারে চাপ তৈরি করা। এই শোভাযাত্রার পথ ছিল নয়াপল্টন থেকে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে পর্যন্ত। এই পথে শোভাযাত্রা করে দলটির নেতৃত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে এই বার্তা দিলেন যে তাঁরা অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন চান।

তবে দিন যত যাচ্ছে, বিএনপির শীর্ষ নেতারা নির্বাচনের পথে অনেক বাধা-অস্পষ্টতা দেখছেন। তাঁদের অনেকের আশঙ্কা, অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘ সময় শাসনক্ষমতায় থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক ছাত্রনেতাদের কারও কারও বক্তব্য ও তৎপরতা সন্দেহের চোখে দেখছেন। এর সঙ্গে জামায়াতের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও বিএনপির সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে বলে জানা গেছে। কারণ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে বিএনপির তেমন অবস্থান বা প্রভাব নেই। সেদিক থেকে বরং জামায়াত এগিয়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকার, জামায়াত ও ছাত্র নেতৃত্ব—এই তিন পক্ষকে সামনে রেখেই বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে চলমান রাজনীতি এবং আগামী সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে একধরনের সাবধানী বা কৌশলী হতে হচ্ছে।

বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারা বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলছেন, ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে দেশের প্রেক্ষাপট বদলের পর তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করছেন। সেটি হলো দলটি আর বিএনপির পেছনে না থেকে নিজেরাই ক্ষমতাপ্রত্যাশী হয়ে উঠেছে এবং সে অনুযায়ী জামায়াতের নেতারা কথা বলছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছেন। আগস্ট বিপ্লবের পরই দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের রাজনৈতিক মনোজগতের এই পরিবর্তন বিএনপির নেতৃত্বকে কৌশলী হতে বাধ্য করছে।

এরই মধ্যে সংবিধানের সংস্কার, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের প্রশ্ন সামনে এলে জামায়াত ও বিএনপিতে ভিন্ন অবস্থান প্রকাশ পায়। জামায়াত সংবিধানের মৌলিক সংস্কার চায়। তারা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চেয়েছে। আর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের বিষয়ে দলটি নীতিগতভাবে একমত। কিন্তু এ তিনটি বিষয়েই বিএনপির অবস্থান জামায়াতের বিপরীতে। এ ছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচন প্রশ্নেও দল দুটির ভেতরে ভিন্ন চিন্তার কথা জানা যায়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে এমন আলোচনাও আছে যে বিএনপি নির্বাচনের জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব, জামায়াত ততটা নয়। এ বিষয়ে কারও কারও ব্যাখ্যা এমন যে ভোট হলে ক্ষমতায় যাবে বিএনপি। তাই নির্বাচন নিয়ে জামায়াতের ততটা তাড়া নেই। বরং জামায়াত সংস্কারকেই প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি। কারণ, প্রেক্ষাপট বদল হলে আবারও স্বৈরতন্ত্র জেঁকে বসতে পারে, এই ভয়ে। এ ছাড়া ৫ আগস্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা, প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ও পদায়ন নিয়ে বিএনপি এবং জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও দখল-চাঁদাবাজি নিয়েও দ্বন্দ্ব বাধছে।

অবশ্য জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের স্থিতিশীলতার জন্য মৌলিক বিষয়গুলোতে বিএনপি-জামায়াতসহ সবার ঐকমত্য থাকাটা জরুরি। কারণ, রাজনৈতিক বিভাজন দেশকে সংকটে ফেলে দিতে পারে।

বিএনপির দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জামায়াতের সঙ্গে বিরোধে না জড়াতে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বশেষ গত সোমবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির যে বৈঠক হয়, সেখানেও জামায়াতের প্রসঙ্গ ওঠে। জামায়াত বিএনপিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে কি না, সে কথাও আলোচনায় আসে। এমন প্রেক্ষাপটে জামায়াতের সঙ্গে যাতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ না বাড়ে, সেদিকে সতর্ক থাকার অভিমত দেন বিএনপির একাধিক নেতা। বিশেষ করে, তাঁরা নির্বাচন ও জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নে যাতে কোনো দূরত্ব তৈরি না হয়, সেদিকে সজাগ থাকার কথা বলেন। এ জন্য জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখারও পরামর্শ দেন কয়েকজন নেতা। কারণ, নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য চায়।

যদিও জামায়াতের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় কোনো আলোচনা হয়নি বলে দাবি করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তবে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তাদের মদদদাতাদের বাইরে রাখতে হলে জাতীয় ঐক্য লাগবে। কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য থাকাও প্রয়োজন।

বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সোমবার স্থায়ী কমিটির সভায় দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ আদায়ের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপপ্রয়োগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকারের তিন মাসেও নির্বাচনের রোডম্যাপ না দেওয়ায় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা হতাশা প্রকাশ করেন। তাই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে নির্বাচনের রোডম্যাপ আশা করে বিএনপি। সেটি না হলে মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে সংসদ নির্বাচন চেয়ে মাঠের কর্মসূচিতে যাবে দলটি। তবে নানা দিক বিবেচনায় আগামী দিনগুলোতে বিএনপি নরমে-গরমে এগোবে।

এ বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল বুধবার ঠাকুরগাঁওয়ের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, ১৭ বছরের জঞ্জাল সরানো ১৭ দিনেও সম্ভব নয়, ১৭ মাসেও সম্ভব নয়। তাই এই সরকারকে সময় দিতে হবে। তবে তাদের সব বিষয়ে সংস্কারে হাত দেওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। সেটা নির্বাচিত যে সংসদ আসবে, সেই সংসদ করবে। তিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার—এই মৌলিক বিষয়গুলোতে জাতীয়ভাবে ঐক্য থাকতে হবে বলেও মন্তব্য করেন।

জনবান্ধব পুলিশের জন্য স্থায়ী পুলিশ কমিশন অপরিহার্য

পুলিশ সংস্কার

ব্রিটিশ আমলে গঠিত পুলিশের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের শাসনকে পাকাপোক্ত করা। সেই থেকে প্রায় একই আইনি কাঠামোতে চলছে আমাদের পুলিশ। জনবান্ধব পুলিশের জন্য কেন স্থায়ী পুলিশ কমিশন অপরিহার্য, তা নিয়ে লিখেছেন **মো. রিজওয়ানুল ইসলাম ও ইশরাত জাকিয়া সুলতানা**

শিশুরা সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় পথে দায়িত্বরত পুলিশের সঙ্গে হাসি বিনিময় করছে। হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া বা সন্দেহজনক কোনো একজন মানুষ সম্পর্কে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহায়তা করলে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত পুরস্কারের ঘোষণা ওয়েবসাইট থেকে দেখে আগ্রহীরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। পুলিশের ওপর জনগণের ভরসা এতটাই প্রকাশ্য ও দীর্ঘস্থায়ী যে এ বিষয়টিই পুলিশের চাকরিকে বেছে নিতে অনেককে উদ্বুদ্ধ করে।

স্কুলের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে মাসের একটি দুপুরে স্কুলে পুলিশের কয়েকজন সদস্য আসেন, যাঁদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেয় ও সাইবার বুলিংসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। টানা কয়েক বছরের জরিপে দেখা গেছে, স্কুলশিক্ষক, রাজনীতিবিদ, এমনকি কখনো কখনো পরিবারের সদস্যদের চেয়েও পুলিশের ওপর মানুষের বেশি আস্থা।

এ চিত্রগুলো আমাদের দেশের জন্য এখনো বাস্তব না হলেও পৃথিবীর অনেক দেশের জন্যই এগুলো পরিচিত দৃশ্য। এই চমৎকার উদাহরণগুলো জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, কানাডা, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশে পুলিশের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততার বাস্তব চিত্র। আমাদের দেশে তাহলে জনবান্ধব পুলিশের দেখা পাওয়া এবং পুলিশ ও জনগণের একই সঙ্গে কাজ করার ঘটনা কেন বিরল?

মূলত বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে পুলিশভীতি ও পুলিশের সঙ্গে জনবিচ্ছিন্নতার শুরু। পরে এটা উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে গত ১০০ বছরের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এবং বাংলাদেশে গত প্রায় দুই দশকের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে। ফলে শিশু থেকে বৃদ্ধ, কারও মনে পুলিশ শব্দটি কোনো নিরাপত্তা ও ভরসার অনুভূতি তৈরি করে না। পুলিশ সংস্কার তাই এখন সময়ের দাবি।

সরকার এটি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে ইতিমধ্যে পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু পুলিশের টেকসই সংস্কারের জন্য একটি স্থায়ী পুলিশ কমিশন প্রয়োজন। সম্প্রতি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের (এসআইপিজি) উদ্যোগে আয়োজিত একটি আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, পুলিশের প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে এ দাবিই অনুরণিত হয়েছে।

এসআইপিজি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ২০১৫ সাল থেকে পুলিশের প্রতি জনগণের বিশ্বাস তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক জরিপ ন্যাশনাল সার্ভে অন দ্য সিটিজেনস এক্সপেকটেশনস ফ্রম দ্য ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ ২০২৪ বলছে, পুলিশের ওপর মাত্র ১১ শতাংশ মানুষের আস্থা আছে।

নিঃসন্দেহে এ ফলাফল জনগণের কাছে যেমন কাম্য নয়, পুলিশের কাছেও স্বস্তিকর হওয়ার কথা নয়। স্থায়ী পুলিশ কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুলিশকে জনমুখী করার আবশ্যকতা এখানেই। ব্রিটিশ আমলে গঠিত পুলিশের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের শাসনকে পাকাপোক্ত করা। সেই থেকে প্রায় একই আইনি কাঠামোতে চলছে আমাদের পুলিশ। ২০০৭ সালে একবার সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এ সংস্কার বিভিন্ন রাজনৈতিক অসহযোগিতার কারণে আলোর মুখ দেখেনি।

পুলিশ কমিশনে কারা থাকবেন, কারা এর সদস্য হবেন—এগুলো নির্ধারণের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করা জরুরি। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে অন্যান্য সরকারি কমিশনের সদস্য কারা হবেন, তা নির্ধারণ করার জন্য সার্চ কমিটি গঠনের উদাহরণ রয়েছে।

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতো পুলিশ কমিশনকে একটি স্বাধীন কমিশন হতে হবে। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে পুলিশের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলা তদারকি করা। এই কমিশনে একজন কমিশনপ্রধান যিনি হতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি। তাঁর নেতৃত্বে যাঁরা থাকতে পারেন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতিনিধি, পুলিশ সদর দপ্তরের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

বর্তমানে পুলিশের মধ্যে তিন স্তরে নিয়োগের ধারা দেখা যায়।

ক. কনস্টেবল

খ. এসআই/সার্জেন্ট

গ. বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে এএসপি

এটিকে দুই স্তরের কাঠামো করতে হবে, যেন দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে প্রত্যেকেরই কর্মস্থলে

- জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতো পুলিশ কমিশনকে একটি স্বাধীন কমিশন হতে হবে। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে পুলিশের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলা তদারকি করা।
- পুলিশের জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হলো প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও দল-মত-শ্রেণিনির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পুলিশের পেশাদার আচরণ করা।
- পুলিশের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার বন্ধ করে এবং পদলেহনের সংস্কৃতি থেকে বের করে স্বাধীন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কাজটি করার অন্যতম সহজ ও বাস্তবসম্মত পথ হলো পুলিশকে জনমুখী করা।

পদোন্নতি পেয়ে ওপরে যাওয়ার এক প্রকার সুযোগ তৈরি হয়। আমরা কেন এই প্রস্তাব করছি?

একজন নিচের পদের পুলিশের সদস্য যখন দেখবেন যে তাঁর সততার মাধ্যমে, দক্ষতার মাধ্যমে ওপরে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে, তখন তাঁর মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা কমতে পারে। সেই সঙ্গে এই নিয়োগকাঠামো সরকারি কর্ম কমিশনের হাতে না রেখে পুলিশ কমিশনের হাতে থাকা জরুরি। কারণ, পুলিশের চাকরি একপ্রকার বিশেষায়িত চাকরি। সেখানে শারীরিক ও মানসিক কাঠামো সাধারণ ক্যাডার থেকে কিছুটা ভিন্ন। কমিশন তাদের বাস্তবতা এবং প্রয়োজনের আলোকে আলাদা নিয়োগ করবে।

এর পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য পৃথক অভিযোগ শাখা থাকতে হবে। এখন পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হলে তা রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায়। প্রস্তাবিত অভিযোগ শাখার সদস্যরা এমন হবেন যেন তাঁদের বিরুদ্ধেই আবার কোনো অভিযোগ আসতে না পারে। এই শাখার সব সদস্যের অবশ্যই পূর্ণকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া উচিত।

বাস্তবতার নিরিখে সহজেই অনুমেয় যে এই কমিশন রাতারাতি গঠনের মাধ্যমে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে না। এই পরিবর্তন ধাপে ধাপে হবে। আমাদের পুলিশের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার বন্ধ করে এবং পদলেহনের সংস্কৃতি থেকে বের করে স্বাধীন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কাজটি করার অন্যতম সহজ ও বাস্তবসম্মত পথ হলো পুলিশকে জনমুখী করা।

এ জন্য একাডেমিক গবেষণায় গুরুত্বারোপ করা, পুলিশ রেগুলেশনস অব বেঙ্গল (পিআরবি) ১৯৪৩ থেকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধারাগুলোকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, পুলিশি ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশন করা এবং তরুণদের সঙ্গে পুলিশের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশবিজ্ঞান পড়ানো হয়। ২০০১ সালে শুরু হওয়া এই বিষয়ে এমন কোনো গবেষণা বাংলাদেশে হয়েছে কি, যার ফলাফল পুলিশকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে, বিশ্লেষণ করতে, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে এবং আলোচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পুলিশ বিভাগকে সাহায্য করেছে?

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যার ধরনও পরিবর্তিত হয়। এগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে গবেষকেরা শুধু জ্ঞান বিস্তারেই ভূমিকা রাখেন না, সমাজের সমস্যা সমাধানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তা তুলে ধরতে পারেন।

আরকানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনার অপরাধবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষকদের গবেষণায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত ৩৭০টি গবেষণা নিবন্ধের কথা জানা যায়। এ গবেষণা নিবন্ধগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, পুলিশবিজ্ঞান নিয়ে কী ব্যাপক পরিসরে উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা করে।

পুলিশ রেগুলেশনস অব বেঙ্গল ১৯৪৩-এর কথা শুনে মনে হতে পারে ৮০ বছরের পুরোনো বিধিমালার কতটুকুই আজ গ্রহণযোগ্য? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ২৬টি অধ্যায়ে বিধৃত এর ১২৯০টি রেগুলেশনসের অনেক কিছুই ২০২৪ সালেও আমাদের জন্য প্রয়োজন। এটি বোঝার জন্য কেবল একটি উদাহরণই যথেষ্ট : ভিসিএনবির (ভিলেজ ক্রাইম নোট বুক) ব্যবহার।

এই নোটবুকে প্রতিটি থানার বিপজ্জনক মানুষের তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তার মৃত্যু পর্যন্ত সেই থানার দায়িত্বরত পুলিশ লিপিবদ্ধ করতেন। ম্যাজিস্ট্রেটসহ যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা সে থানায় বদলি হয়ে যাওয়ার পর ভিসিএনবি দেখে নিতেন। ফলে এলাকার সমস্যা জানার ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসনের ধারণা একই পর্যায়ে থাকত। জনবিচ্ছিন্ন পুলিশের পক্ষে ভিসিএনবি ব্যবহার অসম্ভব। একমাত্র এলাকার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারলেই ভিসিএনবির জন্য তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।

বাংলাদেশে আশির দশকের শেষের দিকেও নিয়মিতভাবে ভিসিএনবির ব্যবহার ছিল। পুলিশ স্টাফ কলেজের নিউজলেটারের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০১২ সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় 'প্রোঅ্যাকটিভ ক্রাইম কন্ট্রোল' অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, 'ভিসিএনবি হার্ডলি এক্সিস্টস ইন টুডেজ পুলিশিং' অর্থাৎ বর্তমানের পুলিশি কর্মকাণ্ডে ভিসিএনবি নেই বললেই চলে।

কাগজের নোটবুককে আজকের প্রযুক্তির যুগে হয়তো ডিজিটাল নোটবুকে রূপ দেওয়া যেতে পারত। এভাবে থানাভিত্তিক অপরাধীকে চিহ্নিত করা ও তাকে পর্যবেক্ষণে রাখার যে কার্যকর মাধ্যম ভিসিএনবি তা ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের যে চর্চা, সেটি কেন বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেল?

সাধারণ মানুষ যখন এই বিশ্বাস রাখতে পারবে যে সমাজের বিপজ্জনক মানুষের তথ্য পুলিশের কাছে রয়েছে, তখন পুলিশ খুব সহজেই সাধারণ মানুষের আস্থার পাত্রে পরিণত হবে। অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বিস্তৃত হয়েছে, তার প্রভাবে গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়েও পৌঁছেছে। এর ফলে অসৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া কারও বয়ান থেকে পুলিশ নিরাপদ ব্যক্তিকে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করলে কিংবা পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় নেতাদের আর্থিক ভাগাভাগির বাণিজ্য শুরু হয়ে গেলে ভুল ব্যক্তির তথ্য লিপিবদ্ধ হবে। এতে ভিসিএনবির ব্যবহার অর্থহীন হয়ে পড়বে।

পুলিশের জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হলো প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও দল-মত-শ্রেণিনির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পুলিশের পেশাদার আচরণ করা। কোন এলাকায় আজকে পুলিশের কী কী কাজ জনকল্যাণকর হয়েছে, কী কী কাজ জনকল্যাণের বিপরীতে গিয়েছে—এসব তথ্য ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে থাকতে হবে এবং দৈনিক হালনাগাদ করা হবে, যা সর্বসাধারণের দেখার সুযোগ থাকবে।

এটি একদিকে পুলিশের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে জনসংযোগ বাড়াবে। একজন রিকশাচালকও যেন জানেন বিপদে পড়লে ৯৯৯-এ কল করা যায় এবং করলে কার্যকর সাড়া পাওয়া যায়, ঠিক যেভাবে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সাড়া পান। সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, লাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতি এক বা দুই মাসে একবার পুলিশ সশরীর উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনবে এবং প্রশ্নোত্তরে অংশ নেবে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তরুণদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক তৈরি করা। বাংলাদেশের চার ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যার বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৬০ লাখ। এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুলিশকে কাজ করতে হবে। যেমন বিএনসিসি (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) এবং স্কাউটের তরুণদের নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনকল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করার কর্মসূচি পুলিশের থাকতে হবে।

সেই সঙ্গে বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং পুলিশ প্রতিনিধির সমন্বয়ে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক দল থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবে ওই এলাকার তরুণেরা। তারা সমস্যার সমাধান করবে। পুলিশ এ কাজে তদারকি করবে না, বরং থাকবে সহায়ক হিসেবে।

স্থায়ী পুলিশ কমিশনকে এমনভাবে পুলিশের সংস্কার করতে হবে যেন চলার পথে পুলিশকে দেখে একটি ছোট্ট শিশুও পুলিশের সঙ্গে হাসি বিনিময় করে; একজন পুলিশ সদস্যও যেন ভাবতে পারেন, এটা তাঁরও সমাজ।

● **ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম**, অধ্যাপক, আইন বিভাগ; **ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতানা**, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ১৫ পরামর্শ

ভালো থাকুন

ডা. শাহজাদা সেলিম, *সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়*

স্বাস্থ্যকর জীবনধারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে—

১. **আদর্শ দৈহিক ওজন বজায় রাখা :** এই ওজন বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২২.৯ কেজি/মি.২। ওজন বাড়লে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি বিশেষ করে পেটের চর্বি ইনসুলিনের অকার্যকারিতা বাড়ায়।

২. **শারীরিকভাবে সক্রিয় জীবনযাপন :** সপ্তাহে ১৫০ মিনিটের মাঝারি ব্যায়াম (যেমন দ্রুত হাঁটা) বা ৭৫ মিনিট জোরালো ব্যায়াম (যেমন দৌড়ানো), পাশাপাশি সপ্তাহে দুই দিন সম্ভব হলে ব্যায়াম। কারণ, নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে ও রক্তে শর্করা কমায়।

৩. **সুষম খাদ্য গ্রহণ :** খাদ্যতালিকায় প্রচুর শাকসবজি (আলু বাদে), ফল, গোটা শস্য এবং চর্বিহীন প্রোটিন রাখতে হবে। কারণ, ফাইবার ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য রক্তে শর্করার ভালো নিয়ন্ত্রণ রাখে।

৪. **যেসব খাবার পরিহার :** চিনিযুক্ত পানীয়, ফলের রস এবং পরিশোধিত শর্করা বেশি পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকস খাওয়া কমাতে হবে। কারণ, এসব খাবারে রক্তে শর্করা ও ইনসুলিনের অকার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

৫. **স্বাস্থ্যকর চর্বি :** অ্যাভোকাডো, অলিভ অয়েল, বাদাম ও চর্বিযুক্ত মাছ থেকে অসম্পৃক্ত চর্বি ব্যবহার করুন। ভালো চর্বি কোলেস্টেরল ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৬. **খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ :** ধীরে ধীরে খান, ছোট প্লেট ব্যবহার করুন ও ক্ষুধার সংকেতগুলোতে মনোযোগ দিন। এটি ওজন বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে।

৭. **গোটা শস্য বেছে নিন :** মিহি শস্যের পরিবর্তে বাদামি চাল, কুইনোয়া ও গোটা গমের মতো গোটা শস্য বেছে নিন। গোটা শস্যের গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

৮. **পর্যাপ্ত জলীয়/পানীয় গ্রহণ :** প্রতিদিন ৩ লিটারের মতো (৭-৮ গ্লাস) পানি পান করুন। শর্করা বা ক্যালোরিবিহীন পানি হলো সেরা।

৯. **ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন :** প্রতি রাতে ৭ ঘণ্টার মতো (৬-৯ ঘণ্টা) নিরবচ্ছিন্ন ঘুম। কারণ, অপর্যাপ্ত ঘুম ইনসুলিন সংবেদনশীলতা নষ্ট করে ও ওজন বাড়াতে পারে।

১০. **মানসিক চাপ হ্রাস :** মানসিক চাপ কমাতে যোগব্যায়াম, ধ্যান, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস বা শখের অনুশীলন করুন। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ইনসুলিনের অকার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

১১. **ধূমপান বর্জন :** ধূমপান ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার উচ্চ ঝুঁকি বাড়ায়।

১২. **মদ্যপান পরিহার :** অতিরিক্ত অ্যালকোহল রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত ও ওজন বৃদ্ধি করতে পারে।

১৩. **আঁশযুক্ত (ফাইবার) খাদ্য গ্রহণ :** মটরশুঁটি, শিম, শাকসবজি, ফলমূল এবং গোটা শস্য খেতে পারেন। ফাইবার রক্তে শর্করার শোষণ নিয়ন্ত্রণ ও অন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক।

১৪. **নিয়মিত ব্লাড সুগার নিরীক্ষণ :** ৩৫ বছরের পর রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে প্রতিরোধ করা যায়।

১৫. **নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা :** ওজিটিটি, এইচবিএ১সি এবং লিপিড নিয়মিত পরীক্ষা করা। কারণ, প্রিডায়াবেটিস বা উচ্চ-ঝুঁকির অবস্থা শুরুতে শনাক্ত করা গেলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
ডায়াবেটিস থেকে সুরক্ষার মূলমন্ত্র

রাস্তায় হাঁটার পরও ময়লা হয়নি সাদা মোজায়

বিচিত্র

টাইমস নাউ

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের বেশ পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে সুনাম রয়েছে। দেশটির রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে প্রার্থনালয়—সবকিছুই পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে-তকতকে। ময়লা-আবর্জনা খুব একটা দেখা যায় না কোথাও। জাপানের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে দেশের পরিশুদ্ধতাকে সমুন্নত রাখা। আসলে জাপানের রাস্তাঘাট কতটা পরিচ্ছন্ন?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার সিমরান জৈন জাপানের সেই পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একটা পরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি জুতা ছাড়াই এক জোড়া সাদা ধবধবে মোজা পরে নেমে পড়েছিলেন সড়কে। অনেক হাঁটাহাঁটির পর সেই মোজার ছবি তুলেছেন। সেই ছবি এবং রিল (মেটার জন্য টিকটিকের মতো তৈরি ছোট ভিডিও) বানিয়ে সেটা তুলে দিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি আর রিল ২ কোটি ৬০ লাখ ব্যবহারকারী দেখেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই ছবি-ভিডিও নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। সিমরানের মোজার পায়ের তালুর অংশ দেখে অবাক সবাই। সবারই প্রশ্ন, সাদা মোজা পরে সড়কে হাঁটার পরও কীভাবে এতটা পরিচ্ছন্ন থাকে? তাহলে কি সত্যিই 'বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন দেশ' হিসেবে জাপানের যে সুনাম রয়েছে, সেটা এতটাই সত্যি?

সড়কে হাঁটার পরও ধবধবে সাদা মোজা।
ছবি : সিমরানের ইনস্টাগ্রাম থেকে

সিমরান দেখতে চেয়েছিলেন, রাস্তায় হাঁটার পর মোজায় কোনো দাগ পড়ে কি না। ভিডিওতে দেখা যায়, হাতে জুতা নিয়ে সিমরান ফুটপাতে হাঁটছেন, রাস্তা পার হচ্ছেন। অনেকক্ষণ হাঁটার পর তিনি মোজাসহ পায়ের তালুর ছবি তোলেন, ভিডিও বানান। এতে দেখা যায়, মোজায় কোনো ধুলাবালু লাগেনি, কোনো ধরনের দাগ পড়েনি। ফলে তাঁর পায়ে এই মোজা দেখে অনেকে যেমন অবাক হন, আবার অনেকে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেন।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৭

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

ড্রাই আই সিনড্রোমের হার কেমন?

যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ২ কোটি মানুষ ড্রাই আই সিনড্রোমে ভোগে। চোখ যখন যথেষ্ট পরিমাণে পানি উৎপন্ন করতে পারে না, তখনই এর কবলে পড়ি আমরা।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	৫
৬			৭			৮	
৯		১০			১১		
		১২					
	১৩						১৪
১৫				১৬		১৭	
			১৮				
১৯							

বাঁ থেকে ডানে : ১. মস্তকহীন দেহ। ৩. উক্তি, প্রশংসা। ৬. ক্ষণকাল। ৭. তির। ৮. ওজন। ৯. ঔজ্জ্বল্য। ১১. শেষ। ১২. সূর্যের পরিধি। ১৫. সংস্কারকারী। ১৭. মাছ শিকারে পটু সাদা পাখি। ১৮. জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি। ১৯. বিগড়ে গেছে এমন।

ওপর থেকে নিচে : ১. পাণ্ডিত্য জাহির করিতে মামুলি বুলি আওড়ানো। ২. দুধ ইত্যাদি জ্বাল দেওয়ার সময় উথলে ওঠা। ৩. ছোট উদ্ভিদবিশেষ। ৪. যেখানে সভার অধিবেশন হয়। ৫. কোমল। ৭. বাকপটু। ১০. অনন্ত। ১১. খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা। ১৩. ঈর্ষাপরায়ণ। ১৪. সহজে করা যায় এমন। ১৬. মধুর কিন্তু মৃদু গন্ধবিশিষ্ট ফুল। ১৭. প্রকৃতপক্ষে।

গত সমস্যার সমাধান

বা	জি		বা		গা	ঝ	
	রা	জ	দ	ণ্ড		র	ক্ত
অ		লা	ল		সাঁ	ঝ	
নি	কু	ঞ্জ		ফা		র	স
ষ্ট		লি	ক	লি	কে		ম্প
	চ		লি		শা	কা	ন্ন
কু	ক	থা		জা	গ্র	ত	
লা		বা	হা	না		লা	ভ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

গানে অনেকে অটো-টিউন সফটওয়্যার ব্যবহার করে বৈচিত্র্য আনেন। তবে মার্কিন অভিনেতা ও অ্যানিমেটর ট্রে পার্কার অটো-টিউনের কাজ সারতে পারেন খালি গলায় গেয়ে।

জাপানের সুসামি পরিচিত জেলে শহর হিসেবে। এই শহরের পানির নিচে আছে একটি ডাকবাক্স, যেটি দুনিয়ার গভীরতম ডুবো ডাকবাক্স।

আল ক্যাপোন (১৮৯৯-১৯৪৭) কুখ্যাত মার্কিন গ্যাংস্টার। তবে ভিজিটিং কার্ডে নিজের পরিচয় দিতেন আসবাবপত্রের ব্যাপারী হিসেবে!

কথা অমৃত

আমাদের বয়স বাড়লে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথম বিষয়টি হলো, স্মৃতিশক্তি কমতে শুরু করে। বাকি দুটি ভুলে গেছি।

নরম্যান উইজডম
ইংরেজ কমেডিয়ান (১৯১৫-২০১০)

সুডোকু

8			2		3			
9					8			
		6		9			8	
	9					5	2	6
5	4						7	3
6	2	1					9	
	7			5		8		
			1					4
			4		6			5

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	7	2	1	8	9	5	6	4
9	6	8	7	5	4	3	1	2
4	5	1	2	3	6	7	9	8
1	9	4	5	7	3	8	2	6
2	3	6	9	4	8	1	5	7
7	8	5	6	1	2	9	4	3
8	4	9	3	2	5	6	7	1
5	1	3	8	6	7	4	2	9
6	2	7	4	9	1	8	3	5

কৌতুক

চোখ নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছেন বজলু সাহেব।
তার স্ত্রী ঠেলেঠুলে ডাক্তারের কাছে পাঠালেন।
ডাক্তার বললেন, 'আসুন। কী সমস্যা?'
বজলু সাহেব বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি সব জিনিস দুটি করে দেখছি!'
ডাক্তার বললেন, 'আচ্ছা। ওই চেয়ারটায় বসুন দেখি।'
বজলু সাহেব বললেন, 'কোন চেয়ারটায়?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

গাছে ঝুলছিল যুবকের লাশ | কানাইঘাটে শ্বশুরবাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় জুবায়ের নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধি, সিলেট

সংক্ষেপে

মুন্সিগঞ্জ

১২টি লাইব্রেরি পেল ৪ হাজারের বেশি বই

মুন্সিগঞ্জে ১২টি লাইব্রেরিকে ৪ হাজার ৩৯৪টি বই উপহার দেওয়া হয়েছে। প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় ও বিকাশের উদ্যোগে এসব বই বিতরণ করা হয়। গতকাল বুধবার মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সফিউদ্দিন আহমেদ মিলনায়তনে এসব বই বিতরণ করা হয়। বই বিতরণ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক জিতু রায়। বই বিতরণ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলোর মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ফয়সাল হোসেন। বিকাশ এ বছর সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও বৃদ্ধাশ্রমে ১ লাখ ২০ হাজার বই বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। ভাগ্যকুল পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গ্রন্থকুঞ্জ সার্বজনীন পাঠাগার, মুন্সিগঞ্জ কালেক্টরেট কিশলয় কিন্ডারগার্টেন স্কুল লাইব্রেরি, রহমান মাস্টার স্মৃতি পাঠাগার, পূর্বরাখি জ্ঞানের আলো পাঠাগার, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী স্মৃতি পাঠাগার, খানবাড়ি জালালউদ্দিন স্মৃতি পাঠাগার, প্রবাসী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পাবলিক লাইব্রেরি, টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় লাইব্রেরি, মুন্সিগঞ্জ কলেজ লাইব্রেরি, মরহুম আব্দুল ইউসুফ মামুন স্মৃতি পাঠাগার ও আলাল স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিনিধিদের হাতে বইগুলো তুলে দেওয়া হয়।
প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

জাতীয় নাগরিক কমিটি

রাজধানীর আরও দুই থানায় কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারের অংশ হিসেবে এবার রাজধানী ঢাকার ভাটারা ও কাফরুল থানায় কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল বুধবার রাতে জাতীয় নাগরিক কমিটির পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণার কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'ঢাকা রাইজিং' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভাটারা থানায় ১৭৫ সদস্যের ও কাফরুল থানায় ৬১ সদস্যের প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করা হলো। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এসব কমিটি অনুমোদন করেছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে ছাত্র-জনতার এ অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাজ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আর নাগরিক কমিটির কাজ পেশাজীবীকেন্দ্রিক।

সংস্কারপ্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে

আলোচনা সভায় বক্তারা

যদি সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলোচনা সভায় বক্তারা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত বিভিন্ন সংস্কার কমিটি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সুপারিশ পরে কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েও সংশয় আছে। অতীতেও অনেক বিষয়ে ভালো ভালো সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নের উদ্যোগ দেখা যায়নি। এবারও যদি সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

গতকাল বুধবার বিকেলে বাসদ (মার্ক্সবাদী) আয়োজিত 'গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ ও সংস্কার ভাবনা' শীর্ষক আলোচনায় এ কথাগুলো উঠে আসে। জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে এ আলোচনায় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক চিন্তকেরা অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাসদের সমন্বয়ক মাসুদ রানা।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দুটি স্পষ্ট সাফল্য রয়েছে। প্রথমটি হলো দেশের প্রবল পরাক্রমশালী স্বৈরশাসককে অপসারণ করা। দ্বিতীয়ত, ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচনের পরে মনে হয়েছিল, এই স্বৈরশাসনের হয়তো পরিবর্তন হবে না। এতে সারা দেশে যে সামাজিক বিষণ্নতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেটে গেছে। এখন দেশে পরিবর্তনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। এই জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সরকারের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সরকার সেটি প্রত্যাশিত মাত্রায় পেরে উঠছে না।

সংবিধানের মধ্যেই অনেক পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে উল্লেখ করেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। তিনি বলেন, 'এসবের অপসারণ করতে হবে। আমাদের চিন্তার মধ্যেও ঔপনিবেশিক মানসিকতা রয়েছে।'

সংস্কারের জন্য গঠিত কমিটিগুলোর প্রতি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ইংরেজি দৈনিক *দ্য নিউ এজ* সম্পাদক নূরুল কবীর। তিনি বলেন, তারা কী সংস্কার করছে, সে সংস্কার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা কতটা, এসব কেউ কিছু জানে না। অতীতে বরাবর জাতি প্রতারিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রী দল ছিল না। কিন্তু ১৯৭২ সালের সংবিধানে তারা সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। এই সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। অথচ তারা সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে বিভ্রান্তিমূলক অবস্থা তৈরি হয়েছে।

আলোচনায় আরও অংশ নেন অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, লেখক ও কলামিস্ট আলতাফ পারভেজ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

সাবেক সংসদ সদস্যের ছেলের জামিন স্থগিত থাকছে

ইস্কাটনে জোড়া খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার ইস্কাটনে জোড়া খুনের মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত বখতিয়ার আলম রনিকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিতই থাকছে। রনি সাবেক সংসদ সদস্য পিনু খানের ছেলে।

১০ নভেম্বর দুই দিনের জন্য তাঁর জামিন স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক জামিন স্থগিত করে আদেশ দেন। পাশাপাশি বখতিয়ারের জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনটি আপিল বিভাগে শুনানির জন্য আগামী ২ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন।

এ মামলায় ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি রায় দেন ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ। রায়ে বখতিয়ারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে হাইকোর্টে জামিন চেয়ে তিনি আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট ৫ নভেম্বর তাঁকে জামিন দেন।

২০১৫ সালের ১৩ এপ্রিল গভীর রাতে নিউ ইস্কাটনে বখতিয়ারের গাড়ি থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়। এতে রিকশাচালক আবদুল হাকিম ও অটোরিকশাচালক ইয়াকুব আলী নিহত হন।

রামরুর আলোচনা সভা

অভিবাসনের নামে পাচারের ঘটনা আছে মালয়েশিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত বছরের ২১ মার্চ সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে মালয়েশিয়ায় যান টাঙ্গাইলের একজন কর্মী। মাসে ৩৭ হাজার টাকা বেতনে চাকরির কথা ছিল তাঁর। প্রায় ২৫০ জন কর্মীর সঙ্গে একটি শিবিরে বন্দী করে রাখা হয় তাঁকে। কোনো চাকরি পাননি। বর্তমানে এক আত্মীয়ের কাছে আছেন। পাসপোর্ট নিয়োগকর্তার কাছে। দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন তিনি।

পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে গত বছরের ১৩ জুলাই মালয়েশিয়ায় যান ময়মনসিংহের একজন কর্মী। কোনো কাজ পাননি। দেশটিতে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। অথচ সেখানে যাওয়ার আগেই দেশে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গিয়েছিলেন তিনি। সাড়ে তিন মাস পর বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন।

মালয়েশিয়ায় গিয়ে কর্মীদের প্রতারিত হওয়ার এসব ঘটনা তুলে ধরেছে অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরু। গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় আটজন কর্মীর বর্ণনা তুলে ধরে তারা। এতে বলা হয়, মানব পাচারের সংজ্ঞা অনুসারে অভিবাসনের নামে মানব পাচারের ঘটনা আছে মালয়েশিয়ায়।

'ক্ষতি মূল্যায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এ সভার সঞ্চালনা করেন রামরুর নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর বিষয়টি মানব পাচারে রূপান্তরিত হয়েছিল।

শেষ দফায় মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো শুরু হয় ২০২২ সালের জুলাই থেকে। শুরুতে ২৫টি এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর এটি দফায় দফায় বাড়িয়ে ১০১টি এজেন্সিকে অনুমোদন দেয় মালয়েশিয়ার সরকার। এরপর নানা অভিযোগে গত ৩১ মে থেকে বন্ধ হয়ে যায় দেশটির শ্রমবাজার। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৪ লাখ ৭৬ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন। শেষ মুহূর্তে কয়েক হাজার কর্মী প্রক্রিয়া শেষ করেও যেতে পারেননি দেশটিতে।

জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বায়রার সদস্য ও ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক আলোচনা সভায় বলেন, চক্রের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। তাই শ্রমবাজার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

সভায় আরও বক্তব্য দেন বেসরকারি সংস্থা ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি সৈয়দ সাইফুল হক, বায়রার যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম, বায়রার সদস্য মোস্তফা মাহমুদ, হেলভেটাস বাংলাদেশের প্রজেক্ট ডিরেক্টর আবুল বাশার প্রমুখ।

বিশ্বের মানুষ যক্ষ্মার টিকা পাচ্ছে ৫ বছরের মধ্যে

শিশির মোড়ল, *বালি, ইন্দোনেশিয়া থেকে*

যক্ষ্মা পরীক্ষার সুযোগ অনেক মানুষের নাগালের বাইরে। যক্ষ্মার ওষুধের দাম অনেক বেশি। তবে আশার কথা এই যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের মানুষ যক্ষ্মার একটি টিকা পেতে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম প্লেনারি অধিবেশনে এ কথা বলা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে পাঁচ দিনের এ সম্মেলন গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছেন।

প্লেনারি অধিবেশনে ভারতের যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ সৌম্য স্বামীনাথন অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ভারতে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীর ১১ শতাংশ ঝরে পড়ে মা-বাবার অসুস্থতার কারণে। এ অসুস্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে যক্ষ্মা। বহু দরিদ্র পরিবার ঠিক সময় রোগ নির্ণয় করতে পারে না। তিনি বলেন, যক্ষ্মা শনাক্তে ও চিকিৎসায় বৈষম্য আছে। এ বৈষম্য কমাতে যক্ষ্মার জন্য বৈশ্বিক অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

এ অধিবেশনে মূলত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দলের প্রতিনিধি ক্রিসটপ ফেরিন যক্ষ্মার ওষুধের দাম নিয়ে কোনো ধরনের কারসাজি হয় তার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ১০ বছর আলোচনার পর একটি ওষুধের দাম কমানো সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই মঞ্চের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যান। প্ল্যাকার্ডে যক্ষ্মার ওষুধের দাম কমানোর দাবি ছিল।

ইউক্রেন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় হয় না, ভুল করে অন্য রোগের চিকিৎসা চলতে থাকে। রোগ পরীক্ষা করাতে কাউকে কাউকে অনেক দূরে যেতে হয়। রোগ শনাক্তের পর অনেকে ঠিক সময় ওষুধ কিনতে পারেন না।

সমাধানের কিছু কথা বলেন জাহিদুল ইসলাম। এর মধ্যে ছিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যয় কমাতে হবে, যক্ষ্মার স্বল্প মেয়াদি চিকিৎসাব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যক্ষ্মায় অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে যক্ষ্মার টিকা পাওয়া যাবে। সম্মেলনের শুরুর দিনের একটি অধিবেশনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিও বলেছিলেন, খুব শিগগির যক্ষ্মার নতুন ওষুধ ও টিকা পাওয়া যাবে।

বিকেলের একটি অধিবেশনে যক্ষ্মার টিকা উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে বলা হয়, যেসব দেশের বিপুল পরিমাণ টিকা উৎপাদনের সক্ষমতা আছে, তাদের অনেকের জন্য যক্ষ্মা বড় কোনো সমস্যা নয়। আবার টিকার বিরুদ্ধে একধরনের প্রচারণা আছে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দরকার। অন্যদিকে গর্ভবতী নারীদের ওপর এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা হবে কি না, সেই বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।

পাঁচ দিনের সম্মেলনে ১৫০টির বেশি অধিবেশন হবে। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য আছে বেশ কিছু অধিবেশন।

বাস ভাড়া না কমালে হরতাল

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ থেকে সব রুটে বাসভাড়া কমানো ও ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করার দাবিতে পথসভা করেছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। গতকাল বুধবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের কালীর বাজার, ২ নম্বর রেলগেট হয়ে ডিআইটি মার্কেটে পথসভা শেষ হয়।

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে ১৫ নভেম্বর গণসমাবেশ ও মশালমিছিলের ঘোষণা করেছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম।

পথসভায় বক্তব্য দেন সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী, শহর কমিটির সভাপতি আবদুল হাই, বাসদের জেলা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, আবদুল কাদির, গণসংহতি আন্দোলনের জেলার নির্বাহী সমন্বয়ক আলমগীর হোসেন, নিয়ামুর রশীদ, সামাজিক সংগঠন সমমনার উপদেষ্টা দুলাল সাহা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের বর্তমান দাবি নারায়ণগঞ্জের গণমানুষের দাবি। নারায়ণগঞ্জের পরিবহন মাফিয়ারা পালিয়ে গেলেও তাঁদের সুবিধাভোগী অনেক চাঁদাবাজ এখনো পরিবহনে বহাল রয়েছেন। প্রশাসন যদি চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারে, তবে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। মানুষের এই যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে যদি নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে বাসভাড়া ৪৫ টাকা করা না হয়, ছাত্রদের জন্য অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করা না হয়, তাহলে ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ শহরে সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত অর্ধবেলা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হবে।

কর্মস্থল থেকে তুলে নেওয়ার পর খোঁজ নেই পুলিশ কর্মকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বরিশালের কর্মস্থল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অতি. এসপি) আলেপ উদ্দিনকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে পুলিশের বরিশাল রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) কার্যালয় থেকে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। গতকাল বুধবার রাত ১০টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩২ ঘণ্টা পার হলেও তাঁর খোঁজ পায়নি বলে জানিয়েছে পরিবার।

আলেপ উদ্দিনের স্ত্রী ওয়াফা নুসরাত গতকাল রাত ১০টার দিকে *প্রথম আলো*কে বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে আলেপ উদ্দিনকে তুলে নেওয়ার সময় তিনি স্ত্রীকে ফোন করে বলেছিলেন, বরিশালের ডিবি তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

বরিশাল জেলা পুলিশ সুপার মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, আলেপ উদ্দিনকে তুলে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাঁকে ঢাকার ডিবি কার্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ডেকে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে ঢাকার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা বলতে পারবেন।

রাফায়েল গ্রোসি ইরান সফরে

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রোসি গতকাল ইরান সফরে গেছেন। এএফপি

সংক্ষেপে

মিয়ানমার

জান্তা বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত ১১

মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যের নংচো শহরে সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় চায়ের দোকানে থাকা ১১ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিকেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন। এমন সময় এ হামলার ঘটনা ঘটল, যখন ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সশস্ত্র প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে সামরিক সরকার। সরকারি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের মাধ্যমে বেসামরিক লোকজনকে শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। হামলার মুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) একজন মুখপাত্র বলেন, 'চা পান করতে আসা বেসামরিক লোকজন দোকানটিতে বসা ছিলেন।'

এএফপি, *ব্যাংকক*

যুক্তরাষ্ট্র

ইউক্রেনের সহায়তা করা নিয়ে ব্রাসেলসে ব্লিঙ্কেন

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত মঙ্গলবার ব্রাসেলসে জরুরি সফরে গেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ইউরোপীয় মিত্রদের কাছ থেকে ইউক্রেনের সহায়তার বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে তাঁর এ সফর। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক বিবৃতিতে বলেন, ব্লিঙ্কেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অধীনে শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক রাশিয়ার দখলদারত্বের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সহায়তার বিষয়ে আলোচনা করতে ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ৫ নভেম্বর ট্রাম্পের নির্বাচন বিজয় এবং জার্মানির রাজনৈতিক সংকট ইউক্রেনের জন্য সহায়তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউরোপের শঙ্কা বাড়িয়েছে।

এএফপি

পাকিস্তান

বরযাত্রীবাহী বাস নদীতে, মৃত ১৪

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল গিলগিট-বালতিস্তানে বরযাত্রীবাহী বাস নদীতে পড়ে অন্তত ১৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। নিখোঁজ রয়েছেন ১০ জন। এ ঘটনায় কনেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি শঙ্কামুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। গতকাল বুধবার সেখানকার কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। নায়েক আলম নামের পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, দ্রুতগতিতে চালাতে গিয়ে বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। বাসটি একটি মোড় অতিক্রমের সময় নদীতে পড়ে যায়। বরের বাড়ি পাঞ্জাব প্রদেশে। সেখান থেকে কনের বাড়ির দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। ঘটনার সময় কনে নিয়ে বরযাত্রীরা বাসায় ফিরছিলেন। এর আগে গত আগস্টে পাঞ্জাব প্রদেশ ও পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর সীমান্তে গিরিখাতে বাস পড়ে ২৪ জন এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে গিরিখাতে বাস পড়ে ১২ জন নিহত হন।

এএফপি, *গিলগিট*

কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলনে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজসহ (মাঝে) নেতারা সংবাদ সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য দেন। গতকাল আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। ছবি : এএফপি

জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে বিরোধ নিরসনের চেষ্টা

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

কপ২৯ সম্মেলনে আলোচকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থসহায়তা বাড়াতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো।

চুক্তির খসড়া প্রকাশ

- চুক্তির খসড়ায় নতুন করে দেওয়া প্রস্তাবে তিনটি বৃহত্তর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।
- কিছু দাতা নতুন করে বিপুল পরিমাণ তহবিল প্রদানে অঙ্গীকার করতে অনিচ্ছুক।

এএফপি, *বাকু*

জাতিসংঘ জলবায়ু চুক্তি নিয়ে নতুন খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত এ খসড়ায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য তহবিল সংগ্রহে সুনির্দিষ্ট একাধিক বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। যদিও অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনো রয়ে গেছে, যে কারণে চুক্তিটি চূড়ান্ত হতে দীর্ঘ বিলম্ব হচ্ছে।

গত সোমবার আজারবাইজানে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ-২৯ (কপ২৯) শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনে আলোচকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে অর্থসহায়তা বাড়াতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো। কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে চরম বিভক্তি রয়েছে। প্রায় ২০০টি দেশের আলোচকদের কাছে এ নিয়ে ঐকমত্য অধরাই রয়ে গেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশির ভাগই বছরে ধনী দেশগুলোর ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১ লাখ কোটি) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বহুল প্রতীক্ষিত জলবায়ু অর্থায়ন চুক্তির সর্বশেষ খসড়ায় এমনটা বলা হয়েছে। তবে এই অর্থের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ স্বল্পসংখ্যক উন্নত দেশের দেওয়া অর্থের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। বর্তমানে এসব দেশ বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার দিয়ে থাকে।

কিছু দাতা নতুন করে এই বিপুল পরিমাণ তহবিল প্রদানে অঙ্গীকার করতে অনিচ্ছুক। নিজেদের সরকারি বাজেটের জনগণের অর্থ থেকে তারা বাড়তি তহবিল জোগান দিতে চায় না। তারা দেশের অভ্যন্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করছে।

এর আগের একটি খসড়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নশীল দেশগুলো। ওই খসড়ায় প্রস্তাবিত শর্তগুলো অনেক বেশি ধনী দেশগুলোর পক্ষে ছিল বলে মনে করা হয়।

খসড়ায় নতুন করে দেওয়া প্রস্তাবে তিনটি বৃহত্তর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো, যাতে তাদের বাজেট থেকে তহবিল জোগায়। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশও যাতে এ তহবিল জোগানের দায়িত্ব নেয়, যা উন্নত দেশগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। প্রথম ও দ্বিতীয়টি মিলিয়ে তৃতীয় প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমার লক্ষণ নেই

এদিকে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এক বছর আগে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে (কপ২৮) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার 'কোনো লক্ষণ' এখন দেখা যাচ্ছে না। এ বছর বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে।

এবারের কপ২৯ সম্মেলনে দেওয়া নতুন তথ্য অনুযায়ী, কয়লা, তেল কিংবা গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে এই গ্রহকে উত্তপ্তকারী কার্বনের নিঃসরণ গত বছরের চেয়ে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। অথচ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৪৩ শতাংশ কমিয়ে আনার কথা। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে এবং বিশ্বের মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের 'নাটকীয়ভাবে বাড়তে থাকা' প্রভাব মোকাবিলার জন্যই এটা করা দরকার।

গত বছর দুবাইয়ের অনুষ্ঠিত কপ২৮ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন বৈশ্বিক নেতারা। সে সময় এ সিদ্ধান্তকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা হয়েছিল।

কারণ, এর আগের ২৭টি সম্মেলনে কখনোই এমন প্রস্তাব আসেনি। বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারকেই মূল কারণ বলে বিবেচনা করা হয়।

ভারতে উপনির্বাচন

নজর প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ওয়েনাড আসনে

এনডিটিভি

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

ভারতের ১০টি রাজ্যের ৩১টি বিধানসভা আসনে এবং কেরালার ওয়েনাড লোকসভা আসনে গতকাল বুধবার উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর কংগ্রেস ও 'ইন্ডিয়া' জোট এসব উপনির্বাচনে কেমন ফল করছে, তার ওপর সবার নজর থাকবে।

তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবে ওয়েনাড আসন। কারণ, এ আসন থেকে লড়ছেন গান্ধী পরিবারের সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ভাই রাহুল গান্ধীর ছেড়ে দেওয়া আসন থেকে লড়ছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে লোকসভার সদস্য হতে যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা। তবে চূড়ান্ত ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

এ ছাড়া গতকাল রাজস্থানের সাতটি বিধানসভা আসনে, পশ্চিমবঙ্গের ছয়টিতে, আসামের পাঁচটিতে, বিহারের চারটিতে, কর্ণাটকের তিনটিতে, মধ্যপ্রদেশের দুটিতে এবং ছত্তিশগড়, গুজরাট, কেরালা ও মেঘালয়ের একটি করে বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়।

পার্লামেন্ট নির্বাচন

শ্রীলঙ্কায় অনূঢ়ার ভাগ্য পরীক্ষা আজ

এএফপি, *কলম্বো*

অনূঢ়া কুমারা

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে পার্লামেন্টে নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়াতে এ আগাম নির্বাচন দিয়েছেন। বর্তমান পার্লামেন্টে তাঁর দলের মাত্র তিনটি আসন রয়েছে।

স্থানীয় সময় আজ সকাল ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। পার্লামেন্টের ২২৫টি আসনের বিপরীতে ৮ হাজার ৮৮০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামীকাল শুক্রবার সকালে নির্বাচনের ফলাফল জানা যেতে পারে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, এই নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের মধ্যে তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায়নি।

২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্রটি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন দেশটির বিক্ষুব্ধ জনতা। এর প্রায় দুই বছর পর গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে জয়ী হন বামপন্থী রাজনীতিক অনূঢ়া। দেশটির ব্যবসায়ী সংগঠন সিলন চেম্বার অব কমার্স (সিসিসি) জানিয়েছে, নতুন প্রেসিডেন্টের দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনার (জেভিপি) এজেন্ডার সঙ্গে তাদের দেওয়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রস্তাবের মিল রয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনে আরও যাঁরা যুক্ত হচ্ছেন

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

সিআইএর প্রধান র‍্যাটক্লিফ, সরকারি দক্ষতা বিভাগের নেতৃত্বে ইলন মাস্ক ও রামাস্বামী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দিচ্ছেন পিট হেগসেথ।

সিএনএন

জন র‍্যাটক্লিফ

পিট হেগসেথ

ইলন মাস্ক

বিবেক রামাস্বামী

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে যোগ দিচ্ছেন ইলন মাস্ক ও বিবেক রামাস্বামী। তাঁরা দুজন সরকারের সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিশিয়েন্সি) নেতৃত্ব দেবেন। গত মঙ্গলবার এ ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, 'একসঙ্গে এই দুই চমৎকার আমেরিকান আমার প্রশাসনের জন্য সরকারি আমলাতন্ত্রকে খোলস থেকে বের করে আনবেন। অতিরিক্ত বিধিবিধান কমিয়ে আনা, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো ও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর পুনর্গঠনের পথকে প্রশস্ত করবেন।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামাস্বামী প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা, অধিকারকর্মী ও বিনিয়োগকারী। যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন।

সিআইএর প্রধান হচ্ছেন র‍্যাটক্লিফ

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (সিআইএ) প্রধান হচ্ছেন জন র‍্যাটক্লিফ। তিনি দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (ডিএনআই) শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প সিআইএর পরবর্তী প্রধান হিসেবে মঙ্গলবার তাঁর নাম ঘোষণা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শেষ দিকে ২০২০ সালের মে মাস থেকে জানুয়ারি, ২০২১ সাল পর্যন্ত র‍্যাটক্লিফ দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (ডিএনআই) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন হেগসেথ

বিবিসি জানায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন পিট হেগসেথ। তিনি রক্ষণশীল মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের উপস্থাপক। মার্কিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

বাইডেনের সঙ্গে ট্রাম্পের সাক্ষাৎ

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নবনির্বাচিত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউসে গেলেন ট্রাম্প।

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বাইডেনের সঙ্গে এ সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্প। এ সময় দুই নেতা ক্যামেরার সামনে করমর্দন করেন।

ট্রাম্পের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেন। জবাবে ট্রাম্প বলেন, যত দূর পারা যায় ক্ষমতা হস্তান্তর মসৃণ হবে।

বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সুপারের কার্যালয়
গাজীপুর

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং- ০৪/২০২৪-২০২৫

স্মারক নং- ৪৪৮১/ই — তারিখ ১২-১১-২০২৪খ্রিঃ।

গাজীপুর জেলা পুলিশের ২০২৪-২০২৫ অর্থ সালের ৩য় কোয়ার্টারের নিম্ন লিখিত আইটেমের মালামাল সরবরাহের পার্শ্বে বর্ণিত মেয়াদের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট/২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশনস/২০০৮(সর্বশেষ সংশোধনীসহ) অনুসারে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ
২	সংস্থা	বাংলাদেশ পুলিশ
৩	দরপত্র সম্পাদনকারী প্রধান	পুলিশ সুপার, গাজীপুর
৪	কি কারনে দরপত্র আহবান	জেলা পুলিশের রেশন সামগ্রী ক্রয়/বিক্রয়
৫	দরপত্র সূত্র নং ও তারিখ	স্মারক নং- ৪৪৮১/ই, তারিখ ১২-১১-২০২৪খ্রি.
কাজের বিবরণ ঃ		
৬	দরপত্রের পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র।
অর্থের উৎস ঃ		
৭	বাজেট ও অর্থনৈতিক খাত	রাজস্ব খাত
তথ্যাদি ঃ		
৮	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের শেষ তারিখ	১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে।
৯	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	০৫-১২-২০২৪খ্রিঃ।
১০	দরপত্র জমা প্রদানের সর্বশেষ তারিখ	০৮-১২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ।
১১	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৮-১২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকা ।
অফিসারের নাম ও ঠিকানা		
১২	অফিসের নাম ও ঠিকানা	পুলিশ সুপার কার্যালয়, গাজীপুর
	দরপত্র ডকুমেন্ট/সিডিউল বিক্রয়কারী অফিস	১। ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর কার্যালয়। ২। পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, জিএমপি, গাজীপুর ও ৩। পুলিশ সুপারের কার্যালয়,গাজীপুর
	দরপত্র গ্রহণকারী/অফিস	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর
	দরপত্র খোলার স্থান	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর
১৩	প্রি টেন্ডার সভার স্থান, তারিখ, সময়	-
দরপত্র সম্পর্কিত তথ্য		
১৪	দরপত্রের যোগ্যতা	১। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ২। হালনাগাদ আয়কর সনদ, ৩। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ, ৪। ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট (দরপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী ০৭দিন পর্যন্ত), ৫। নাগরিকত্ব সনদ, ৬। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হলফনামা ও ৭। অন্যান্য যোগ্যতা যাহা টেন্ডার ডকুমেন্ট/সিডিউল এ উল্লেখ আছে।
১৫	মালামালের বিবরণ	

গ্রুপ নং	আইটেম	পরিমান	দরপত্রের সিডিউলের মূল্য অফেরৎ যোগ্য	দরপত্র জামানত	কাজ সম্পন্ন করার সময়
ক	স্বচ্ছ প্লাষ্টিক কন্টেইনারে উন্নতমানের সয়াবিন তৈল	কার্যাদেশ মোতাবেক	২০০০/-	১,৫০,০০০/-	জানুয়ারি/২০২৫ হতে মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত
খ	উন্নতমানের দেশী ছোটদানা মশুর ডাল	কার্যাদেশ মোতাবেক	২০০০/-	১,৫০,০০০/-	
গ	চটের ও প্লাষ্টিকের খালি বস্তা বিক্রয়	কার্যাদেশ মোতাবেক	৫০০/-	২০,০০০/-	রেশন ষ্টোরে মজুদকৃত

দরপত্র সম্পাদনকারীর বিবরণ ঃ-		
১৬	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার নাম	জনাব মোঃ আবুল কালাম আযাদ
১৭	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার পদবী	পুলিশ সুপার
১৮	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার ঠিকানা	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর
১৯	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার যোগাযোগের মাধ্যম	☎-৪৯২৭৩০৬৪, 🖷-৪৯২৭৩১৭১
২০	বিশেষ শর্তাবলী	ক) নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। খ) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। গ) দরপত্রের উল্লেখিত যে কোন আইটেমের পরিমান বৃদ্ধি অথবা কমানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা রয়েছে। ঘ) দরপত্র পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর/২০০৮(সর্বশেষ সংশোধনীসহ) মোতাবেক শর্তাবলী কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ১২-১১-২০২৪খ্রিঃ
(মোঃ আবুল কালাম আযাদ)
বিপি নং- ৭২০৩০৮১৪৪১
পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
(অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত)
☎-০২-৪৯২৭৩০৬৪, 🖷-৪৯২৭৩১৭১
E-mail:spgazipur@police.gov.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১
(রিক্রুটমেন্ট এন্ড আউটসোর্সিং উইং)

বিজ্ঞপ্তি নং: ৫১/২০২৪

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩১ / ১২ নভেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সহকারী পরিচালক' পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সহকারী পরিচালক' (Job ID: 265) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং-১৮/২০২৩-এর সূত্রে গৃহীত লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত রোল নম্বরধারী ১০০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে:

নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর (বাম থেকে ডানে মেধাক্রমানুসারে)

208226, 208268, 155763, 100338, 229066, 219055, 222702, 200458, 115927, 308143, 169523, 268492, 120048, 237165, 190114, 189627, 118266, 208032, 109137, 258815, 182460, 129955, 294509, 181620, 104780, 141147, 223369, 310616, 213540, 205831, 139732, 154116, 287264, 166834, 138624, 197372, 192368, 146383, 113218, 258029, 231940, 145862, 149941, 232710, 164463, 208078, 236093, 304649, 284712, 220434, 307620, 159115, 181026, 281937, 193770, 215956, 213653, 251697, 159548, 225878, 253232, 176451, 197802, 294848, 259703, 217257, 144074, 206811, 276138, 141909, 196160, 121324, 149615, 105451, 148816, 259290, 106252, 306503, 257784, 227605, 254484, 211793, 146959, 161731, 226022, 149133, 154662, 236748, 310653, 120272, 302076, 252268, 273431, 246328, 116460, 212476, 208136, 310860, 114790 এবং 273317 = মোট ১০০ জন

নির্বাচিত প্রার্থীদের চরিত্র ও প্রাক-পরিচয় সম্পর্কিত বাংলাদেশ পুলিশ-এর সন্তোষজনক তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে কিংবা কোনো অভিযোগ থাকলে ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করুন।

(মোঃ জবদুল ইসলাম)
পরিচালক (এইচআরডি-১)

ডিসিপি : ৪৮/২০২৪-২৮৪৪
তারিখ : ১৩/১১/২০২৪

আলংকারিক কথাবার্তার বাইরে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্য খুবই বিরল

সৌদি আরবে হয়ে যাওয়া ওআইসি-**আরব** সম্মেলন নিয়ে পাকিস্তানের ***দ্য ডন***-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

জনজীবনে স্বস্তি ফেরাতে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ

সোমবার 'তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৪: বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সম্মেলনে অর্থনীতিবিদেরা অন্তর্বর্তী সরকারকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বস্তির (মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য) ওপর জোর দিয়েছেন।

দৈনিক *বণিক বার্তা* আয়োজিত এ সেমিনারে অর্থনীতিবিদ ছাড়াও সরকারের নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য দেন। তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য নিরসন, ব্যবসা সহজীকরণ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করার কথা উঠে আসে। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ভবিষ্যতের অর্থনীতির একটা ফুটপ্রিন্ট রেখে যাওয়ার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতিকৌশল বদলের রাজনীতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দেশের আর্থিক খাত পাকিস্তানের চেয়েও দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ভিয়েতনাম ১৪ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে, বাংলাদেশ ১ বিলিয়ন ডলারও পায়নি বলে জানিয়েছেন ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান। দুটি তথ্যই আমাদের উদ্বিগ্ন করে। এর প্রতিকারে বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক নীতিকৌশলের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নিয়মকানুন সহজ করা জরুরি বলে মনে করি।

সেমিনারে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আশ্বাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তাঁরা ক্ষমতায় গেলে জিডিপির ৫ শতাংশ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ব্যয় করা হবে। তাঁর এই আশ্বাসবাণী রক্ষিত হবে বলে আশা করি।

দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু মূল্যস্ফীতি কমাতে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনীতিকে গলাটিপে ধরলে সমস্যার সমাধান হবে না। দেশের অর্থনীতি ভালো করতে হলে রাজনীতি ভালো করার কোনো বিকল্প নেই।

একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল সমস্যা আমলাতন্ত্র বলে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা উপেক্ষণীয় নয়। পূর্বাপর সরকারগুলো বহু বছর ধরেই বিনিয়োগানুকূল পরিবেশ তৈরি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করার কথা বললেও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। ভিয়েতনামে সাত দিনে নতুন একটি কোম্পানি ব্যবসা শুরু করতে পারলেও আমাদের এখানে সাত মাস লাগার কোনো যুক্তি নেই।

গত ১৫ বছরে ব্যাংক খাতে সুনামি বয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন এবিবির চেয়ারম্যান। কিন্তু এই সুনামি রোধে ব্যবসায়ী বা ব্যাংকারদের পক্ষ থেকেও যে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, সেটাও তাঁদের স্বীকার করতে হবে। বরং একশ্রেণির ব্যবসায়ী ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গায়েব করে দিয়েছেন। অতএব, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও গতি ফিরিয়ে আনতে হলে খেলাপি ঋণ আদায়ের বিকল্প নেই।

স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নরের সময়োচিত সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ডলারের দরে স্থিতিশীলতা ফিরছে। কিন্তু অর্থনীতির অন্য খাতগুলো ভঙ্গুরই রয়ে গেছে।

সেমিনারে সরকারের নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদেরা যেসব মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেও বলতে চাই, এই মুহূর্তে জনজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে অর্থনীতির কোনো সংস্কার উদ্যোগই টেকসই হবে না। আগে বাজার ঠিক করুন, মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করুন।

সবশেষে বলব, অর্থনীতির গতি ফেরাতে নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

চট্টগ্রামের শিশুপার্ক

দ্রুত খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিন

সরকারি পরিসংখ্যানে চট্টগ্রাম শহরে প্রায় অর্ধকোটি মানুষের বসবাস। এমন জনবহুল শহরের শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য একটি শিশুপার্কও সচল নেই। তিনটি শিশুপার্ক থাকলেও বিগত সরকারের সময় একটি বন্ধ করে দেয় জেলা প্রশাসন এবং সরকার পতনের পর বাকি দুটি পার্কের ইজারাদার আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় সেগুলোতে তালা ঝুলছে। ফলে এত বড় নগরে এখন শিশুদের জন্য আর কোনো বিনোদনকেন্দ্র নেই। বিষয়টি হতাশাজনক।

শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশে ঘোরাঘুরি ও বিনোদনকেন্দ্রগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বিপুল হত্যাকাণ্ড ও সহিংস ঘটনা নানাভাবে শিশু-কিশোরদের মানসিকভাবে আক্রান্ত করেছে। তাদের মানসিক পরিচর্যা জরুরি। এর জন্য শিশুদের বিনোদনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করা খুবই কার্যকর উপায়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এর জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ ও বিনোদনকেন্দ্র নেই।

গত বছর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজীর দেউড়িতে অবস্থিত নগরের সবচেয়ে পুরোনো শিশুপার্কটি ভেঙে ফেলা হয়। এ কারণে আগ্রাবাদের কর্ণফুলী শিশুপার্ক ও চাঁদগাঁওয়ের স্বাধীনতা কমপ্লেক্স পার্ক ছিল শিশুদের বিনোদনের স্থান। পার্ক দুটির প্রথমটি গণপূর্ত বিভাগের এবং অন্যটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন। গত ৫ আগস্ট থেকে এই দুই পার্কেও তালা ঝুলছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আত্মগোপন রয়েছেন পার্কের ইজারাদারেরা। এর মধ্যে একটি পার্কে লুটপাটের ঘটনা ঘটায় ভয়ে আরেকটি পার্ক বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এখন ফয়'স লেকে সব বয়সী মানুষের জন্য একটি বিনোদনকেন্দ্র থাকলেও সেখানে সব আয়ের মানুষের যাওয়ার সাধ্য নেই।

মাঠ ও পার্কস্বল্পতায় অধিকাংশ অভিভাবক শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন কিডস জোনের দিকে ঝুঁকছেন। এতে খরচের পাশাপাশি শিশুরা কেবল চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে যাচ্ছে। মুক্ত বাতাসে হাঁটাচলা ও দৌড়াদৌড়ির সুযোগ কমে যাওয়ায় শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আরও উদ্বেগজনক হচ্ছে, শিশুরা মুঠোফোনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসক্ত হচ্ছে।

কর্ণফুলী শিশুপার্কের জন্য জমি ইজারা দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। ফলে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে কীভাবে শিশুপার্কটি দ্রুত চালু করা যায়, সে বিষয়ে সিটি করপোরেশনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। অন্য দুই শিশুপার্কের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের বক্তব্য, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম স্বাধীনতা কমপ্লেক্স পার্ক পরিদর্শন করেছেন। এটি চালুর জন্য একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ ছাড়া কাজীর দেউড়ি পার্কের স্থানে শিশুবান্ধব কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

আমরা আশা করব জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশন শিশুপার্কগুলো চালু করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। এ ছাড়া বিপ্লব উদ্যান, জাম্বুরি পার্কসহ অন্য উন্মুক্ত জনপরিসরগুলোকে আরও শিশুবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলবে।

চিঠিপত্র

পরিবহনব্যবস্থা

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জনসংখ্যা, আয়তন ও বাণিজ্যের দিক থেকে দেশের সেরা শহরগুলোর অন্যতম একটি শহর হলেও চট্টগ্রামের পরিবহনব্যবস্থা ভয়ংকর রকমের খারাপ। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পর্যাপ্ত ভালো বাস সার্ভিস পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে বেশি খরচে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ব্যবহার করতে হয়। সবার পক্ষে এ যানে চলাচল করা সম্ভব নয়। শহরে যত্রতত্র লেগুনা সার্ভিস দেখা যায়। তবে এই লেগুনাগুলোর ভাড়াও অনিয়ন্ত্রিত। ন্যায্য ভাড়ার চেয়েও অধিক। মেট্রো প্রভাতি, সোনার বাংলা প্রভৃতি বাস ছাড়া অধিকাংশ বাস সার্ভিস খুবই খারাপ। বিশেষ করে শহরের ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর বাস। এই বাসগুলোয় যাত্রীদের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই। এত বেশিসংখ্যক যাত্রী ওঠানো হয়, দাঁড়ানোর মতো জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। বাসগুলো একটু পরপর যাত্রী ওঠা-নামার জন্য থামে। প্রতিনিয়ত এ দুটি বাস থেকে যাত্রীদের মুঠোফোন, মানিব্যাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়।

এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো নজরদারি চোখে পড়ে না। খুবই বেহাল এ শহরের পরিবহনব্যবস্থার। চট্টগ্রাম শহরের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য পরিবহনব্যবস্থার সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি।

মুহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দিন
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বিএনপি, তারেক ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা কী

সাইমুম পারভেজ

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে হাসিনা সরকারের পতন শুধু একটি শাসনক্ষমতার পরিবর্তন নয়, বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজের কাঠামো পরিবর্তনে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন। এই গণ-অভ্যুত্থান, বিশেষ করে তারুণ্যের জাগরণ বাংলাদেশে একটি নতুন 'পাবলিক স্ফেয়ার' বা জনপরিসর তৈরি করে করেছে। সুশীল সমাজের বিন্যাসেও পরিবর্তন এসেছে। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণদের রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে অবদান রাখা, রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থায় শরিক হওয়ার যে প্রবণতা, তা নতুন সময় ও বন্দোবস্তের ইঙ্গিত দেয়। এই নতুন সময়ের বুদ্ধিজীবিতা কেমন হবে এবং জনপরিসরে গণমানুষের পরিচয় তৈরিতে সুশীল সমাজ ও রাজনীতিকেরা কী ভূমিকা রাখবেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এ কথা এখন স্পষ্ট যে বাংলাদেশে বর্তমান আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি জনভিত্তি ও প্রাসঙ্গিকতা—দুটিই হারিয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় কাঠামোগত (সিস্টেমেটিক) হত্যাকাণ্ড হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছেন হাজারো মানুষ। এই হত্যাযজ্ঞ আওয়ামী লীগের রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে অসামান্য অবদান রাখা এই দলকে এখন তার নিজের দেশের মানুষের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের দায় নিতে হবে। হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের বিচারের মুখোমুখি করা এখন জনদাবি।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের পরিচয় নির্মাণপ্রক্রিয়ার একটি বড় অংশই প্রধানত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানবিরোধিতা ও শেখ মুজিবের বিশালতার যে মহাবয়ান (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ), তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত। আওয়ামী লীগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই একক বয়ানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বকে সমুন্নত রাখা, বাংলাদেশ গঠনে শেখ মুজিবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নেতাদেরও মূল্যায়ন করা এবং বহুত্ববাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে চ্যালেঞ্জ, তা বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্র পরিচালকদের বোঝা জরুরি।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'সিভিক ন্যাশনালিজম' প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বাংলায় একে আমরা 'নাগরিক জাতীয়তাবাদ' বলতে পারি। একই সংস্কৃতি, ভাষা বা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যে জাতীয়তাবাদ তা 'এথনোসেন্ট্রিজম' বা 'জাতিকেন্দ্রিকতা' দুষ্ট। অধ্যাপক ডোনাল্ড ইপারসিয়েলের মতে, এথনিক জাতীয়তাবাদ কর্তৃত্ববাদী, এমনকি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা তৈরির অনুকূল অবস্থা তৈরি করে (দেখুন কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সিভিক ন্যাশনালিজম, ২০০৭)। এর

আওয়ামী লীগের পতনের পর রাজনীতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য বড় দায় বিএনপির। ছবি : প্রথম আলো

বিপরীতে রাষ্ট্রের সীমানা নির্ভর নাগরিকত্বভিত্তিক যে জাতীয়তাবাদ, তাতে কাঠামোগতভাবেই বহুত্ববাদকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ, সিভিক ন্যাশনালিজম বা নাগরিক জাতীয়তাবাদে এ একই ভাষা বা সংস্কৃতি নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, উদার নীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস আনাই জাতীয়তার শর্ত।

আওয়ামী লীগের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে দায় বিএনপির। নাগরিক জাতীয়তাবাদের ধারণা এই দলের কাছে নতুন নয়। কারণ, দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান যে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন, তা আসলে তাত্ত্বিকভাবে 'নাগরিক জাতীয়তাবাদ'-এর সবচেয়ে কাছাকাছি। তবে জাতীয়তাবাদের এই ধারাও যেন কর্তৃত্ববাদে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ ও বিএনপির মধ্যে দূরত্ব কমানো প্রয়োজন।

বিএনপি গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে বিএনপিকে নিয়ে একধরনের দ্বিধা লক্ষ করা যায়। বিএনপির সঙ্গে সহযোগিতা করার এই দ্বিধা দল হিসেবে বিএনপি এবং দলটির নেতা তারেক রহমান উভয়ের প্রতিই। কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দুই পক্ষ থেকেই এই দ্বিধা কাটিয়ে তোলা জরুরি।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তারেক রহমানের অবদান রয়েছে। বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থান ও ৫ আগস্ট-পরবর্তী অস্থির সময়ে তারেক রহমান বেশ কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য ও বিবৃতিতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে বহুত্ববাদ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার বিষয়টি বারবার তাঁর বক্তব্যে এসেছে। বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে প্রচারিত একটি বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বাঙালি-অবাঙালি, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কিংবা সংস্কারবাদী প্রত্যেক নাগরিকের একমাত্র পরিচয়—আমরা বাংলাদেশি।'

৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের বেশ কিছু জায়গায় আওয়ামী লীগের সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়। এর পেছনে বেশির ভাগ কারণই ছিল রাজনৈতিক। এ ছাড়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ চাঁদাবাজি ও দখলদারিতে লিপ্ত হন। এই দুটি ক্ষেত্রেই তারেক রহমানের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি বেশ দ্রুততার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন।

এ ছাড়া শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কারণ দর্শানো নোটিশ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন নিজ দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। জুলাই অভ্যুত্থানে তাঁর আহত-নিহত ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করার খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একটি ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি কার্টুনিস্টের প্রশংসা করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। হাসিনার শাসনে এই 'অপরাধে' কার্টুনিস্টদের জেল দেওয়া হয়েছে, কারাগারে মৃত্যুও হয়েছে। তাই দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের একটি অংশ তারেক রহমান ও বিএনপির বিরুদ্ধে 'জঙ্গি পৃষ্ঠপোষকতা ও দুর্নীতি'র অভিযোগ তোলেন। কিন্তু বিচার বিভাগের অসীম দলীয়করণ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর পরও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়নি। বরং তাঁর বিরুদ্ধে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আওয়ামী লীগের নেতায় পরিণত হওয়া এবং সংসদ সদস্যের মনোনয়ন পাওয়া, তাঁকে খালাস দেওয়া বিচারকের হয়রানি—মামলাগুলোর অসারতা তুলে ধরে। আওয়ামী লীগের শীর্ষ থেকে শুরু করে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাদেরও হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি, টাকা পাচার, ব্যাংক লুট, মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতির সামনে বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্বল দুর্নীতির অভিযোগ ঠুনকো মনে হয়।

২০১৬ সাল থেকেই বিএনপি রাষ্ট্রকাঠামোতে সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে আসছে। দলটির ৩১ দফায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও পরপর দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির যে নীতিগত দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা দলটির জিয়াউর রহমানের বিএনপিতে ফেরারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। জিয়ার সিভিক ন্যাশনালিজমের যে ধারা, তাতে বহুত্ববাদ ও অসাম্প্রদায়িকতা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির ঘরে ফেরারই লক্ষণ।

বিএনপির মনে রাখা উচিত, হাজারো মানুষের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ কর্তৃত্ববাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। এই ত্যাগের পেছনে জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতার রক্তের সঙ্গে সঙ্গে বিএনপিরও দীর্ঘ সংগ্রাম, জেল-জুলুমের অবদান রয়েছে। বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, লাখো মামলার শিকার হয়েছেন। নিশ্চয়ই আরেকটি কর্তৃত্ববাদী ও গণতন্ত্রহীন শাসনব্যবস্থার জন্য এই ত্যাগ কেউ করেনি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের তারেক রহমান ও বিএনপির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ক্রমেই দৃশ্যমান। বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে মধ্যপন্থী দলগুলোর উত্থান ও টিকে থাকা জরুরি। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত শক্ত জনসমর্থন ও নেটওয়ার্ক বিএনপির রয়েছে। সে জন্য সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে সুস্থ রাজনীতি ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে নাগরিক সমাজ ও বিএনপির একে অপরের সঙ্গে একযোগে কাজ করা উচিত।

● **ড. সাইমুম পারভেজ** জার্মানির ডয়চে ভেলে একাডেমি ও বন রাইন-জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক যোগাযোগবিষয়ক শিক্ষক

অর্থনীতি

পুঁজিবাজারের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়

মামুন রশীদ

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থায় নতুন কর্তাব্যক্তি এসেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কিছু নতুন সদস্যও। তাঁদের আগমনে এবং এযাবৎ গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনায় অংশীজন, এমনকি পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে পুঁজিবাজারে আরও মেধাবীদের আকর্ষণ, স্বাধীন পরিচালকদের ভূমিকা বৃদ্ধি, জেড ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে পারে—এমন বড় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক, দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, বাজারে দৈনিক লেনদেন বাড়ানোসহ আরও কিছু সংস্কারের কথা বলেছেন।

আমি প্রায় ১০ বছর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মনোনীত পরিচালক ছিলাম। কাজ করেছি পুঁজিবাজারের নিবন্ধিত ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স আর মার্চেন্ট ব্যাংকের বোর্ডের সঙ্গে। তার আগে অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ততার পাশাপাশি গ্রামীণফোনের আইপিও কাজে আমার ও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজ করার অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের বিষয়টি একটি বড় অর্জন এবং আমার মতে, সেই কাজগুলো পুঁজিবাজারের উন্নয়নে দিকনির্দেশনামূলক ছিল।

গ্রামীণফোনের তালিকাভুক্তির আলোচনাটি শুরু হয় সম্ভবত ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নরওয়ের অসলোয় গ্রামীণফোনের মালিকানা প্রতিষ্ঠান টেলিনরের প্রধান কার্যালয়ে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব ব্যক্তি এবং এশীয় বিভাগের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

আমরা প্রথমত চেষ্টা করছিলাম, গ্রামীণফোনের সাফল্যকে যদি বাজারে বিকোতে হয়, তাহলে হয়তো তাঁরা বাংলাদেশের ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে লন্ডনে কিংবা সিঙ্গাপুরে, এমনকি নিউইয়র্কের শেয়ারবাজারে গ্রামীণফোনকে যৌথ তালিকাভুক্তি করার কথা ভাবতে পারেন।

এটি ছিল অত্যন্ত একটি দুরূহ কাজ। বাংলাদেশে এর আগে এত বড় কোনো শেয়ার (প্রায় ১০০০ কোটি টাকা) কখনো তালিকাভুক্তি হয়নি। আমরা সংগত কারণেই ধারণা করেছিলাম, গ্রামীণফোনের তালিকাভুক্তি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আমরা অত্যন্ত সজাগ ছিলাম, যাতে একে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি না হতে পারে।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল, আমরা গ্রামীণফোনের শেয়ার কি ১ টাকা অভিহিত মূল্যে, না ১০ টাকা অভিহিত মূল্যে, নাকি ১০০ টাকা মূল্যে বাজারে তালিকাভুক্ত করব। তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি ছিল গ্রামীণফোনের শেয়ারের প্রাইস ডিসকভারি কিংবা গ্রামীণফোনের ভ্যালুয়েশন। চতুর্থ চ্যালেঞ্জ, মূলত গ্রামীণফোনের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে গ্রামীণফোন যদি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে কি না কিংবা সরকারের করহারে কোনো ধরনের অব্যাহতি দেওয়া হবে কি না কিংবা করহার কমিয়ে আনা হবে কি না। পঞ্চমত চ্যালেঞ্জ, সব ধরনের ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে থেকে, গোষ্ঠীস্বার্থের বাইরে থেকে গ্রামীণফোনের তালিকাভুক্তিকে বিবেচনায় আনা। এবং ষষ্ঠ চ্যালেঞ্জ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্রোকার কিংবা ব্যক্তিদের কোনো সুযোগ-সুবিধার বিবেচনায় না নিয়ে আমরা কীভাবে গ্রামীণফোনের শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করতে পারি।

প্রথম দিকে গ্রামীণফোনের প্রাইস ডিসকভারি, ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম বিবেচনায় গ্রামীণফোনকে তালিকাভুক্ত করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছিল না। সে ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থা তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শেয়ারের অভিহিত মূল্য কী হবে। দ্বিতীয় যে জিনিস আমরা লক্ষ করেছি, সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ফায়ারওয়াল কীভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

> সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি না করে, বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি না করে কীভাবে আমরা আরও সক্রিয়ভাবে বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসতে পারি, সেটি ভাবতে হবে এবং গুরুত্ব দিতে হবে

এখানে মনে করা হয়েছিল, এনআরবিদের কীভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে। গ্রামীণফোনের কর্মকর্তাদের কীভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের কীভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। তথা বাংলাদেশের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কীভাবে আরও সম্পৃক্ত করা যাবে।

এ ধরনের বড় শেয়ারকে বাজারে এনে বাজারের মধ্যে গভীরতা, এমনকি ক্ষুদ্র ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা ছিল অগ্রাধিকারে। সে ক্ষেত্রে সংগত কারণেই নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে অনুমোদন প্রাপ্তি বিরাট সমস্যা ছিল। তার সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে গ্রামীণফোনের জন্য তালিকাভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের করহার কমানোর ব্যবস্থা করাও ছিল আরেকটি চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী বিষয়টি হলো অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ। ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামীণফোনের আইপিও পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

এ ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়ের ওপর নজর আনতে চাই, সেটি হলো বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের বাজারে আনার ক্ষেত্রে, তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কীভাবে প্রণোদনা দেওয়া হবে, তা ঠিক করা। সেটি এনবিআরের প্রণোদনা, শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রণোদনা, শেয়ারবাজার সম্পর্কে বিজ্ঞ আইনজীবীর সহায়তা, এমনকি আমাদের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা—যা-ই হোক না কেন।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে প্রতিষ্ঠানকে চেষ্টা-তদবির করে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কী? প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নগদ অর্থ সঞ্চালনের সক্ষমতা কী? তারা তাদের কর্মীদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করে? তাদের সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করে? তারা তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের স্বচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখছে—সেগুলো সবকিছু প্রযোজ্য।

যদি কোনো বড় প্রতিষ্ঠানকে, কোনো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে, কোনো নামকরা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত করতে হয়, তাহলে তাদের কোন কোন জায়গায় ছাড় দেওয়া হবে, সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি না করে, বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি না করে কীভাবে আমরা আরও সক্রিয়ভাবে বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসতে পারি, সেটি ভাবতে হবে এবং গুরুত্ব দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে কীভাবে গভীরতা সৃষ্টি করতে পারি, স্বচ্ছতা সৃষ্টি করতে পারি, তা ভাবতে হবে। সেগুলোর ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অনেক বেশি সজাগ থাকতে হবে। যেমনটি ম্যানেজার টু দ্য ইস্যু, ব্যাংকার টু দ্য ইস্যু কীভাবে ফায়ারওয়াল মেইনটেইন করবে, সেটিও দেখতে হবে। তারা কীভাবে স্বকীয়তা বজায় রাখবে, কীভাবে শর্ত মেনে চলবে, সেগুলোও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

● **মামুন রশীদ** ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

রাশিয়ায় নেপালি তরুণের করুণ গল্প

আরতেম ছাপয়ে

ইউক্রেনের পূর্ব দিকের যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিবেকের। তিনি নেপালি নাগরিক। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করার সময় ইউক্রেনের সেনাদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। কারাগারে পাঠানোর আগে আমাদের সেনা ইউনিটকে বিবেককে পাহারা দিয়ে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

রুশ যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী করা হবে, সে বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট একটা কর্মপদ্ধতি রয়েছে। তাঁদের কাছাকাছি কোনো শিবিরে পাঠানো হয়। সেখানে দুই দেশের যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। ইউক্রেনের যেসব নাগরিক রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করেন, তাঁরা আটক হলে আদালতে তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা হয়। কিন্তু তৃতীয় কোনো দেশের যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে কী হবে, সেই কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার নয়।

আমাদের বন্দী ছিলেন লম্বা ও সুদর্শন তরুণ। তাঁর চোখগুলো ছিল গভীর কালো। আমার স্মৃতি যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমিই তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিলাম। আমি বিবেকের জন্য সমবেদনা অনুভব করছিলাম। বিবেকও আমার জন্য সমব্যথী হয়ে উঠেছিলেন। বিবেক ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারতেন। সে কারণে আমরা কথা চালিয়ে যেতে পারছিলাম। বিবেক আমাকে প্রথম যে কথা বলেছিলেন, সেটা হলো, 'আমি কি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারব?'

বিবেকের কথা শুনে আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। তিনি এমন নিষ্পাপ ছিলেন যে আমার মনে পড়ে তাঁর অনুনয়ের চোখ ও ভিত কণ্ঠের কথা। মনে হচ্ছিল বিবেক এমনকি এটাও বুঝতে পারছেন না যে ইউক্রেনীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের চোখে তিনি একজন ভাড়াটে সেনা। বিবেক যুদ্ধবন্দী, অথচ তিনি বিশ্বাস করছেন, তিনি এখনই বাড়ি যেতে পারবেন। সম্ভবত বিবেক এটাই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন।

ভাড়াটে সেনাদের সচরাচর চেহারার চেয়ে বিবেকের চেহারা ছিল অনেকটাই আলাদা। তিনি ছিলেন লাজুক আর শান্ত প্রকৃতির। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি সততার সঙ্গে তাঁর নাম, পদবি, ইউনিটের নাম আমাদেরকে বলেছিলেন। বিবেক আমাদের বলেছিলেন, তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে এসেছেন। কারণ, মাকে সাহায্য করার জন্য তাঁর অর্থ দরকার। তিনি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁর মা ছিলেন গরিব ও অসুস্থ।

বিবেক আমাকে বলেছিলেন, তিনি শিক্ষার্থী ভিসায় রাশিয়ায় এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাজ করে যে অর্থ পাবেন, তা তাঁর মাকে পাঠাবেন। তিনি একটা ছোট কারখানায় কাজ করতেন। সেখানে তাঁকে নগদে টাকা দেওয়া হতো। একদিন তাঁকে আরেকজন নেপালি আরেকটি কাজের প্রস্তাব দিলেন। নিয়োগকর্তা তাঁকে বলেছিলেন, মস্কোয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পাচক'

নেপালি নাগরিকদের রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ছবি : এএফপি

হিসেবে কাজ করতে হবে। কারখানায় বিবেক যত বেতন পেতেন, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বেতন দিতে চেয়েছিলেন। সে কারণে বিবেক চাকরিটা শুরু করেন। কিন্তু মস্কোর পরিবর্তে বিবেককে ইউক্রেনের অধিকৃত দোনেৎস্কে পাঠানো হলো। সেখানে তাঁকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ শেষে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিবেকে বলেছিলেন, প্রথম যুদ্ধেই তিনি আমাদের হাতে ধরা পড়েন। এর কারণ হলো, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ধোঁয়া, চিৎকার ও শব্দের কারণে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ইউনিটটিতে আরও নেপালি ছিলেন। তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তিনি সেটা জানেন না।

কর্তৃপক্ষ আমাদের ইউনিটে এসে বিবেককে নিয়ে যাওয়ার পর কী ঘটেছিল, সেটা আমি জানি না। যাহোক, পরে আমি অনলাইনে একটি ভিডিওতে তাঁকে দেখেছি। আদালতে অন্য ভাড়াটে সেনাদের সঙ্গে বিবেককে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও ফুটেজ ছিল সেটি।

বিবেকের সঙ্গে কথা হওয়ার পরই আমি জানতে পারি, বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার লোককে প্রলুব্ধ করে ও নির্যাতন করে কীভাবে রাশিয়া তাদের দেশে নিয়ে আসছে। এসব লোকের বেশির ভাগই এশিয়া ও আফ্রিকার এবং সবচেয়ে গরিব তাঁরা।

তাঁরা অনথিভুক্ত শ্রমিক হওয়ায় তাঁদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। হাসপাতালে চাকরি কিংবা পাচক হিসেবে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের নিয়ে আসা হলেও তাঁদের কামানের গুলির মুখে ফেলে দেওয়া হয়।

তাঁদের অনেকে নিহত হন। অনেকে ভাগ্যবান যে তাঁরা জীবিত ধরা পড়েন। কিন্তু কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হবে তাঁদের।

এসব দেখা সত্যিই বেদনাদায়ক।

● **আরতেম ছাপয়ে** ইউক্রেনীয় লেখক ও সেনা

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সরকারি বাজেট — সরকার আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে যেটুকু আয় পাওয়ার আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ ব্যয় হবে, তার হিসাবই সরকারি বাজেট।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : মাৎস্যন্যায় বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : পুকুরে বড় মাছ যেমন ছোট মাছগুলোকে ধরে গিলে খেয়ে ফেলে, তেমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলে শক্তিশালী কোনো শাসক ছিলেন না। এসময় বাংলায় বহিঃশক্তির আক্রমণ শুরু হয়। তাছাড়া সামন্ত রাজারা একে অন্যকে হত্যা করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রায় এক শ বছর ধরে চলমান এই অরাজকতা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' বলে পরিচিত।

প্রশ্ন : 'হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল'— ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামে একটি সাহিত্যধারা মূলত এ সময় থেকেই চালু হয়। এ ছাড়া হোসেন শাহী শাসনামলে গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ', 'বড় সোনা মসজিদ', 'বারোদুয়ারি মসজিদ'সহ অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ ও তোরণ নির্মিত হয়। এসব মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হোসেন শাহের স্থাপত্যপ্রীতির পরিচয় বহন করে। তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : কীভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : সুবাদারি শাসনের আগে থেকেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও বাণিজ্য তৎপরতা শুরু হয়। কলকাতা, চুঁচুড়া, চন্দনগর, হুগলি, চট্টগ্রাম, সাতগাঁও প্রভৃতি এলাকা ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এরূপ বহুমুখী বিবাদের ফল হিসেবেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হয়।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২২. একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 7, সাধারণ অনুপাত 3 হলে ধারাটি নিচের কোনটি?
ক. 7 + 21 + 63 + …
খ. 7 + 28 + 81 +…
গ. 3+ 21 + 147 + …
ঘ. 3 + 9 + 27+…

২৩. গুণোত্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [r < 1]
ক. $Sn = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$
খ. $Sn = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$
গ. $Sn = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$
ঘ. $Sn = \frac{a(1-r^n)}{r-1}$

২৪. $\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$……….. ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?
ক. 1 খ. 10
গ. $\frac{1}{24}$
ঘ. সমষ্টি নেই

২৫. 8 + a + b + c + 648 গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?
ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

২৬. 3, 1, -1, -3, …….. (5-2n), … অনুক্রমের ষষ্ঠ পদটি কত?
ক. -1 খ. -3
গ. -5 ঘ. -7

২৭. গণনাকারী সংখ্যার অনুক্রম কী ধরনের অনুক্রম?
ক. সসীম
খ. অসীম
গ. সমান্তর
ঘ. ধ্রুবক

২৮. নিচের কোনটি বিজোড় অনুক্রম?
ক. 2n+2
খ. 2n -1
গ. $\frac{n+1}{n}$
ঘ. $\frac{n}{n+1}$

২৯. নিচের কোনটি সমান্তর অনুক্রম?
ক. 2, 3, 5, 8, …
খ. 2, 7, 12, 17, …
গ. 2, 5, 9, 13, …
ঘ. 2, 3, 5, 7, …

৩০. 7, 11, 15, 19, …….. অনুক্রমটির 101 তম পদ নিচের কোনটি?
ক. 401 খ. 403
গ. 405 ঘ. 407

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ২২. ক ২৩. ক ২৪. ঘ ২৫. গ ২৬. ঘ ২৭. খ ২৮. খ ২৯. খ ৩০. ঘ।

অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬, পরিচ্ছেদ ২
কবিতা : সাম্যবাদী

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'সাম্যবাদী' কবিতায় কয়টি জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : 'সাম্যবাদী' কবিতায় ১০টি জাতির কথা উল্লেখ রয়েছে
প্রশ্ন : কে মহা-বেদনার ডাক শুনতেন?
উত্তর : শাক্যমুনি মহা-বেদনার ডাক শুনতেন।
প্রশ্ন : 'পণ্ডশ্রম' অর্থ কী?
উত্তর : 'পণ্ডশ্রম' অর্থ বিফল পরিশ্রম।
প্রশ্ন : বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের কী বলা হয়?
উত্তর : বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের যুগাবতার বলা হয়।
প্রশ্ন : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক কে?
উত্তর : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক গৌতম বুদ্ধ।
প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর : 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'যুগবাণী'।
প্রশ্ন : 'কনফুসিয়াস' কোন দেশের দার্শনিক?
উত্তর : 'কনফুসিয়াস' চীনা দার্শনিক।
প্রশ্ন : শিখ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর : গ্রন্থসাহেব
প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতের একজন দার্শনিকের নাম লেখো
উত্তর : চার্বাক
প্রশ্ন : 'ঝুট' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : মিথ্যা
প্রশ্ন : 'নীলাচল' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওড়িশার পুরীতে।
প্রশ্ন : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাহিনি-সংবলিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর : 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।
প্রশ্ন : 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লিখিত কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর নাম লেখ।
উত্তর : গারো, ভিল ও সাঁওতাল।
প্রশ্ন : গৌতম বুদ্ধের অন্য নাম কী?
উত্তর : শাক্যমুনি
প্রশ্ন : মদিনা কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সৌদি আরবে
প্রশ্ন : তাজা ফুল কোথায় ফোটে?
উত্তর : পথে
প্রশ্ন : কোনটির চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই?
উত্তর : হৃদয়ের।
প্রশ্ন : 'হানা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : বিদ্ধ করা
প্রশ্ন : 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর : মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২৩

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

প্রশ্ন : 'অপ্টিমাস' কী?
উত্তর : টেসলার তৈরি মানবসদৃশ্য রোবট।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজধানী ঢাকার দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতির চিত্রের সংকলনের নাম কী?
উত্তর : দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব ফরমেটে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান কার?
উত্তর : মুশফিকুর রহিম
প্রশ্ন : ২০২৪ সালের প্যারিস প্যারা অলিম্পিকে সর্বাধিক সোনা জিতে কোন দেশ?
উত্তর : চীন (৯৪ টি)
প্রশ্ন : বাংলাদেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কত?
উত্তর : ১.৩৩%
প্রশ্ন : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে গঠন করা ফাউন্ডেশনের নাম কী?
উত্তর : জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।
প্রশ্ন : মব জাস্টিস শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের মোট কতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে।
উত্তর : ৫০টি
প্রশ্ন : বৃহত্তর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম কী?
উত্তর : চাকমা
প্রশ্ন : ক্ষুদ্রতম নৃগোষ্ঠীর নাম কী?
উত্তর : ভিল
প্রশ্ন : 'গ্রাফিতি' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : খচিত
প্রশ্ন : সেভেন সিস্টার্স কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : ভারতে
প্রশ্ন : জাতিসংঘ রিপোর্ট অনুসারে শতাব্দী শেষে বৈশ্বিক উষ্ণতা কত বৃদ্ধি পেতে পারে?
উত্তর : ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
প্রশ্ন : ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের হার কত বৃদ্ধি পেয়েছে?
উত্তর : ১.৩%
প্রশ্ন : ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পান কোন লেখক?
উত্তর : দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং। তাঁর বিখ্যাত বই 'দ্য ভেজেটারিয়ান'।

লেখক হান কাং

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে নদীবন্দর কয়টি?
উত্তর : ৫৩টি। চিলমারী নদীবন্দর, কুড়িগ্রাম (৫৩তম)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কী?
উত্তর : জর্জ ওয়াশিংটন।

 # শান্তিতে নোবেল পুরস্কার
১. ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে—নিহন হিদানকায়ো।
২. এটি জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সংগঠন।
৩. নিহন হিদানকায়ো পরমাণু অস্ত্রবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে কাজ করে।
৪. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে।
৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলে, দ্বিতীয় বোমা ফেলে ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

সহপাঠ : কাকতাড়ুয়া

৯১. 'চমৎকার নকশা করা রঙিন একটা বাক্স আছে বুকের ভেতর'—এই রঙিন বাক্স বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক. স্কুলের মজার দিনগুলোর স্মৃতি
খ. পরিবারের স্নেহ-মমতাকে
গ. স্বাধীনতার স্বপ্নকে
ঘ. মুক্তিযুদ্ধকে

৯২. 'তোমার ভয় নাই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।—চরণটির ভাবে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক. মতিউর খ. বুধা
গ. কুন্তি ঘ. আলি

৯৩. 'যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে'—এখানে 'মরণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পরাধীনতাকে
খ. আশ্রয়হীনতাকে
গ. ক্ষুধাকে
ঘ. মমতাহীনতাকে

৯৪. বুধাকে কাজে নেওয়ায় ফজু মিয়া চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক. দেশপ্রেম খ. করুণা
গ. মমতা ঘ. পরোপকারিতা

৯৫. বাংকার তৈরির কাজে অগ্রগতি দেখে কে প্রশংসা করে?
ক. মিলিটারি খ. আহাদ মুন্সি
গ. মতিউর ঘ. ফজু চাচা

৯৬. বুধার কাজে আগ্রহ দেখে কে খুশি হয়?
ক. মতিউর খ. ফজু মিয়া
গ. আহাদ মুন্সি ঘ. কুদ্দুস

৯৭. বুধা বুকের ভেতর কী ধরে রেখেছে?
ক. প্রতিশোধ খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. আত্মবিশ্বাস ঘ. দেশপ্রেম

৯৮. 'এখন শব্দটি শোনার জন্য বসে থাকব'—কে বলেছে?
ক. মিঠু খ. বুধা
গ. শাহাবুদ্দিন ঘ. মতিউর

৯৯. মাইন বিস্ফোরিত হলে কী হয়?
ক. বুধার প্রচণ্ড রাগ হয়
খ. বুধা কাকতাড়ুয়া সাজে
গ. শাহাবুদ্দিন ও বুধা লাফিয়ে ওঠে
ঘ. নৌকা ক্যাম্পের উল্টো দিকে ছুটে চলে

১০০. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের দ্রোহী চরিত্র কোনটি?
ক. হরিকাকু খ. মতিউর
গ. জয়নাল চাচা ঘ. শাহাবুদ্দিন

সঠিক উত্তর
কাকতাড়ুয়া : ৯১. ক ৯২. খ ৯৩. গ ৯৪. গ ৯৫. গ ৯৬. ক ৯৭. খ ৯৮. খ ৯৯. ঘ ১০০. ঘ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৮২. কোনো ছবি ডকুমেন্টে যোগ করতে কোন ট্যাবে যেতে হবে?
ক. Insert খ. Home
গ. Review ঘ. Maillings

৮৩. Header and Footer কোথায় থাকে?
ক. Header Footer ট্যাবে
খ. Clipboard-এ
গ. Insert ট্যাবে
ঘ. References ট্যাবে

৮৪. Page Number অপশনটি কোন গ্রুপে থাকে?
ক. Paragraph খ. Links
গ. Header and Footer
ঘ. Arrange

৮৫. ওয়ার্ড প্রসেসরে বুলেট ও নম্বর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো—
i. তালিকা তৈরি ও ধারাবাহিকতা রক্ষা
ii. লেখাকে গুছিয়ে উপস্থাপন করা
iii. লেখাকে বিভিন্ন ফন্ট নামে উপস্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৬. ওয়ার্ডে লেখাকে উপস্থাপন করা যায়—
i. বক্স আকারে
ii. ওয়ার্ড আর্ট আকারে
iii. টেবিল আকারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৭. Insert table অংশে সাধারণভাবে কয়টি রো ও কলাম থাকে?
ক. ৮টি রো ও ১০টি কলাম
খ. ১০টি রো ও ৮টি কলাম
গ. ৫টি রো ও ১০টি কলাম
ঘ. ৮টি রো ও ৫টি কলাম

৮৮. টেবিলের মাঝে চারটি ঘর একীভূত করতে কোন কমান্ড ব্যবহার করতে হবে?
ক. Merge খ. Delete
গ. Delete table ঘ. Alt+Ctrl+B

৮৯. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারে ট্যাব কি একবার চাপলে কত ইঞ্চি জায়গা সরে?
ক. আধা ইঞ্চি খ. এক ইঞ্চি
গ. দেড় ইঞ্চি ঘ. দুই ইঞ্চি

৯০. নিজস্ব মার্জিন ব্যবহার করতে চাইলে মার্জিনের কোন অপশনে যেতে হবে?
ক. Margin খ. Narrow
গ. Mirror ঘ. Custom

৯১. স্প্রেডশিট শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—
ক. হিসাব করা খ. রো ও কলাম
গ. ছড়ানো পাতা ঘ. সাদা পাতা

৯২. ওয়ার্কশিট বলতে কী বোঝায়?
ক. একটি সারি খ. একটি কলাম
গ. বহু ঘরবিশিষ্ট একটি হিসাবের ছক
ঘ. ডেটাবেজ

৯৩. এক্সেল কী ধরনের স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম?
ক. GUI Based খ. Text Based
গ. Key Based ঘ. DOS Based

৯৪. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম কী?
ক. ওয়ার্ড খ. ইলাস্ট্রেটর
গ. এক্সেল ঘ. ফটোশপ

৯৫. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত স্প্রেডশিট প্যাকেজ প্রোগ্রাম কোনটি?
ক. লোটাস খ. লোটাস ১, ২, ৩
গ. মাইক্রোসফট এক্সেল
ঘ. ভিসি ক্যাল্ক

৯৬. এক্সেল সফটওয়্যার মূলত কোন কাজে ব্যবহার হয়?
ক. হিসাব-নিকাশের কাজে
খ. ডেটা সংরক্ষণে
গ. লেখালেখির কাজে
ঘ. গ্রাফিকস ডিজাইনে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৮২. ক ৮৩. গ ৮৪. গ ৮৫. ক ৮৬. ঘ ৮৭. ক ৮৮. ক ৮৯. ক ৯০. ঘ ৯১. গ ৯২. গ ৯৩. ক ৯৪. গ ৯৫. গ ৯৬. ক

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **সপ্তম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ২য় পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** ইংরেজি
- **পরীক্ষার সময়সূচি :** বাউবি'র বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২২ এর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার সময়সূচি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪৯. বাংলাদেশে ভূমিকম্প বেশি অনুভূত হওয়ার কারণ—
i. ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান প্লেটের নৈকট্য
ii. অগ্ন্যুৎপাত ও সুনামি
iii. এ দেশের অভ্যন্তরে ফাটল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫০. বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?
ক. জানুয়ারি খ. ফেব্রুয়ারি
গ. নভেম্বর ঘ. ডিসেম্বর

৫১. কালবৈশাখীর বৈশিষ্ট্য হলো—
i. বায়ু শুষ্ক ও শীতল থাকে
ii. পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়
iii. দেশের উষ্ণতম ঋতুতে এটি সংঘটিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫২. শীতকালে বাংলাদেশে উত্তাপ কমে, কারণ—
i. সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায়
ii. সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায়
iii. সূর্য উত্তর গোলার্ধে থাকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৩. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় হলো—
i. কেওক্রাডং ii. লালমাই
iii. চিকনাগুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৪. ফরিদপুর, যশোর ও বরিশাল জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় কোনটি?
ক. প্লাবন সমভূমি
খ. স্রোতজ সমভূমি
গ. বদ্বীপ সমভূমি
ঘ. উপকূলীয় সমভূমি

৫৫. বাংলাদেশের মোট ভূমির কত ভাগ এলাকা টারশিয়ারি যুগের পাহাড় নিয়ে গঠিত?
ক. ৮% খ. ১০%
গ. ১২% ঘ. ১৬%

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৪৯. খ ৫০. ক ৫১. ঘ ৫২. ক ৫৩. ঘ ৫৪. গ ৫৫. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

মহানগরী ও জেলার সদর উপজেলার
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালে ভর্তির তথ্য

■ ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের মহানগরী পর্যায়ের বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা ও জেলার সদর উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিদ্যালয় থেকে কোনো ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না।
ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে https://gsa.teletalk.com.bd এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।
অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২/১১/২০২৪ থেকে, চলবে ৩০/১১/২০২৪ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
২০২৫ সালের ভর্তির আবেদন ফি ১১০ টাকা, যা শুধু টেলিটক প্রিপেইড মুঠোফোন থেকে SMS-এর মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।
প্রার্থীদের আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠান নির্বাচনকালে মহানগর পর্যায়ের জন্য বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলার সদর উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা পাবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি আবেদনে সর্বোচ্চ পাঁচটি বিদ্যালয় পছন্দের ক্রমানুসারে নির্বাচন করতে পারবে। উল্লেখ্য, ডাবল শিফটের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভয় শিফট পছন্দ করলে দুটি পছন্দক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। একই পছন্দক্রমের বিদ্যালয় কিংবা শিফট দ্বিতীয়বার পছন্দ করা যাবে না।
জেনে রাখুন : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল দৈবচয়ন প্রক্রিয়ার বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত (ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী) ভর্তি কমিটির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দৈবচয়ন কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে। ডিজিটাল দৈবচয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচনপ্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।
শিক্ষার্থী নির্বাচনপ্রক্রিয়ার তারিখ, সময় ও স্থান পরে জানানো হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dshe.gov.bd এর secondary circular/order ও www.teletalk.com.bd

স্কুল ভর্তির তথ্য
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ

■ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে স্কুল শাখায় বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তি করা হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০/১১/২০২৪।
বাংলা মাধ্যম : ১ম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা ছাত্রছাত্রী। ৬ষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখায় ছাত্রী ও দিবা শাখায় ছাত্র।
ইংরেজি ভার্সন : ১ম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা।
অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইট https://gsa.teletalk.com.bd।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.abdurroufcollege.ac.bd

দিনাজপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজ

■ দিনাজপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি থেকে ৮ম ও ৯ম শ্রেণির বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখার (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০২৪।
সাক্ষাৎকার ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের তারিখ : ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর।
ফলাফল দেওয়া হবে : ১৫ ডিসেম্বর।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.cpscbusms.edu.bd

এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ

■ এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজে ২০২৫ সালে ১ম শ্রেণিতে ৬৪টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে হবে।
শিশুর বয়স : ৫+ থেকে ৬+ বৎসর। শিশুর জন্ম ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২৩ নভেম্বর রাত ১২টা।
ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর ২০২৪, দুপুর ১২টা।
ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশ : ২৮ নভেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : soshgcdhaka.eabedon.com

অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রভাতি ও দিবা শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
শিক্ষার্থীরা প্রতিটি আবেদনে সর্বোচ্চ পাঁচটি বিদ্যালয় পছন্দের ক্রমানুসারে নির্বাচন করতে পারবে।
অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি-ইচ্ছুকদের পছন্দক্রমে প্রথম নাম নির্বাচন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০/১১/২০২৪।
অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইট https://gsa.teletalk.com.bd।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.asc.edu.bd

ডায়াবেটিস ও এর জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়

প্যানেল আলোচক

অধ্যাপক মো. ফারুক পাঠান
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি ও পরিচালক, বারডেম একাডেমি

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি

অধ্যাপক তানজিনা হোসেন
অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডা. শাহজাদা সেলিম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি ও সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি, বিএসএমএমইউ

অধ্যাপক ডা. সাবিনা হাশেম
অধ্যাপক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, নেফ্রোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডা. শেখ জিন্নাত আরা নাসরীন
অধ্যাপক, শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডা. তারিক রেজা আলী
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ, বিএসএমএমইউ

ডা. এম সাইফুদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সঞ্চালনা
ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, *প্রথম আলো*

প্রথম আলো | G1 Advance Blood Glucose Monitoring System | Healthcare

জি ওয়ান অ্যাডভান্সের সহযোগিতায় হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও *প্রথম আলো* আয়োজিত 'ডায়াবেটিস ও এর জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ২৯ অক্টোবর ২০২৪, ঢাকার *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

সুপারিশ

- ২০ বছর বয়স হলেই বছরে অন্তত একবার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে।
- পুষ্টিবিদ বা এনডোকাইনোলজিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ডায়াবেটিক রোগী তার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস জেনে নেবেন।
- ডায়াবেটিস রোধ ও নিয়ন্ত্রণে সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে হবে।
- হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- ধূমপান, মদ্যপান, পান, সাদাপাতা, জর্দা, তামাকের মতো বাজে অভ্যাস পরিহার করতে হবে।
- সবারই প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ব্যাঘাতহীন ঘুম নিশ্চিত করতে হবে।
- রোগীর মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

অধ্যাপক মো. ফারুক পাঠান
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি ও পরিচালক, বারডেম একাডেমি

বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগের চিত্র মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। আইডিএফের (ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন) তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লাখ ডায়াবেটিস রোগী রয়েছেন। বর্তমান হারে রোগী বাড়লে ২০৪৫ সালে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ২০ লাখের মতো। ২০০১ সালে এ রোগের প্রকোপ ছিল ৫ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির জরিপ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ২৫ শতাংশের বেশি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। কিন্তু মাত্র ৮০ লাখ রোগী বিভিন্নভাবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। অন্যরা চিকিৎসার আওতার বাইরে থেকে যান। ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রোগী জানেন না যে তিনি এ রোগে আক্রান্ত। ৫ থেকে ১০ বছর আক্রান্ত থাকা ডায়াবেটিস রোগীর মধ্যে শতকরা ৬০ জনের বিভিন্ন জটিলতা দেখা যায়। এর মধ্যে হৃদ্‌রোগ ও কিডনি-সংক্রান্ত জটিলতা অন্যতম।

চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতা, রোগীর শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে ৯০ শতাংশ ডায়াবেটিক রোগীর শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ডায়াবেটিসের রোগীর গড় আয়ু সাধারণ মানুষের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ বছর কমে যায়। বাংলাদেশে ডায়াবেটিসজনিত মৃত্যুহার ৩ শতাংশ। দ্রুত হারে রোগের প্রকোপ বাড়ার ক্ষেত্রে বংশগত কারণ থাকলেও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণ এ রোগের জন্য বেশি দায়ী।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। এর প্রভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে। খাদ্যাভ্যাসে ও মনমানসিকতার পরিবর্তন, কায়িক পরিশ্রমের সুযোগ কমে যাওয়া, মাত্রারিক্ত মুঠোফোন ব্যবহার, অপর্যাপ্ত নিদ্রা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

অল্প বয়সী মানুষেরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ২০ বছর আগে এ রোগে আক্রান্ত হওয়া মানুষের গড় বয়স ছিল ৫০ বছর। এখন তা ৩৫ বছর বয়সে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বা বাডাসের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ৭ এবং ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে তা ৪ শতাংশ। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রতি ঝোঁক শিশুদের দৈহিক, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এ কারণে শিশুদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

ডা. শাহজাদা সেলিম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি ও সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি, বিএসএমএমইউ

শর্করা হলো শক্তি উৎপাদনকারী এমন একটি খাদ্য উপাদান, যা শরীরের সব কোষ ব্যবহার করতে পারে। শর্করাজাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক হয় এবং গ্লুকোজ হিসেবে রক্তে শোষিত হয়। দেহের প্রয়োজনীয় মোট শক্তির ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ শর্করা থেকে আসতে হবে। এর প্রধান উৎস হতে পারে ভাত, রুটি, ডাল, মাছ-মাংস, শিম ইত্যাদি।

পরিশোধিত শর্করা চিনি, মধু, ময়দা, গুড়, মিছরি, বেকারির তৈরি বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য যেমন পাউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি ও তেলে ভাজা খাবার যতটা সম্ভব ত্যাগ করতে হবে।

সারা বিশ্বের চিকিৎসকেরা এইচবিএ১সি পরীক্ষায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৬ দশমিক শতাংশের কম পরিমাণকে নন-ডায়াবেটিস হিসেবে চিহ্নিত করেন। অনেকের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না। ডায়েবেটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রোগীকে এইচবিএ১সি ৭ শতাংশের নিচে রাখা সম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ৯২ শতাংশ রোগী এ মাত্রা ৭ শতাংশের নিচে রাখতে পারছে না। রোগীর বয়স, অন্য কী রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করি।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস নানাবিধ শারীরিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীর মৃত্যুর অন্যতম কারণগুলো হলো হৃদ্‌রোগ, কিডনি বিকল হওয়া, স্ট্রোক ইত্যাদি। সে জন্য শুধু রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে লাভ হবে না। একই সঙ্গে রক্তের কোলেস্টেরল, রক্তচাপ, দৈহিক ওজন ইত্যাদিও লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা জরুরি।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরে দীর্ঘমেয়াদি নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, চোখে ঝাপসা দেখা বা অন্ধত্বের ঝুঁকি বাড়ে। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির ফলে কিডনি অকেজো হতে পারে। ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির কারণে পা, হাত বা অন্যান্য অঙ্গে ব্যথা, অসাড়তা ও জ্বালাপোড়া হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরল বৃদ্ধির ফলে হৃদ্‌রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। রক্ত সঞ্চালন কমে গিয়ে পায়ে ঘা হতে পারে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন বা পা কেটে ফেলতে হতে পারে।

নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। এটি রোগীকে তার বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ওষুধ ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। নিজেই রক্তের শর্করা পরীক্ষা করার মাধ্যমে রোগী দ্রুত বুঝতে পারেন যে কোন খাদ্য, ওষুধ বা অন্য কোনো কারণ কীভাবে তাঁর শর্করা প্রভাবিত করছে।

সার্বিকভাবে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রা ঠিক করা গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক তানজিনা হোসেন
অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে আজকের এ অনুষ্ঠান সময়োপযোগী। আলোচনায় ডায়াবেটিসের ভয়াবহতার বিষয়গুলো এসেছে। এসব ভয়াবহতা কমাতে আমাদের মূল কাজ হলো সঠিক ব্যবস্থাপনা। ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার মূল নীতি চারটি। প্রথমত, জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন। জীবনযাত্রার পরিবর্তনই ডায়াবেটিসের মূল চিকিৎসা। এটি ছাড়া ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সম্ভব নয়। এ জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস তৈরি করা প্রয়োজন। ডায়াবেটিস হলে আর কোনো খাবারই খেতে পারবেন না বলে অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, না খেয়ে থাকলে বা শর্করা না খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হবে, এটাও ভুল ধারণা। বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে এ ধরনের ভুল তথ্য ছড়ানো হয়।

ডায়াবেটিক রোগীর উচিত একজন পুষ্টিবিদ বা এনডোক্রাইনোলজিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস জেনে নেওয়া। সুষম খাদ্যাভ্যাসে আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ সব ধরনের খাবারই থাকবে। কিন্তু সব খাবারই পরিমিত। পরিমাণে থাকবে এবং সঠিক পরিমাণে খেতে হবে। খাবার গ্রহণের সময় ও শৃঙ্খলা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিসের রোগীর সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খেতে হবে। শর্করা একেবারে বাদ দিতে হবে, এ ধারণা ভুল। সাদা চিনি, চিনি যুক্ত খাবার ও সহজ শর্করা বাদে জটিল শর্করা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাসের পরেই আসে নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম। শহরাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ একেবারেই কায়িক পরিশ্রম করেন না। শৈশব থেকেই মুঠোফোনসহ ডিজিটাল ডিভাইসে আসক্ত। শিশুরাও স্থূলতায় ভুগছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে। কায়িক পরিশ্রম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মধ্য দিয়ে উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক ওজন (বিএমআই) বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

তৃতীয়ত, ওষুধ, ইনসুলিন ও অন্যান্য ইঞ্জেকশনের ব্যবহার। ডায়াবেটিসে কোন রোগী কোন ওষুধ খাবেন, তা চিকিৎসকেরই নির্ধারণ করা উচিত। নিজে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়া উচিত নয়। ডায়াবেটিসের ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর হৃদ্‌রোগ, কিডনির অবস্থা, সামর্থ্য ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখেন। সে অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। তবে গর্ভাবস্থায়, টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অপারেশনের আগে-পরে, কোনো জটিল সংক্রমণ বা রোগ থাকলে ইনসুলিনই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা। ইনসুলিন নিয়ে রোগীদের ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি আছে। ইনসুলিন ইনজেকশন ভয়াবহ ও তা একবার শুরু করলে আর বন্ধ করা যাবে না—এসব ভ্রান্ত ধারণা। বর্তমানের আধুনিক ইনসুলিনগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ব্যথাহীন এবং অত্যন্ত নিরাপদ।

চতুর্থত, স্বাস্থ্য শিক্ষা ডায়াবেটিস চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ, ডায়াবেটিস চিকিৎসা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রোগীর নিজের হাতে। রোগী নিজে তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করবেন। ডায়াবেটিসের জটিলতাগুলো জানা, নিজে ব্লাড সুগার মাপা ও নিয়ন্ত্রণ করা, চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদির জন্য রোগীর স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি

ডায়াবেটিস একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগ। সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও এ রোগ মহামারি আকারে বেড়ে চলেছে। এ রোগ শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হবে এবং মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে। সে জন্য দ্রুত ও সঠিক সময়ে এ রোগ শনাক্ত করা প্রয়োজন।

এশিয়ান জাতি হিসেবে আমরা ডায়াবেটিসের উচ্চ ঝুঁকিতে আছি। রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়ের কারও ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ না করা এবং উচ্চ রক্তচাপ ও কার্ডিওভাসকুলার রোগীরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার লক্ষণ (ঘাড় ও বগলের চামড়া কালো হয়ে যাওয়া) থাকলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে। স্থূল স্বাস্থ্য, মুখে লোম আছে ও অনিয়মিত মাসিক অর্থাৎ পিসিওএস রোগে আক্রান্ত নারীরা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

৯ পাউন্ডের বেশি ওজন সন্তান প্রসব করা বা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকা নারীরা এ রোগের ঝুঁকিতে আছেন। ওজন ও বয়স বাড়ার সঙ্গে এ রোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। যাঁদের এসব ঝুঁকি আছে বা ৩০ বছরের বেশি বয়সীদের ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করতে হবে। এ ছাড়া ডায়াবেটিসের উপসর্গ দেখা দিলে বা হাসপাতালে ভর্তি হলে ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন।

খালি পেট ও ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর রক্তের গ্লুকোজ মেপে, যাঁদের ডায়াবেটিসের লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে তাঁদের যেকোনো সময়ে রক্তের গ্লুকোজ মেপে এবং রক্তের এইচবিওয়ানসি পরীক্ষা করে ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করা হয়।

রক্তে গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি কিন্তু ডায়াবেটিসের মাত্রার চেয়ে কম—রক্তের এমন মধ্যবর্তী অবস্থাকে প্রি-ডায়াবেটিস বলে। প্রি-ডায়াবেটিস রোগীদের স্বাভাবিক কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দেখা গেছে ১০ বছরের মধ্যে এসব রোগীর ৪০ শতাংশ সুস্থ হয়ে যান। ৪০ শতাংশের ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়ে যায়। আর ২০ শতাংশ একই অবস্থায় থাকে।

প্রি-ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও মৃত্যুঝুঁকি বেশি থাকে। তাঁদের অনেকেরই ডায়াবেটিস মেলিটাসের মতো জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জীবন যাপনের ধরন পাল্টাতে আমাদের জন্য হাঁটার জায়গা তৈরি করতে হবে। ঢাকায় নিরাপত্তার জন্যও আমরা হাঁটতে পারি না। এ জন্য একটা সামাজিক আন্দোলন দরকার।

অধ্যাপক ডা. সাবিনা হাশেম
অধ্যাপক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

হৃদ্‌রোগের জন্য ডায়াবেটিস একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্য জরিপ অনুযায়ী, ডায়াবেটিস রোগীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ সাধারণত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। ডায়াবেটিসে মৃত্যুঝুঁকিতে থাকা বা মৃত্যু হওয়া রোগীদের ৬৫ শতাংশই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত।

জরিপে এসেছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদের তুলনায় আমাদের দেশের ডায়াবেটিস রোগীরা কম বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্য এক জরিপে এসেছে, দেশে হৃদ্‌রোগে আক্রান্তদের গড় বয়স দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশে এ রোগে আক্রান্তদের তুলনায় ৬ বছর কম। অর্থাৎ, আমাদের দেশে মানুষ অল্প বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর একটি কারণ হলো কম বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া। তা ছাড়া ধূমপান, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদি ব্যাপক হারে গ্রহণও অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে পেটের স্থূলতা অন্য দেশের তুলনায় বেশি। তা ছাড়া শারীরিক কসরতের ঘাটতি রয়েছে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের হার্ট ফেইলিউরের ঝুঁকি বাড়ে। রক্তনালিতে চর্বি জমলে তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসে অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে রোগীর বুকে ব্যথা হয়। একপর্যায়ে রোগীর হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। হার্ট ফেইলিউর হলে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় ও সারা শরীর ফুলে যায়। ব্রেইনের রক্তনালি বন্ধ হয়ে ব্রেইন স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের কারণে রোগীর শরীরের কোনো এক পাশ প্যারালাইজড হয়ে যায়। ডায়াবেটিসের কারণে এসব হৃদ্‌রোগের ঝুঁকিগুলো তৈরি হয়। এসব প্রতিকারে জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সে জন্য শারীরিক কার্যক্রম ও ব্যায়াম করা দরকার।

সুষম খাদ্যাভ্যাসে সামুদ্রিক মাছসহ বিভিন্ন মাছ রাখা উচিত। ফলমূল ও শাকসবজি বেশি করে খেতে হবে। এ ছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেতে হবে। প্রয়োজনে ওজন নিয়ন্ত্রণে সার্জারিও করা যায়। হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রক্তচাপ ১৩০/৮০-এর নিচে রাখতে হবে। এ ছাড়া রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এসব নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

ডায়াবেটিস থাকলে ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে স্ট্যাটিনস (কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ) দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস থাকলে এলডিএল (লো ডেনসিটি লাইপ্রোটিন) ৭০-এর নিচে রাখতে হবে। হৃদ্‌রোগ থাকলে তা ৫৫-এর নিচে রাখতে হবে। এলডিএল কমাতে সুষম খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ডা. শেখ জিন্নাত আরা নাসরীন
অধ্যাপক, শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

গর্ভকালে মায়ের রক্তের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার মতো কিছু উপাদান চলে আসে। ফলে তার ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে আসে। এর ফলে গর্ভকালে ডায়াবেটিস হতে পারে।

কখনো ডায়াবেটিস ছিল না কিন্তু গর্ভধারণের পাঁচ মাস পর হঠাৎ ডায়াবেটিস দেখা দিলে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভকালের পর এ ডায়াবেটিস চলে যায়। তবে এর নানা জটিলতাও রয়েছে। এ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা না গেলে মা ও অনাগত শিশুর ওপর নানা বিরূপ প্রভাব পড়ে।

প্রতিকারের ক্ষেত্রে আলোচনায় আসা সুপারিশগুলোর সঙ্গে খুব বেশি তারতম্য নেই। প্রথমত, খাবারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গর্ভকালে তো অনেক বেশি খাবার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। কারণ, তার গর্ভে অনাগত শিশু বাড়ছে। সে জন্য ডায়েটেশিনের মাধ্যমে ক্যালরি নির্ধারণ করে খাবার বেঁধে দিই। গর্ভকালে হাঁটাচলা করা যাবে না বলে আমাদের দেশে ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করেন এতে গর্ভপাত হতে পারে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানাতে চাই যে জটিল কোনো সমস্যা না থাকলে গর্ভকালেও ব্যায়াম করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সকালে ও বিকেলে ১৫ মিনিট করে হাঁটা ভালো। ডেলিভারি কাছাকাছি সময়ে হাঁটতে কষ্ট হয়, তখন এর মাত্রা কমিয়ে দেব।

গর্ভকালে ইনসুলিন নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক তর্কবিতর্ক চলে আসে। এ ক্ষেত্রে ভয়ের বিষয় হলো অনাগত শিশু অনেক মোটা হতে পারে। এটা কোনো ভালো বিষয় নয়। এর ফলে অনেক রকম অসুস্থতা হতে পারে। হঠাৎ করেই শিশুটি গর্ভে মারা যেতে পারে। এ ছাড়া জন্মের সময় বাধাগ্রস্ত প্রসব হতে পারে। ফলে শিশু মস্তিষ্কে আঘাত পেতে পারে। পরবর্তী আরও অনেক সমস্যা হতে পারে। মায়ের ক্ষেত্রে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। প্রসবের সময় অনেক বেশি পানি জমে যাওয়ায় সিজারিয়ান সেকশনের হার বেড়ে যেতে পারে। প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হতে পারে। সবচেয়ে খারাপ দিক হলে মায়ের ইনফেকশন হতে পারে। এসব বিষয় রোগীকে বুঝিয়ে আমরা চিকিৎসা দিই।

এসব বিষয়ে মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোগীকে বুঝিয়ে না বলতে পারলে তিনি ওষুধ গ্রহণ করবেন না। সে জন্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলা ও এসব বিষয় জানানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, নেফ্রোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ডায়াবেটিসের কারণে কিডনি বিকল সমস্যা ডায়াবেটিক রোগীর জন্য অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর সমস্যা। দুনিয়াজুড়ে কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস। প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন বা আমিষ নির্গত হওয়া ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগের প্রাথমিক নমুনা। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারলে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা কমানো যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের কারণে কিডনি বিকল হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোনো লক্ষণ বোঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে রোগীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ-মুখ ফোলা খেয়াল করতে পারেন। এরপর ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব ও বমি, গা চুলকানো, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত দুর্বলতা, ঘুমের ব্যাঘাত, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, হাত-পা কামড়ানো বা ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণহীন ডায়াবেটিসের ফলে কিডনির ফিল্টারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিডনি বিকল হলে ৫০ শতাংশ রোগী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়। কিডনি বিকল রক্তশূন্যতা (এনিমিয়া) ও হাড় ক্ষয়ের কারণ হতে পারে। শতকরা ৩০ শতাংশ ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগীর কিডনি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যেতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে দৈনিক গ্লুকোজের মাত্রা পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। ডায়াবেটিক রোগীদের রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কম শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) ও সুনির্দিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ কিডনি সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। এ জন্য চর্বিজাতীয় খাবার ও লবণ কম খেতে হবে এবং পরিমিত পানি পান করতে হবে। রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বেশির ভাগ ডায়াবেটিস রোগীর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের এবং হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমানোর ওষুধ সেবন করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান বর্জন, লবণ ও ক্ষতিকর ওষুধ এড়িয়ে চলার মাধ্যমে কিডনির সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করা জরুরি।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা (যেমন রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা) করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিডনি সমস্যার অগ্রগতি ধীর করতে হবে। গুরুতর ক্ষেত্রে কিডনির কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হতে পারে। সঠিক চিকিৎসক দল দ্বারা নিয়মিত ফলোআপ এবং চিকিৎসা চলমান রাখতে হবে।

ডায়াবেটিসজনিত কিডনি বিকল সমস্যা প্রতিরোধের জন্য স্বাভাবিক জীবনাচরণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

ডা. তারিক রেজা আলী
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ, বিএসএমএমইউ

ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৩১ লাখ ৩৬ হাজার ৩০০। ১৫ বছরের বেশি সময় ডায়াবেটিসে ভোগা রোগীদের ৪০ শতাংশের ডায়াবেটিসজনিত রেটিনার রোগ আছে। চোখের সব অংশই ডায়াবেটিসের জটিলতায় প্রভাবিত হতে পারে।

ডায়াবেটিসজনিত অন্ধত্বের প্রধান কারণ তিনটি—ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ছানি ও চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লুকোমা। ছানি চিকিৎসায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। দেশের সব জেলা হাসপাতালে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা আছে। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর ছানি চিকিৎসা অন্য আর দশ জন রোগীর মতো নয়। এখানে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে অপারেশনের পর ইনফেকশন হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা বেশির ভাগ সময় সম্ভব হয় না। একইভাবে গ্লুকোমা চিকিৎসাও এখন আগের থেকে বেশি সহজলভ্য।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থেকে একজন মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও ডায়াবেটিক ম্যাকুলার ইডিমা সঠিক সময়ে নির্ণয় ও চিকিৎসা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইনজেকশন, লেজার, সার্জারিসহ বিভিন্নভাবে আমরা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও ডায়াবেটিক ম্যাকুলার ইডিমার চিকিৎসা করে থাকি। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করে আমরা চোখের ভেতরে ইনজেকশন দিই। এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের অনেক হাসপাতালে এ ইনজেকশন দেওয়া হয়। এর বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা শহরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিভিন্ন দামের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইনজেকশন এখন বাজারে আছে। এর মধ্যে এভাস্টিন বা বিভাসিজুম্যাব কলোরেক্টাল কারসিনোমার চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি এফডিএ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। দাম কম ও একই ইনজেকশন ভায়াল থেকে অনেক জনকে দেওয়া যায় বলে আমাদের দেশে এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ডায়াবেটিসজনিত রেটিনাল ডিটাচমেন্ট অপারেশনের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ঢাকার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বারডেম, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, লায়ন্স আই ইনস্টিটিউটসহ অনেক প্রাইভেট চক্ষু হাসপাতালে এ চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্র আছে। এ চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অপারেশন করার মতো দক্ষ জনবলের অভাবে বেশির ভাগ হাসপাতালে এ চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে আমাদের আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে।

ডা. এম সাইফুদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ডায়াবেটিস চিকিৎসা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যয়বহুল ও জটিলতাপূর্ণ। সে জন্য প্রতিরোধই এ রোগ ঠেকানোর ভালো উপায়। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ১০টি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

প্রথমত, ফেসবুক ও ইউটিউবের কারণে খাবার নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। সে জন্য আমরা সুষম খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিই। সুষম খাবারে শর্করা ৫০ ভাগ, আমিষ ১০ থেকে ১৫ ভাগ ও চর্বি ৩৫ ভাগের কম থাকবে। একজন ডায়াবেটিস রোগীকে ওজন ও উচ্চতা বিবেচনা করে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি খাবার হিসেবে প্রদান করতে হবে। খাবার সময়মতো ও পরিমাণমতো খেতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় কিটোডায়েটে শর্করার পরিমাণ ৫ থেকে ১০ শতাংশ। দেশের মানুষ খাবারের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শর্করা খাচ্ছে। আমিষ ও চর্বির তুলনায় শর্করার দাম কিছুটা কম। গবেষণায় এসেছে, ৪০ শতাংশের কম বা ৬০ শতাংশের বেশি শর্করা গ্রহণকারীদের হৃদ্‌রোগ এবং ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। সে জন্য শর্করাজাতীয় খাবার আনুমানিক ৫০ ভাগ খেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আদর্শ ওজন বজায় রাখতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত ওজন কমানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব ডায়াবেটিস পরামর্শ হলো সপ্তাহে ১ থেকে ২ পাউন্ডের বেশি ওজন কমানো যাবে না। অর্থাৎ প্রতি মাসে ২ থেকে ৩ কেজির বেশি ওজন কমানো যাবে না। খুব দ্রুত ওজন কমালে ফ্যাটি লিভারজনিত জটিলতাগুলো বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে হবে। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারীরিক কসরত করতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে।

চতুর্থত, বর্তমানে ঘুমের সমস্যা মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে। ডায়াবেটিস রোগী বা একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

পঞ্চমত, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ ডায়াবেটিসের বড় কারণ।

ষষ্ঠত, ধূমপান, মদ্যপান, পান, সাদা পাতা, জর্দা, তামাকের মতো বাজে অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

সপ্তমত, খুশির খবর বা কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় মিষ্টির পরিবর্তে ফলমূল নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এটা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আমাদের দেশে সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে না।

অষ্টমত, ফাস্টফুডের সংস্কৃতি থেকে বের হতে হবে এবং শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে। এখন ছোট শিশুদেরও ডায়াবেটিস হচ্ছে।

নবমত, প্রতিদিন এক থেকে দুই ঘণ্টার বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

দশমত, ২০ বছর বয়স হলে বছরে অন্তত একবার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৫০ শতাংশ রোগী জানেন না যে তাঁর ডায়াবেটিস আছে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এ ১০টি পদক্ষেপ খুবই কার্যকরী।

ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত শরীরচর্চা ও প্রাতর্ভ্রমণের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। পার্কে দল বেঁধে শরীরচর্চা করেন অনেকেই। ফাইল ছবি

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ৪৩% শনাক্তের বাইরে

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস আজ

দেশে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম।

- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি থাকে।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা, সুষম খাদ্য ও ইনসুলিন গ্রহণ করা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ রোগ শনাক্তকরণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। দেশে ১০ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয় এই ডায়াবেটিসে। নীরব ঘাতক এই আজীবনের অসুখ প্রতিরোধযোগ্য। সুস্থ থাকতে নিয়ন্ত্রিত ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

আজ ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'ডায়াবেটিস: সুস্বাস্থ্যই হোক আমাদের অঙ্গীকার।' দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা নানা আয়োজন করেছে।

গত বছর প্রকাশিত ডায়াবেটিস চিকিৎসার জাতীয় নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, দেশে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। রোগটিতে ২০ থেকে ৮০ বছর বয়সী ১৪ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ ভুগছেন। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। বর্তমান ধারায় চলতে থাকলে ২০৪৫ সালে দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা হবে ২ কোটি ২৩ লাখ।

আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের রোগ নির্ণয় হচ্ছে না। এই সংস্থার যে চিত্র, তাতে দেখা যায়, রোগটি বাংলাদেশে ঊর্ধ্বমুখী।

মানুষের শরীরে ইনসুলিন নামের একধরনের হরমোনের অভাব হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকেই ডায়াবেটিস বলা হয়। রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য না। তবে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ থাকা যায়।

ডায়াবেটিস সাধারণত দুই ধরনের হয়; টাইপ-১ ও টাইপ-২। চিকিৎসকেরা জানান, মূলত ৩০ বছরের কম বয়সীদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস হয়। এ ধরনের রোগীর সংখ্যা দেশে কম। তবে টাইপ-২ ধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এ দেশে বেশি।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি জানিয়েছে, বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার ৬ থেকে ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি, প্রায় ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া গর্ভকালে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে শিশুদেরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

গতকাল বুধবার ডায়াবেটিক সমিতি রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বলা হয়, অতিরিক্ত ফাস্টফুড ও চর্বিযুক্ত খাবার খেলে, শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে, মাত্রাতিরিক্ত ওজন বেড়ে গেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি ফেইলিওর, অন্ধত্ব ও অঙ্গচ্ছেদের মতো মারাত্মক এবং প্রাণঘাতী ঝুঁকি থাকে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করা, সুষম খাদ্য খাওয়া, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ ও ইনসুলিন গ্রহণ করা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ডায়াবেটিস নিয়ে সচেতনতার জন্য সবারই নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এ ছাড়া যেসব গর্ভবতী নারীর ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের যত্ন ও চিকিৎসায় বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ডায়াবেটিক সমিতির পরিচালক (প্রকাশনা ও গণসংযোগ) ফরিদ কবিরের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের সিইও সাহেলা নাসরিন, বারডেমের এন্ডোক্রোইনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. ফারুক পাঠান, ডাক্তার অরুপ রতন চৌধুরীসহ অন্যরা।

BANGLADESH KRISHI BANK
ICT Operation Department
83-85 Motijheel C/A Head Office, Dhaka-1000.
Invitation for Enlistment

1	Ministry/ Division	Ministry of Finance/ Financial Institution Division		
2	Agency	Autonomous Bodies and Other Institutions		
3	Procuring Entity Name	Bangladesh Krishi Bank		
4	Procuring Entity District	Head Office, Dhaka.		
5	Invitation for	**Enlistment of Suppliers for** Category-1: Computer Hardware & Accessories; Category-2: Computer Consumables; Category-3: Application Software, Software package & Software Development; Category-4: Repairing of server, PC, Printer, Scanner & UPS etc; Category-5: Supply of Data Connectivity & Internet Connectivity for Bangladesh Krishi Bank;		
6	Invitation Ref No.	BKB/HO/ICT(OP)-2(34)(Part-01)/2024-2025/356		
7	Date	13-11-2024		
KEY INFORMATION				
8	Procurement Method	Limited Tendering Method (LTM)		
PARTICULAR INFORMATION				
		Date	**Time**	
9	Application Closing Date and Time	15-12-2024	3.00 PM	
10	Name & Address of the Office(s)	**Address:** ICT Operation Department, Bangladesh Krishi Bank, Head Office, 83-85 Motijheel C/A Head Office, Dhaka-1000.		
	- Application Form Availability	ICT Operation Department, Bangladesh Krishi Bank, Head Office, 83-85 Motijheel C/A Head Office, Dhaka-1000.		
	- Receiving Application Form	ICT Operation Department, Bangladesh Krishi Bank, Head Office, 83-85 Motijheel C/A Head Office, Dhaka-1000.		
INFORMATION FOR APPLICANT				
11	Eligibility of Applicant	a. Must have valid Trade License. b. Must have TIN & VAT Registration Certificate c. Must have Bank Solvency Certificate Minimum amount of TK. 3.00(Three) Lac (Up to date) d. Minimum 02 (Two) years experience in respective field e. Affidavit/ Article of Association of the Firm (as applicable) f. Other documents detailed in Application Form for Enlistment		
12	Price of Application Form (Tk.)	TK. 200/- (Two hundred) only.		
13	Enlistment / Renewal Fee (Tk.)	a. TK.**5000/- (Five thousand)** only for **each Category**, (For **New** Enlistment); b. TK. **2000/- (Two thousand)** only for **each Category**, (For **Renewal**); [Enlistment/Renewal fee must be submitted through pay order with Application Form]		
PROCURING ENTITY DETAILS				
14	Name of Official Inviting Application	Md. Farid Hasan		
15	Designation of Official Inviting Application	Deputy General Manager(ICT)		
16	Address of Official Inviting Application	ICT Operation Department, Bangladesh Krishi Bank, Head Office, 83-85 Motijheel C/A Head Office, Dhaka-1000.		
17	Contact details of Official Inviting Application	Tel. No. 88-02-223385559	Fax No. --	E-mail: dgmictop@krishibank.org.bd
18	The Procuring Entity reserves the right to reject all applications.			

চর্চা করলে সত্যাচার, দূর হয়ে যায় অত্যাচার
দুর্বলেরও বল বাড়ে, সোনার গাছে ফল বাড়ে।
-বিনু কবীর

Signed
Deputy General Manager(ICT)
ICT Operation Department

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১।	প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস।
২।	কাজের বিবরণ	ঃ	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের ফায়ারিং রেঞ্জের (বে-১, ২, ৩ ও ৪) উন্নয়ন/সংস্কার/মেরামত এবং এতদসংক্রান্ত বিবিধ প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ।
৩।	দরপত্রের বিক্রয়ের শুরু ও শেষ তারিখ	ঃ	জাতীয় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হতে ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ১২০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৪।	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	ঃ	২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ১২০০ ঘটিকা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, বর্ণিত সময়ের পরে কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না।
৫।	দরপত্র দাখিলের স্থান	ঃ	প্রবেশ গেইট, সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস।
৬।	দরপত্র খোলার তারিখ	ঃ	২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ১২৩০ ঘটিকায় সকল দরদাতাদের উপস্থিতিতে দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

স্থানঃ ঢাকা সেনানিবাস
তারিখ ঃ ০৬ নভেম্বর ২০২৪
আই এস পি আর/সেনা/ ২০২৪/৬৮২
১৩/১১/২৪

আহ্সানুর রাব্বী
মেজর
জিএসও-২ (অপস)
সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া

TITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION PLC
(A COMPANY OF PETROBANGLA)
"Titas Gas Bhaban", 105, Kazi Nazrul Islam Avenue,
Kawran Bazar Commercial Area, Dhaka-1215, Bangladesh.
Phone: +88-02-55012687: 41010000-4 Extn-144
E-mail: dgm.purchase@titasgas.org.bd/ titas_gas2009@yahoo.com

INVITATION FOR INTERNATIONAL TENDER FOR PROCUREMENT OF GAS PIPE LINE MATERIALS.
Date of Issuance of IFT: 13/11/2024.

1.	Ministry / Division	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources / Energ y & Mineral Resources Division.
2.	Agency / Procuring Entity	Petrobangla /Titas Gas Transmission & Distribution PLC.
3.	**Invitation for**	**i) Procurement of Orifice Meter and Flow Computer.** **ii) Procurement of Insualting Materials.**
4.	**Invitation Ref. No. and date**	**As Listed below.**
5.	Procurement Method	Open Tendering Method: (i) A One Stage Two Envelope Method (OSTEM) will be followed under which the tenderer shall submit two separate sealed Envelopes, one for the Technical Proposal and other for the Financial Proposal, all together in a single sealed Envelope. (ii) An Open Tendering Method (OTM) will be followed under which the tenderer shall submit both Technical and Financial Proposal together in a single sealed Envelope.
6.	Source of Fund	Under Cash Foreign Exchange (Company's Own Fund).
7.	Tender Selling Date	Tender Document will be sold from 10 A.M. to 1.00 P.M on every working day up to the preceding date of opening of respective IFT.
8.	Tender Closing Date & Time	At 11.30 A.M. on the date as listed below.
9.	Tender Opening Date & Time	At 12.15 P.M. on the date as listed below.
10.	Name & Address of the Office(s) for :	
	a) Selling of Tender Document:	Tender Document will be available from **18/11/2024** on payment of price (non refundable) as per list below from following offices: i) Accounts Department, Titas Gas Transmission & Distribution PLC, 105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. ii) Accounts Department, Petrobangla, Petro Center, 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. iii) Accounts Department, BAPEX, Bapex Bhaban (3rd Floor), 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.
	b) Receiving of Tender:	i) Purchase Department (12th Floor), Titas Gas Transmission & Distribution PLC, 105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A., Dhaka-1215. ii) Purchase Departmyent, Petrobangla, 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. iii) Office of Company Secretary, BAPEX, Bapex Bhaban (3rd Floor), 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.
11.	Eligibility of Tenderer	All bonafide manufacturers/suppliers. Local suppliers who are not manufacturer are not eligible.
12.	List	

SL No.	IFT No.	Short description of Materials.	Tender Security Amount (BDT or equivalent foreign currency)	Delivery Time	Price of tender document.	Tender Closing /Opening Date
(1)	PD.2312/404-MECD/OM&FC	**Orifice Meter and Flow Computer..**	Tk. 4,00,000.00	90 days.	US$ 59.00 or Tk. 7,000.00	December 30, 2024
(2)	PD.2312/404-MECD/INS	**Insualting Materials..**	Tk. 1,40,000.00	90 days.	US$ 25.00 or Tk. 3,000.00	December 31, 2024

13. a) Should the submission date of tenders happen to fall on holiday, tenders shall be received and opened at the same time and place on the first subsequent working day.
b) The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.

(Shah Md. Almahmud)
Deputy General Manager (Purchase)
Cell: +88-01939-921109.

তিতাস/জনসংযোগ-৯৪/২০২৪-২৫

গতকাল ছিল জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। তাঁর হিমু চরিত্র অবলম্বনে আজ থাকল একটি রম্যগল্প

হিমুর মাজেদা খালা যেদিন উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাব পেলেন

মো. সাইফুল্লাহ

ঘরে ঢুকেই দেখি, মাজেদা খালার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে খালা তড়াক করে উঠে বসলেন।

'হিমু, কোথায় ছিলি তুই? সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী ঘটনা?'

মাথা মুছতে মুছতে খালা আমাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আমাকে তো ওরা উপদেষ্টা হতে বলছে।'

'বলো কী! কোন মন্ত্রণালয়?'

'সেসব কিছু জানি না। সকালেই ফোন পেলাম। বলল, ডিসিশন মোটামুটি ফাইনাল। আজ বা কাল রাতে ঘোষণা হবে। তার আগপর্যন্ত কাউকে জানানো নিষেধ।'

'সর্বনাশ। তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো ছবিও নাই। ফেসবুকে পোস্ট দেব কী?'

'রাখ তোর পোস্ট। আগে বল, উপদেষ্টার পোস্ট দিয়ে আমি কী করব!'

'খালু সাহেবকে জানিয়েছ খবরটা?'

'তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে কথা বন্ধ। ভাবছিলাম লোকটাকে ছেড়েছুড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। এর মধ্যে এই ঘটনা।'

'গুড। উপদেষ্টার শপথটা নিয়েই যেদিকে দুচোখ যায় যেয়ো। প্রোটোকলসহ গাড়ি থাকবে। জ্যামেও পড়তে হবে না। আমার তো যেদিকে দুচোখ যায়, সেদিকেই দেখি জ্যাম।'

'হিমু! আমার সাথে রসিকতা করবি না।'

'তা ঠিক। এখন রসিকতার সময় না। এখন ফেসবুক পোস্ট ডিলিট করার সময়।'

'মানে?'

'জানো না? বিয়ে আর উপদেষ্টা হওয়ার পর পুরোনো ফেসবুক পোস্ট ডিলিট করতে হয়। নইলে তুমি কবে কী লিখেছ, কবে কার সঙ্গে ছবি দিয়েছ, সব পোস্টের পোস্টমর্টেম শুরু হবে।'

'আমি তো ফেসবুকে তেমন কিছু লিখি না।'

'না লিখলে তো আরও বিপদ।'

'কেন?'

'কেন চুপ ছিলে, সেই জন্যও ধরা হবে।'

'আশ্চর্য! আজকাল ফেসবুক দেখেই সব কিছুর বিচার হচ্ছে নাকি?'

'অবশ্যই। থার্মোমিটারে মাপা হয় জ্বর, ফেসবুকে মাপা হয় নারী এবং নর।'

'তুই এত ফেসবুকভক্ত হইলি কবে থেকে? তোর তো মোবাইলই নাই। ফেসবুক চালাস কী করে?'

'আমার নাই তো কী? ফেক ফকিরের আছে।'

'ফেক ফকিরটা কে?'

> 'সর্বনাশ। তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো ছবিও নাই। ফেসবুকে পোস্ট দেব কী?'

'আমার এক বন্ধু।'

'হিমু, তুই যে কাদের সঙ্গে চলিস। একটা লোকের নাম ফেক ফকির, সে আবার তোর বন্ধু!'

'ওর মতো প্রতিভাবান লোক আমি জীবনে দেখি নাই। ফেসবুকে তার ২ হাজার ৯১২টা ফেক অ্যাকাউন্ট।'

'বলিস কী! এত অ্যাকাউন্ট দিয়ে করে কী?'

'যখন যেই কাজের অর্ডার পায়, সেটাই করে। এখন যেমন জায়গায় জায়গায় গিয়ে কমেন্ট করছে, "ইউসুফ সরকারকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।" আপাতত এটাই তার কাজ।'

'তুই আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ। এক্ষুনি দূর হ। মাথাটা গরম লাগছিল, তোর বকবক শুনে মাইগ্রেনের ব্যথাটাও শুরু হয়ে গেছে।'

'যাচ্ছি। শুধু একটা রিকোয়েস্ট। উপদেষ্টা হওয়ার পর তুমি "হাঁটা দিবস" নামে একটা দিবস চালু করবে, প্লিজ? ধরো বছরে একটা দিনের জন্য দেশের সমস্ত যানবাহন বন্ধ রাখা হলো। সবাই হেঁটে হেঁটে যে যার গন্তব্যে গেল...'

'তুই দূর হ।'

'রাগ করছ কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কিন্তু হাঁটা নিয়ে একটা গান আছে—আমার সকল হাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে...।'

রবীন্দ্রনাথ 'হাঁটা' নয়, 'কাঁটা' লিখেছিলেন। খালা অবশ্য সেসব আলাপে গেলেন না। মনে হলো আমার মাথায় ছুড়ে মারার মতো একটা কিছু খুঁজতে শুরু করেছেন। অতএব দ্রুতই তার সামনে থেকে সরে এলাম।

রুপার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। আমি যখন বসার ঘরের টেলিফোনটার দিকে এগোচ্ছি, তখন খালু সাহেবের সঙ্গে দেখা।

'হিমু, তোমাকে যে একটা কাজ দিয়েছিলাম, কিছু করেছ?' খালু সাহেবও কথা বললেন চাপা গলায়।

'নিশ্চিন্ত থাকেন। আপনার কাজ হয়ে গেছে। দেখবেন আজ-কালের মধ্যেই খালার রাগ পানি হয়ে যাবে।'

'তার তো দেখছি মাথা গরম। সকালে একটা ফোন এসেছিল, তারপর থেকে কী যে হলো...'

অলংকরণ : আরাফাত করিম

'কাল সকালে আরেকটা ফোন আসবে। তারপর দেখবেন সব ঠিক।' খালু সাহেবকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলাম না। সরে এলাম। ফোন করলাম রুপাকে।

'তোমার খালা ঠিক আছেন তো?' ফোন ধরেই রুপা বলল।

'হুম। আপাতত মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।'

'বলো কী! হিমু, তুমি কেন আমাকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলালে? আমি কি আরেকবার তাকে ফোন করে সত্যিটা বলে দেব?'

'থাক না। ভদ্রমহিলা একটু এক্সাইটমেন্টের মধ্যে আছেন। এই এক্সাইটমেন্ট কাল পর্যন্ত থাকুক।'

'কিন্তু তাকে এই মিথ্যামিথ্যি আশ্বাসটা দিয়ে কী লাভ হলো?'

'মিথ্যা হবে কেন? তুমি কাল সকালে তাকে আবার ফোন করবে। বলবে, আমরা একটা কমিটি গঠন করছি। জাতীয় হাঁটা কমিটি। এই কমিটিতে তাকে উপদেষ্টা করতে চাই।'

'তবু। শুধু শুধুই মানুষটাকে টেনশনের মধ্যে ফেললে।'

'শোনো রুপা, ঝড়ের পরই কিন্তু ঝুম বৃষ্টি নামে। আজ রাতে খালা কাঁধের ওপর বিশাল একটা বোঝা নিয়ে ঘুমাতে যাবে। সকালে যখন জানবে, তাকে অত বড় দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না, তখন মনটা হালকা হয়ে যাবে। এই হালকা ভাব শেয়ার করার জন্য খালুকে তার পাশে লাগবে। তুমি নিশ্চিত থাকো, কাল বিকেলেই দুজন একসঙ্গে হাঁটতে বেরোবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন গান বাজবে—আমার সকল হাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে...।'

বিয়ের আলাপ

আহমেদ সাব্বির

বয়স যতই বাড়ছে ততই
পরিস্থিতি হচ্ছে ঘোলা
শীত আসছে বছর ঘুরে
বিয়ের আলাপ বাকশে তোলা।

আসছে শীতে খুলবে কপাল
স্বপ্ন দেখায় দুষ্টু শীতও
পকেটে নেই পয়সাকড়ি
ধারদেনাতে জর্জরিত।

প্রেমও এখন বদলে গেছে
সম্পর্ক ছন্নছাড়া
মেসেঞ্জারে নক করলেও
লুকিয়ে থাকে, দেয় না সাড়া।

পাল্টিখাওয়া বন্ধুরা আজ
ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে গালি
রয়্যাল এনফিল্ড এসেছে
অথচ হাত বড্ড খালি।

তিনটা বছর ডেটিং করেও
নায়ক থেকে আজকে ভিলেন
বিয়ের কথা বললে বলে—
'৫ তারিখে কোথায় ছিলেন?'

আর কত দিন থাকব এমন
বৈষম্যের পাত্র হয়ে!
বিয়ের বয়স পেরিয়ে আসা
বত্রিশের ছাত্র হয়ে!

শীত আসছে বছর ঘুরে
বিয়ের বয়স যাচ্ছে চলে
বিয়ের কথায় দিচ্ছে খোঁটা
মেয়াদবিহীন প্রোডাক্ট বলে।

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

• ছবির ধাঁধা ৬৭

,

আজ [ ] এমন একটা ঘটনা বলব, হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না। অবশ্য আমি [ ]জেও বিশ্বাস করতে পারছি না। বাসার সবাই [ ]তে বেড়াতে গেল আজ। [ ]তে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। [ ]র দিকে [ ] থেকে [ ]র পর [ ] করেছিলাম। তারপরও যেহেতু বাসায় [ ] আছি, ভাবলাম আগেভাগে শুয়ে পড়া যাক। তবে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। হঠাৎ মনে হলো, ছাদে যেন [ ]! তখন রাত্রির [ ]। সাহস করে ছাদে গিয়ে দেখি [ ]! আতঙ্কে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল আমি চেনা পৃথিবীতে নেই, এটা এক [ ]।

এ রকম [ ]ঙ্কর [ ] আগে কখনো পার করিনি। ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

তাই [ ]। অতএব তোমার সঙ্গে আজ আর দেখা হচ্ছে না। [ ] আসব, কথা দিলাম। আর কয়েকটা দিন কষ্ট করে [ ] করো।

ইতি, [ ]র

আইডিয়া : আশফাকুর রহমান

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ১৮ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথা com, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

ছবির ধাঁধা ৬৬ বিজয়ী

১. পূর্ণতা রায়, নোয়াখালী
২. মো. মুমিত হাসান, সাতক্ষীরা

ছবির ধাঁধা ৬৬-এর উত্তর

জো, গম, ধান, পাট, সরিষা, আখ, মই, সার, গরু

• রসমসায়িক

ইদানীং দেশের সুপারশপগুলোয় দামি পণ্য পরিমিত পরিমাণে বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে মন্দ হতো না। ভবিষ্যতে ভেবে দেখার জন্য সুপারশপগুলোকে কিছু নতুন আইডিয়া দিচ্ছেন **মাহবুব আলম**

সুপারশপে আরও যেসব প্যাকেজ চালু করা যায়

লজ্জাশরম

দুর্নীতিবাজদের মধ্যে লাজলজ্জা বলতে একদমই কিছু নাই। জিনিসটি অতি মূল্যবান হওয়ায় হয়তো তাঁরা কিনে ব্যবহার করতে পারছেন না। তাই দেশের সুপারশপগুলোয় ভবিষ্যতে লজ্জাশরম বিক্রি হলে দুর্নীতিবাজদের উপকার না হলেও দেশের মানুষের উপকার হতে পারে।

রান

100*

মুরগির রান নয় কিন্তু। বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা রান পান না। ফলাফল ম্যাচের পর ম্যাচ পরাজয়। দেশের সুপারশপগুলোয় কম দামে রানের প্যাকেজ পাওয়া গেলে প্রতি ম্যাচে বিপক্ষ দলকে একটা বড় স্কোর ছুড়ে দিতে পারতেন ক্রিকেটাররা। ম্যাচ জিততে হলে এটাই আপাতত সময়ের দাবি। আশা করি, সুপারশপের মালিকেরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন।

কমন সেন্স

দেশে কমন সেন্সের জোগান অত্যন্ত অপ্রতুল। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, অহেতুক হর্ন বাজানো, যাচাই-বাছাই না করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো, ইত্যাদি এখন আমাদের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। অথচ একটু কমন সেন্স থাকলে এই অপসংস্কৃতি সহজেই অপসারণ করা যেত। সুপারশপে কমন সেন্সের প্যাকেজ জরুরি ভিত্তিতেই দরকার।

টাকাপয়সা

টাকা পাচারে...ইয়ে মানে টাকা রপ্তানিতে শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। অনেকেরই এত বেশি টাকা যে দেশে রাখার আর জায়গাই পান না। আবার অনেকে টাকার অভাবে কিছু করতেও পারেন না। এই বৈষম্য দূর করতে পারে সুপারশপ। দেশে সাম্য, সম-অধিকার ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে অল্প টাকায় বেশি টাকা বিক্রির প্যাকেজ চালু করা যেতে পারে। যেমন, ১০টা ১০০ টাকার নোটের প্যাকেজ বিক্রি হবে মাত্র ১০০ টাকায়।

ফলোয়ার বা সাবস্ক্রাইবার

অনেকেই চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে কনটেন্ট তৈরির দিকে ঝুঁকছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ফলোয়ার বা সাবস্ক্রাইবার পাওয়া। অনেকে ফেসবুকে এখানে-ওখানে কমেন্ট করে, কাকুতিমিনতি করেও ফলোয়ার পাচ্ছেন না। এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে সুপারশপ। তারা যদি কম দামে ফলোয়ার ও সাবস্ক্রাইবারের প্যাকেজ চালু করে, তাহলে দেশের অনেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবেন।

প্রেম-ভালোবাসা

বহু চেষ্টা করেও অনেকের জীবনে প্রেম হয় না। তাই প্রতিবছর ভালোবাসা দিবস এলেই প্রেমবঞ্চিত একদল মানুষকে ব্যানার হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়। এদের আবেগের মূল্যায়ন করা অতি জরুরি। স্বল্পমূল্যে প্রেম-ভালোবাসার প্যাকেজ চালু হলে ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁদের হাতে ব্যানারের পরিবর্তে গোলাপ দেখা যাবে।

সিজিপিএ

শিক্ষার্থীদের প্রায়ই পড়ালেখা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়। না পড়েও কীভাবে অটো পাস কিংবা ভালো রেজাল্ট করা যায়, অনেকে সেই ভাবনাতেই মত্ত। এই হতাশাগ্রস্ত তরুণ সমাজের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে হবে সুপারশপগুলোকে। ন্যায্যমূল্যে সিজিপিএর প্যাকেজ চালু হয়ে গেলেই কাউকে আর কষ্ট করে পড়তে হবে না।

ইচ্ছেপূরণ

প্রতিদিনই কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও নতুন কোনো দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সবার সব দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেনে নেয় না। সুপারশপগুলোয় যদি সীমিত দামে কিছু ইচ্ছেপূরণ প্যাকেজ চালু হতো, তাহলে দাবিদাওয়া নিয়ে আর কষ্ট করে রাস্তায় দাঁড়াতে হতো না।

সিএসইর শরিয়াহ সূচক সমন্বয় | এই সূচক থেকে ৩টি কোম্পানি বাদ পড়েছে। এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৩টিতে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আয় বেশি অ্যাপেক্সের

আয় (কোটি টাকা)

	বাটা শু	অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৮৮	৩৫১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৫৪	৪২৩

লাভ/লোকসান (কোটি টাকা)

কোম্পানি	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৪
বাটা শু	২ (লোকসান)	১৩ (লোকসান)
অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার	২ (লাভ)	৩ (লাভ)

সুদ খরচ (কোটি টাকা)

কোম্পানি	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৪
বাটা শু	৪	৮
অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার	২১	২৯

সূত্র : কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন

লোকসানে বাটা, মুনাফায় অ্যাপেক্স

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক

জুলাইয়ের আন্দোলনের প্রভাবে জুতা বিক্রিতে প্রভাব পড়েছে। তা সত্ত্বেও বাটা শুর তুলনায় অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবসা পৌনে তিন গুণ বেড়েছে।

সুজয় মহাজন, *ঢাকা*

দেশের বাজারে জুতার ব্যবসায়ে বহুজাতিক কোম্পানি বাটা শুকে পেছনে ফেলেছে দেশীয় প্রতিযোগী অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। জুতাশিল্প খাতে এখন এ দুটি কোম্পানিই একে অপরের বড় প্রতিযোগী। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাটার চেয়ে পৌনে তিন গুণ বেশি ব্যবসা করেছে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। তাতে মুনাফা বেড়েছে কোম্পানিটির। অন্যদিকে লোকসান করেছে বাটা শু।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি দুটির আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। বাটা শু গত ৩১ অক্টোবর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আর অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার একই প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গতকাল বুধবার। তাতে দেখা যায়, জুলাই-সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটি ভালো ব্যবসা করেছে। অথচ গতকাল প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তাদের প্রতিটি শেয়ারের দাম কমে ২০২ টাকায় নামে, যা আগের দিনের চেয়ে আড়াই টাকা কম। অন্যদিকে লোকসানে পড়া বাটার শেয়ারপ্রতি দাম আগের দিনের চেয়ে ৫ টাকা ৩০ পয়সা বেড়ে ৯১৭ টাকায় উঠেছে।

গত জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরুর পর বেশ কিছুদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন বিপণিবিতান ও কোম্পানিগুলোর বিক্রয়কেন্দ্র বা শোরুমসমূহ বন্ধ ছিল। এতে তাদের খুচরা ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা সত্ত্বেও জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ৪২৩ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানি বাটা শুর পণ্য বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৫৪ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এই তিন মাসে বাটার চেয়ে অ্যাপেক্স ২৬৯ কোটি টাকা বা প্রায় পৌনে তিন গুণ বেশি মূল্যের পণ্য বিক্রি করেছে।

দুই কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে জুলাই-আগস্টে বিক্রি বা ব্যবসায়ে বড় ধরনের লোকসান হয়।

> জুলাই-আগস্টে আন্দোলনের কারণে সব মিলিয়ে ২৪ দিন আমাদের বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তারপরও আমরা গত বছরের চেয়ে ভালো ব্যবসা করেছি। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতা দিবসের বিক্রি বড় সহায়তা করেছে।
>
> **ফিরোজ মোহাম্মদ**, সিওও, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার

সেপ্টেম্বর থেকে অবশ্য সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কোম্পানি দুটি নানা উদ্যোগ নেয়। তাতে আগের দুই মাসের তুলনায় ব্যবসা বাড়ে। তাতে অ্যাপেক্স ভালো ব্যবসা করে। তবে লোকসানের কবল থেকে বেরোতে পারেনি বাটা।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১৫৪ কোটি টাকার ব্যবসায় তথা বিক্রিতে বাটার পরিচালন লোকসান হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। সেখানে অ্যাপেক্সের ৪২৩ কোটি টাকার ব্যবসায়ে পরিচালন মুনাফা হয়েছে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। ব্যাংকঋণের সুদসহ আর্থিক নানা খরচ ও কর পরিশোধ করতে গিয়ে বাটার লোকসান বৃদ্ধি পায়। একই কারণে অ্যাপেক্সের পরিচালন মুনাফাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। সব ধরনের খরচ ও কর বাদ দেওয়ার পর জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে অ্যাপেক্সের মুনাফা দাঁড়ায় ৩ কোটি টাকা। একই সময়ে বাটার লোকসান বেড়ে ১৩ কোটি টাকায় ওঠে।

আর্থিক প্রতিবেদন বলছে, গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরেও লোকসান করেছে বাটা শু, যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে বাটার লোকসান বেড়ে ৬ গুণ ছাড়িয়েছে। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের কর-পরবর্তী মুনাফা ছিল প্রায় সোয়া ২ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তাদের কর-পরবর্তী মুনাফা হয় ৬০ লাখ টাকার বেশি।

মুনাফা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে বাটা শু তাদের আর্থিক প্রতিবেদনে বলেছে, জুলাই-আগস্টে দেশে অপ্রত্যাশিত যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো খুচরা পর্যায়ের ব্যবসা বা বিক্রয় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। এ কারণে পণ্য বিক্রি কমার পাশাপাশি কোম্পানির মুনাফায়ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অ্যাপেক্সের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে সেপ্টেম্বরের বিশেষ উদ্যোগ কোম্পানিটিকে জুলাই-আগস্টের ক্ষত কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে।

২৬% ছাড়ে বিপুল সাড়া

প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখ প্রতিষ্ঠাতা দিবস বা ফাউন্ডার ডে পালন করে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। এ দিনটিকে ঘিরে প্রতিবছর নিজেদের সব ধরনের পণ্যে ২৬ শতাংশ মূল্যছাড় দেয় কোম্পানিটি। এ বছর দিনটিতে বৃষ্টি থাকায় মূল্যছাড়ের সুবিধাটি এক দিন বাড়ানো হয়। অর্থাৎ ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর অ্যাপেক্সের পণ্য ক্রয়ে ২৬ শতাংশ মূল্যছাড় পেয়েছিলেন ক্রেতারা। ফলে এ দুদিনে ভালো ব্যবসা হয় কোম্পানিটির। স্বাভাবিক দিনগুলোতে দেশজুড়ে অ্যাপেক্সের পাঁচ শতাধিক বিক্রয়কেন্দ্র যে পরিমাণ বিক্রি হয়, তা প্রতিষ্ঠাতা দিবসে ১০-১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। এবার দুদিনে ব্যবসা আরও বেশি হয়েছে।

কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, দুদিনের ২৬ শতাংশ মূল্যছাড়ে প্রায় ৪২ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছে অ্যাপেক্স, যা কোম্পানিটির জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের ভালো ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। এতে ব্যবসা বেড়েছে তাদের।

অ্যাপেক্সের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) ফিরোজ মোহাম্মদ বলেন, 'জুলাই-আগস্টে আন্দোলনের কারণে সব মিলিয়ে ২৪ দিন আমাদের বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তারপরও আমরা গত বছরের চেয়ে ভালো ব্যবসা করেছি। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির ফাউন্ডার ডে বা প্রতিষ্ঠাতা দিবসের বিক্রি বড় সহায়তা করেছে। বিক্রি বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁচামাল ক্রয় ও পরিচালন খরচ কমিয়ে আনতে কয়েক বছর ধরে আমরা নানা উদ্যোগ নিয়েছি। এর কিছুটা সুফল পেতে শুরু করেছে কোম্পানি।'

বাড়তি সুদে বাড়ছে খরচ

দেশে ব্যাংকঋণের সুদ বেড়ে যাওয়ায় দুই কোম্পানিরই এ খাতে খরচ বেড়েছে। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে ঋণের সুদ খাতে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের খরচ ছিল ২১ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯ কোটি টাকা। সেই হিসাবে সুদ বাবদ কোম্পানিটির খরচ এক বছরে ৮ কোটি টাকা বা ৩৮ শতাংশ বেড়েছে।

একই অবস্থা বাটা শুর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বাটা শুর সুদ বাবদ খরচ ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই প্রান্তিকে তা বেড়ে হয় ৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে সুদ বাবদ কোম্পানিটির খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

সুদ বাবদ খরচ বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে উভয় কোম্পানির মুনাফায়। এতে মুনাফা কমেছে। এদিকে মুনাফা কমলে শেয়ারবাজারে কোম্পানির মূল্যমানও কমে। তাতে বেড়ে যায় মূল্য আয় অনুপাত বা পিই রেশিও, যা কোম্পানিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে।

পিকেএসএফে অর্থ উপদেষ্টা

শুল্কছাড় সত্ত্বেও নিত্যপণ্যের দাম কমছে না

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সালেহউদ্দিন আহমেদ

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'সব ধরনের শুল্কছাড় দেওয়া সত্ত্বেও নিত্যপণ্যের দাম কমছে না। এ কারণে মানুষ অধৈর্য হয়ে গেছে এবং এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য মানুষের দোষ দিই না।'

'পিকেএসএফ দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। সালেহউদ্দিন আহমেদ একসময় এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ছিলেন।

গতকাল বুধবার ঢাকার আগারগাঁওয়ের নিজস্ব কার্যালয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এমডি বদিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফের ভারপ্রাপ্ত এমডি মো. ফজলুল কাদের।

১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ পিকেএসএফ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এর পর থেকে দিনটিকে পিকেএসএফ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন।'

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'এত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে...। আমি কিছুদিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ছিলাম। অজস্র গালাগাল করা হয়েছে, দাম কেন কমছে না। সব শুল্ক কমিয়ে দিলাম। প্রধান উপদেষ্টাকে জানালাম। বাজারে দাম কমানো শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। এখানে অনেক ফ্যাক্টর (কারণ) আছে। মানুষের দোষ দিই না। তাদের কষ্ট হচ্ছে। ৫০০ টাকা নিয়ে গেলে দুমুঠো শাক ও অন্য কিছু কিনতেই তা শেষ। দাম কমানোর চেষ্টা করছি, যদিও অত সহজ না।'

অন্তর্বর্তী সরকার ভালো কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'চলে গেলেও মানুষ আমাদের মনে রাখবেন। অনেকে ধন্যবাদ দেন। বলেন, অমুক কাজটি ভালো করেছেন। বন্ড ও সঞ্চয়পত্রেও আমরা ভালো করেছি। সঞ্চয়পত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বিনিয়োগ হচ্ছে। ভালো জিনিস যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই মঙ্গল।'

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, আবার নেই, এমন অবস্থা চলছে। ভালো প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব। ভবন আছে, মানুষ নেই। সেখানে আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিদেশ থেকে ছোট ভাই জানিয়েছিল, "ফেসবুকে আপনাকে গালি দিয়ে ভরে দিচ্ছে।" আমার কিন্তু ফেসবুক নেই। একটা মৌসুমে ৫ লাখ ৩০ হাজার টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। ভারতে দিলাম মাত্র তিন হাজার টন। আবার অনেকে বললেন ভারতকে ইলিশ দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত।'

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে সবার কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'দেখলাম, আমাদের দিকে কেউ মুখ বাঁকা করছে না। সাত থেকে আট দিন ছিলাম। সভা করতে করতে তখন হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

স্বল্প মেয়াদের সংস্কারে জোর দেওয়ার কথা জানিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দীর্ঘ মেয়াদের সংস্কার করব না। তা করবে নির্বাচিত সরকার। চাইলেই সবকিছু পারি না। কিছু বাধা আছে।'

৩০০০ কোটি টাকা ঋণের নিশ্চয়তা পেল আইসিবি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

সরকারের নিশ্চয়তার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই টাকা পাবে আইসিবি, যা শেয়ারবাজার ও উচ্চ সুদের ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করা হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) সরকার তিন হাজার কোটি টাকার ঋণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত নিশ্চয়তাপত্র ইস্যু করেছে। এখন সরকারি নিশ্চয়তার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণসুবিধা পাবে আইসিবি।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইসিবি সূত্রে জানা গেছে, আইসিবিকে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার নিশ্চয়তাপত্র ইস্যু করেছে। এ-সংক্রান্ত চিঠি অনুযায়ী, আইসিবি প্রস্তাবিত ঋণ নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করবে। এই টাকা তারা পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও উচ্চ সুদে নেওয়া তহবিল পরিশোধে ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আইসিবির অনুকূলে দেওয়া তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ বা ঋণের ওপর আরোপিত সুদ বা সুদাসল পরিশোধে আইসিবি ব্যর্থ হলে সরকার তা পরিশোধ করবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে যে মুনাফা দেয় তা থেকে এই ঋণের অপরিশোধিত অংশ বা সুদ সমন্বয় করা যাবে না।'

জানতে চাইলে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ নিশ্চয়তা পাওয়ার বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঋণ নেওয়া হবে। ঋণের অর্থ শেয়ারবাজারের পাশাপাশি পুরোনো উচ্চ সুদের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হবে।'

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, তিন হাজার কোটি টাকার এই ঋণের সুদ কত হবে, তা নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে সুদের হার বাণিজ্যিক ঋণের সুদহারের চেয়ে কম হবে। সুদ নির্ধারিত হবে ঋণ নেওয়ার সময়।

> দেরিতে হলেও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যে শেয়ারবাজারের প্রতি আন্তরিক, তার প্রমাণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। ...আশা করছি, সরকারের এসব পদক্ষেপে শেয়ারবাজার ঘুরে দাঁড়াবে।
>
> **মিনহাজ মান্নান**, সাবেক পরিচালক, ডিএসই

আইসিবিকে সরকারের দেওয়া নিশ্চয়তার বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'দেরিতে হলেও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যে শেয়ারবাজারের প্রতি আন্তরিক তার প্রমাণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। এরই মধ্যে শেয়ারবাজারের মূলধনি মুনাফার ওপর করহার কমানো হয়েছে। নতুন করে আইসিবির সক্ষমতা বাড়াতে ঋণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, সরকারের এসব পদক্ষেপে শেয়ারবাজার ঘুরে দাঁড়াবে।'

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকার শেয়ারবাজার গতকাল ইতিবাচক ধারায় ছিল। এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স প্রায় ১৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৩১৬ পয়েন্টে উঠেছে। আগের দিন ডিএসইএক্স সূচক ৩৫ পয়েন্ট কমেছিল। বুধবার ঢাকার বাজারে সূচক বাড়লেও লেনদেন আগের দিনের চেয়ে কমেছে। এদিন লেনদেন হয়েছে ৪৮০ কোটি টাকার, যা আগের দিনের চেয়ে ৯৮ কোটি টাকা কম।

ব্রোকারেজ হাউস লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার বাজারে গতকাল সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা রেখেছে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ, বীকন ফার্মা, ইসলামী ব্যাংক, বিএসআরএম লিমিটেড ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)।

যুক্ত হলেন নিয়ঙ্গ ম্যাট ডেমন, টম হল্যান্ড ও জেনডায়ার সঙ্গে ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন ছবিতে যুক্ত হয়েছেন লুপিতা নিয়ঙ্গ। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

পথনাটক প্রদর্শনী

শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক বন্ধ ও প্রতিবাদ সভায় হামলার প্রতিবাদে আজ পথনাটক হবে। এ আয়োজন করছে আরণ্যক নাট্যদল। অংশ নেবে প্রাচ্যনাটও। আজ বিকেল চারটায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার প্রবেশদ্বারের পাশে পথনাটকগুলো মঞ্চস্থ হবে। **বিনোদন ডেস্ক**

বিলবোর্ডের তালিকায়

বিটিএসের সঙ্গে ফেরার আগে একক গানে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন জিমিন, জিন, জংকুকরা। একক গানেও রীতিমতো আলোড়ন তুলেছেন তিন বিটিএস তারকা। ইউএস বিলবোর্ড তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরা। ১২ নভেম্বর প্রকাশিত বিলবোর্ডের তালিকায় দেখা গেছে, তিনজনের গান বিলবোর্ডের বিভিন্ন তালিকায় রয়েছে। **বিনোদন ডেস্ক**

পদাতিক-এর পোস্টারে চঞ্চল চৌধুরী

ঢাকা উৎসবে 'পদাতিক'

২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে *পদাতিক*। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সৃজিত মুখার্জি। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃণাল সেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী। মৃণাল সেনের জীবনী নিয়েই সিনেমাটি। *পদাতিক* এর আগে সিডনি, শিকাগো, গোয়া, এশিয়া প্যাসিফিক, লন্ডন ইন্ডিয়ানসহ বেশ কিছু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। আগামী বছরের ১১ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

পরদেশ ছবির দৃশ্য। ছবি : প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান

'পরদেশ'-এর পুনর্মুক্তি

বলিউডে একের পর এক ব্লকবাস্টার ছবির পুনর্মুক্তি হচ্ছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হলো *পরদেশ*। সুভাষ ঘাই পরিচালিত এই ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান ও মহিমা চৌধুরী। ১৯৯৭ সালে এই রোমান্টিক প্রেমের ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। ১৫ নভেম্বর বড় পর্দায় আবার মুক্তি পাবে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

ভিডিও প্রকল্প যেভাবে বিয়ের প্রকল্প

সাম্প্রতিক

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

'উর্বী আপু বলছেন?' ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জিজ্ঞাসা করলেন এক তরুণ। তিনি একটি সংবাদপত্রের বিপণন বিভাগের কর্মকর্তা। কুশল বিনিময়ের পর উর্বীকে জানালেন, তাঁকে নিয়ে মা দিবসের একটি প্রচারণা ভিডিও প্রকল্প (প্রজেক্ট) করতে চান।

সেই প্রকল্প নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে তার পর থেকে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে, একপর্যায়ে দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

প্রকল্পটা শেষ পর্যন্ত হয়নি; তবে সেই তরুণকে বিয়ে করছেন তরুণ অভিনেত্রী প্রিয়ন্তী উর্বী। এই বছরই পারিবারিকভাবে বিয়েটা সারবেন তাঁরা। চার মাস ধরে তারই পরিকল্পনা চলছে। আর চলছে বিয়ের কেনাকাটা।

পাত্রের নামটা আপাতত বললেন না; তবে পরিচয় থেকে বিয়ের প্রস্তাব—সবটাই বললেন। বিয়ের প্রস্তাবের সেই গল্পটাও কম সিনেমাটিক নয়। পেশাগত আলাপের পর সম্পর্কটা তত দিনে বন্ধুত্বে গড়িয়েছে। তবে কখনো প্রেমের কথা বলা হয়নি। এর মধ্যেই এই জুলাইয়ে উর্বীর জন্মদিন ছিল। জন্মদিনে ছয় বন্ধুকে নিয়ে কক্সবাজারে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে সেই বন্ধুও ছিলেন। সমুদ্রের তীরে বসে ছিলেন তাঁরা। তখনই সিনেমাটিক স্টাইলে নায়িকাকে পায়েল পরিয়ে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন ওই তরুণ।

ব্যাপারটা এরপর আর দুজনের মধ্যে আটকে থাকেনি; পারিবারিক পর্যায়ে গড়িয়েছে। কয়েক দফায় দুই পরিবারের মধ্যে আলাপ হয়েছে। একাধিকবার হবু পাত্রকে সাক্ষাৎকারও দিতে হয়েছে। তবে উর্বীর দাবি, তিনি নাকি প্রথম সাক্ষাৎকারেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এখন শুধু বিয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা বাকি। 'উর্বী আপু বলছেন?' থেকে বিয়ের প্রস্তাব—সিনেমার মতো এই দুই দৃশ্যের ব্যবধান বছরখানেক। 'ও আমার খুব ভালো বন্ধু। বিয়ের প্রস্তাবের আগে আমরা প্রেম করিনি। প্রস্তাবের পর থেকে প্রেম করছি (হাসি)। ভাবলাম, দুই বছর আগে কিংবা পরে বিয়ে তো করতেই হবে। আমাদের বোঝাপড়া খুব ভালো,' বলেন এই তরুণ অভিনেত্রী।

সংসার কীভাবে সাজাবেন, হানিমুনে কোথায় যাবেন, তা নিয়ে যাবতীয় পরিকল্পনাও সেরে ফেলেছেন তাঁরা। ঘুরতে ভালোবাসেন উর্বী। থাইল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুর; ঘুরেছেন সাতটির বেশি দেশ। হানিমুনে কোথায় যাবেন? পাত্রী বলছেন, মালয়েশিয়া। কারণ হিসেবে বলছেন, পাত্র মালয়েশিয়ায় সাড়ে তিন বছর পড়াশোনা করেছেন। হানিমুনে গিয়ে তাঁর স্মৃতির জায়গাগুলো নববধূকে ঘুরে দেখাতে চান।

মডেলিং থেকে অভিনয়

প্রিয়ন্তী উর্বী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতক। ২০১৯ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন উর্বী। ২০২০ সালের শেষ ভাগে বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। ২০২১ সালের মার্চে অনিরুদ্ধ রাসেলের *ভেজা বিড়াল* নাটক দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখান।

২০২২ সালে চরকির অ্যানথোলজি সিনেমা *এই মুহূর্তে কোথায় পালাবে বলো রূপবান* দিয়ে ওটিটিতে নাম লেখান। পরে *ক্যাফে ডিজায়ার*, *ইন্টার্নশিপ*, *অপলাপ*, *কালপুরুষ*-এর মতো আলোচিত ওয়েব সিনেমা-সিরিজে তাঁকে পাওয়া গেছে।

এখন অবশ্য নাটকেই তাঁকে দেখা যাচ্ছে বেশি। *বুক পকেটের গল্প* নামের একটি নাটকে অভিনয়ের পর দর্শকমহলে প্রশংসাও কুড়িয়েছেন উর্বী। এই সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত *প্রেমে ডুবি* নাটকে অভিনয়ের জন্যও আলোচিত হয়েছেন। এতে প্রথমবারের মতো আরশ খানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন উর্বী। সিনেমার কাজও করছেন উর্বী। বাণিজ্যিক সিনেমার বাইরে বিকল্পধারার সিনেমা নিয়েই বেশি আগ্রহী তিনি। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে *নীলচক্র*, *জুন* ও *বকুলের বুকে রক্তকরবী* নামে তিনটি সিনেমা।

ও ভালো কথা, উর্বী জানালেন, হবু বরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য একটা চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও তাঁদের রয়েছে।

অভিনেত্রী প্রিয়ন্তী উর্বী। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

জন ক্রাসিনস্কি। ছবি : রয়টার্স

আবেদনময় পুরুষ হলেন জন

হলিউড

বিনোদন ডেস্ক

পিপল সাময়িকীর বিচারে ২০২৪ সালের সবচেয়ে আবেদনময় পুরুষের (সেক্সিয়েস্ট ম্যান অ্যালাইভ) তকমা পেয়েছেন হলিউড অভিনেতা ও নির্মাতা জন ক্রাসিনস্কির। সাময়িকীটির চলতি সপ্তাহের প্রচ্ছদও হয়েছেন তিনি। 'এটা শোনার পর আমার ব্ল্যাকআউট হয়ে গেছে,' সবচেয়ে আবেদনময় পুরুষ হয়েছেন শুনে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানান ৪৫ বছর বয়সী অভিনেতা।

পিপলকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় জন জানান, তাঁর স্ত্রী এ খবর শুনে খুবই রোমাঞ্চিত। এমন একটি খবর স্ত্রীকে জানানোও বড় ব্যাপার বলে মন্তব্য করেন জন। জন ক্রাসিনস্কির স্ত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্ট। খবর শুনে এমিলি মজা করে বলেছেন, *পিপল*-এর প্রচ্ছদ দেয়ালে টানিয়ে রাখবেন তিনি, বাচ্চারাও এটা পছন্দ করবে।

আ কোয়াইট প্লেস সিনেমাটি দিয়ে তারকা জন ক্রাসিনস্কির উত্থান। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির নির্মাতাও ছিলেন জন, যৌথভাবে চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। এ ছাড়া স্ত্রী এমিলির সঙ্গে ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপরই *টাইম* সাময়িকীর ১০০ প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বের তালিকায় জায়গা করে নেন জন। ২০২০ সালে ছবিটির সিকুয়েল *আ কোয়াইট প্লেস ২* প্রথমটির মতো ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পায়।

এ ছাড়া জনকে দেখা গেছে *জ্যাক রায়ান* সিরিজে। চলতি বছর তাঁর আরেকটি সিনেমা *ইফ* দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে, পেয়েছে ব্যবসায়িক সাফল্যও। অভিনয়, প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—এ ছবিতে একই সঙ্গে সবই করেছেন তিনি। জনের সঙ্গে এমিলি ব্লান্টও সাফল্য পেয়েছেন। আগে অনেক কাজ করলেও *আ কোয়াইট প্লেস* দিয়ে তিনি সাধারণ দর্শকের কাছে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। এরপর তাঁকে *জঙ্গল ক্রুজ*, *ওপেনহাইমার*, *দ্য ফল গাই*-এর মতো বড় বাজেটের ছবিতে দেখা গেছে।

পিপল-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের সাফল্যের জন্য স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জন। তিনি বলেন, 'আমরা একসঙ্গে সবকিছু করেছি, দুজনেই এই সাফল্যের অংশীদার। এমন একজনকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া দারুণ ব্যাপার। দীর্ঘ পথচলায় আমরা অনেক কিছু শিখেছি, সেগুলো জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। কখনো সফল হয়েছি, কখনো হইনি; কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি।'

সেক্সিয়েস্ট ম্যান অ্যালাইভ তকমা কি জীবনে কোনো বদল আনবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে জন বলেন, 'সম্ভবত এরপর আমাকে বাড়ির কাজে আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে,' মজা করে বলেন অভিনেতা।

সাক্ষাৎকারে জন জানান, দর্শকের জন্য ভিন্ন স্বাদের সিনেমা উপহার দিতে চান তাঁরা। এ নিয়ে সারাক্ষণই এমিলির সঙ্গে কথা বলেন।

২০০৮ সালে জন ও এমিলির প্রেমের শুরু, ২০০৯ সালে বাগ্‌দান। ২০১০ সালের জুলাই মাসে ইতালিতে বিয়ে করেন তাঁরা। এই তারকা দম্পতির দুই কন্যাসন্তান আছে।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের প্রতিবাদ সমাবেশ বাতিল

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ ও নাট্যকর্মীদের ওপর দুষ্কৃতকারীদের হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল শুক্রবার ডাকা প্রতিবাদ সমাবেশ বাতিল করেছে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। গতকাল বুধবার সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে বৈঠকের পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফেডারেশন।

২ নভেম্বর জাতীয় নাট্যশালার সামনে কয়েকজনের বিক্ষোভের মুখে দেশ নাটকের *নিত্যপুরাণ*-এর প্রদর্শনী মাঝপথে বন্ধ হয়। এর প্রতিবাদে গত শুক্রবার রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। সেই সমাবেশেও হামলা করে দুষ্কৃতকারীরা। এরপর আগামীকাল দেশজুড়ে প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিল গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন।

ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল কামাল বায়েজীদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার লক্ষ্যে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কর্তৃক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নাট্যাঙ্গনে নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত প্রতিবাদ সমাবেশ বাতিল করা হলো।'

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারা দেশে শত শত নাট্যকর্মীর ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে সক্রিয় অবদানে উপদেষ্টা মহোদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, নাট্যকর্মীরাও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়—এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবেন।'

Government of the people's Republic of Bangladesh
Office of the Divisional Forest Officer
Pulpwood Plantation Division, Bandarban.

Invitation for Tender

Tender Notice No: 03/Operating Cost/PPD, Bandarban of 2024-2025 Date:12.11.2024

Divisional Forest Officer, Pulpwood Plantation Division, Bandarban.

No	Item	Details
	GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH	
1	Ministry/Division	Environment, Forest and Climate Change Ministry. V
2	Agency	Forest Departmenr, Pulpwood Plantation Division, Bandarban V
3	Procuring Entity Name	Divisional Forest Officer, Pulpwood Plantation Division, Bandarban
4	Procuring Entity Code	Not used at present
5	Procuring Entity District	Bandarban Hill District V
6	**Invitation** for	Supply of Uniform V V V
7	Invitation Ref No	03/PPD of 2024-25
8	Date	12/11/2024 V
	KEY INFORMATION	
9	Procurement Method	OTM V V
	FUNDING INFORMATION	
10	Budget and Source of Funds	Operating Cost V
11	Development Partners (if applicable)	N/A
	PARTICULAR INFORMATION	
12	Project / Programme Code (if applicable)	N/A
13	Project / Programme Name (if applicable)	N/A
14	Tender Package No.	03/PPD of 2024-25
15	Tender Package Name	Supply of Uniform
16	Tender Publication Date	12/11/2024 V
17	Tender Last Selling Date *[up to the day prior to the day of Deadline for Submission]*	03/12/2024 V
		Date / **Time**
18	Tender Closing Date and Time	04/12/2024 V / 02:30 pm V
19	Tender Opening Date and Time	04/12/2024 V / 03:00 pm V
20	Name & Address of the office(s)	**Address**
	- Selling Tender Document (Principal)	Range Office, Sador Range, Pulpwood Plantation Division, Bandarban
	- Selling Tender Document (Others)	
	NO CONDITIONS APPLY FOR SALE, PURCHASE OR DISTRIBUTION OF TENDER DOCUMENTS	
	- Receiving Tender Document	
	- Opening Tender Document	
	INFORMATION FOR TENDERER	
21	Brief Eligibility and Qualification of Tenderer	
22	Brief Description of Goods	Supply of Uniform
23	Brief Description of Related Services	Supply of Uniform
24	Price of Tender Document (Tk)	1,000/- Tk (OneThousand) only

	Lot No	Identification of Lot	Location	Tender Security Amount (Tk)	Completion Time in Weeks / Months
25	1				

No	Item	Details
	PROCURING ENTITY DETAILS	
26	Name of Official Inviting Tender	Mr. Md Tohidul Islam
27	Designation of Official Inviting Tender	Divisional Forest Officer, Pulpwood Plantation Division, Bandarban
28	Address of Official Inviting Tender	Do
29	Contact details of Official Inviting Tender	02-333302089 <Fax No.> ppdbandarban@gmail.com
30	The Procuring Entity reserves the right to reject all tenders or annul the Tender proceedings	

(Md. Tohidul Islam)
ID No: 13229
Divisional Forest Officer
Pulpwood Plantation Division, Bandarban
Phone: 02-333302089.
E-mail.ppdbandarban@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www moca.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নং	বিষয়		বিবরণ
১.	মন্ত্রণালয়	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	দরপত্র আহ্বানকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩.	কাজের নাম	:	"একুশে পদক- ২০২৫" প্রদান অনুষ্ঠানের স্বর্ণপদক ও রেপ্লিকা, রেপ্লিকার স্বচ্ছ বক্স (ফিতাসহ), সম্মাননাপত্রের ফোল্ডার ও চেক প্রদানের ফোল্ডার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহের দরপত্র।
৪.	দরপত্র আহ্বানের সূত্র নম্বর	:	৪৩.০০.০০০০.০০০.১১১.০৭.০০০৫.২৪-৩৪৭ তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৪
৫.	ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি	:	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি
৬.	বাজেট/বরাদ্দের উৎস	:	রাজস্ব খাত, বাংলাদেশ সরকার (২০২৪-২৫ অর্থবছর)
৭.	দরপত্র দলিল/সিডিউল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	:	২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ অফিস সময় পর্যন্ত।
৮.	দরপত্র দলিল/সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	:	প্রশাসন-১ শাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ভবন নং-৬, ১১ তলা, কক্ষ নং-১০১০), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং বাংলা একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা।
৯.	দরপত্র জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ, সময় ও স্থান	:	২৮ নভেম্বর ২০২৪ বেলা ০১.০০ ঘটিকা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১০১০), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং এর সভাকক্ষ।
১০.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	২৮ নভেম্বর ২০২৪ দুপুর ০২.০০ ঘটিকা, সভাকক্ষ (ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১০১৭) দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন)।
১১.	দরদাতার ন্যূনতম যোগ্যতা (সংক্ষিপ্ত আকারে)	:	ক) দরদাতাকে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হতে হবে এবং সে মর্মে দরপত্রের সাথে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। খ) দরদাতার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ এবং ব্যাংক স্বচ্ছলতা সনদ, জুয়েলারি ডিলিং লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি দরপত্র দলিল/সিডিউল ক্রয়ের সময় দেখাতে হবে এবং পরবর্তীতে দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে গ) দরপত্রের সাথে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক থেকে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ৩% জামানত হিসেবে (ফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে। ঘ) দরদাতাকে বিভিন্ন সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ কাজ করার ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ঙ) গত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি কাজ, প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং সর্বসাকুল্যে ১.৫০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার কাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। চ) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
১২.	সরবরাহযোগ্য মালামালের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	:	১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের প্রতিটি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) গ্রাম ওজনের ২১ (একুশ) টি স্বর্ণপদক ও ২১ (একুশ) টি রেপ্লিকা (নমুনা মোতাবেক), ২১ (একুশ) টি রেপ্লিকার স্বচ্ছ বক্স (ফিতাসহ), ২১ (একুশ) টি সম্মাননাপত্রের ফোল্ডার ও ২১ (একুশ) টি চেক প্রদানের ফোল্ডার (পদকের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে)।
১৩.	দরপত্র দলিল/সিডিউল মূল্য	:	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য
১৪.	দরপত্র আহ্বানকারীর নাম ও পদবী	:	মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫.	যোগাযোগের ঠিকানা	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, লেভেল-১০, ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১০১০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
১৬.	ফোন নম্বর ও ইমেইল	:	৫৫১০০১৯০; admin1@moca.gov.bd
১৭.	কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল অথবা গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।		

(মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন)
সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
ফোন-৫৫১০০৮০০

“ এত এত সুযোগ তৈরি হলো, কিন্তু গোল হলো না। সত্যিই দুঃখজনক।

হাভিয়ের কাবরেরা
মালদ্বীপের কাছে হারের পর বাংলাদেশ **জাতীয় ফুট**বল দলের কোচ

সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না আইসিসিও

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

খেলা ডেস্ক

ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না, পাকিস্তানও ‘হাইব্রিড মডেলে’ টুর্নামেন্ট করতে রাজি নয়। আগামী বছর ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টটি তাহলে হবে কীভাবে?

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে এই যে জটিলতা, সেই বিষয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি), কোনো পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত কোনো বিবৃতি দেয়নি। খোঁজখবর যা জানা যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম থেকে। বিসিসিআই নাকি আইসিসিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, তারা পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাবে না। আইসিসি সেই চিঠির কথা আবার জানিয়েছে পিসিবিকে। চিঠি পেয়ে পিসিবি আবার আইসিসির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। সর্বশেষ খবর, আইসিসি পিসিবির সেই চিঠির ভিত্তিতে কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছে বিসিসিআইয়ের কাছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভাগ্য তাই আপাতত ঝুলে আছে এই চিঠি চালাচালির মধ্যেই।

পাকিস্তানের জিও টেলিভিশনের ওয়েবসাইট জিও সুপার-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসিকে লেখা চিঠিতে পিসিবি বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিসিসিআই কখন আইসিসিকে জানিয়েছে যে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাবে না? এটা যদি ভারতের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এর পেছনে তারা কী কারণ দেখিয়েছে। পিসিবি আইসিসিকে পাঠানো বিসিসিআইয়ের সেই চিঠির প্রতিলিপি দেখতে চায়, যাতে তারা নিজেরা এর একটা পর্যালোচনা করতে পারে। বিসিসিআইয়ের চিঠির জবাবে আইসিসি কী লিখেছে, বা আদৌ কোনো জবাব দিয়েছে কি না, সেটাও পিসিবি জানতে চায়।

পিসিবির একটি সূত্র জিও সুপারকে জানিয়েছে, আইসিসির কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে তারপর পিসিবি এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া বা পাকিস্তান সরকারের পরামর্শ চাওয়ার কথা ভাববে। সূত্র এটাও জানিয়েছে, ভারত যদি সত্যিই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে রাজি না হয়ে থাকে এবং আইসিসি সেটা মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেখানে বা যেভাবেই হোক, তাতে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ খেলবে না। যদিও এ রকম একটি টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হওয়া মানে আইসিসির বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়া।

> ভারত যদি সত্যিই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে রাজি না হয়ে থাকে এবং আইসিসি সেটা মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেখানে বা যেভাবেই হোক, তাতে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ খেলবে না।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর, আইসিসি এশিয়া কাপের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও হাইব্রিড মডেলে করতে চায়, যেখানে পাকিস্তানেই মূল টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো হবে, আর ভারতের ম্যাচগুলো হবে অন্য কোনো দেশে। আইসিসির আরেকটি বিকল্প ভাবনা হচ্ছে, আয়োজক হিসেবে পাকিস্তানকে রেখে পুরো টুর্নামেন্টই অন্য কোনো দেশে সরিয়ে নেওয়া। সেই দেশটা দক্ষিণ আফ্রিকা হতে পারে বলেও গুঞ্জন আছে।

তবে পিসিবি সূত্রের দাবি, পাকিস্তান রাজি না হলে আইসিসির পক্ষে এই টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা আইসিসির জন্য কঠিন। আয়োজক দেশের অনুমতি ছাড়া টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।

পিসিবির সেই সূত্র উদাহরণ হিসেবে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা বলেছে, ‘যদি ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা আপনাদের মনে থেকে থাকে, যুক্তরাজ্য সরকার জিম্বাবুয়ের নাগরিকদের রাজনৈতিক কারণে ভিসা দিতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু তখন পুরো টুর্নামেন্ট ইংল্যান্ড থেকে সরিয়ে নেওয়ার বদলে আইসিসি একটি মধ্যপন্থা বের করেছিল। যার ফলে জিম্বাবুয়ে টুর্নামেন্ট থেকে নিজেরাই নাম প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের বদলে স্কটল্যান্ড অংশ নেয়। এতে বোঝা যায়, যৌক্তিক কারণ ছাড়া মূল আয়োজকদের বাদ দিয়ে টুর্নামেন্ট অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া আইসিসির জন্য মোটেও সহজ নয় এবং শুধু একটি দেশের নির্দেশে তো নয়ই।’

এদিকে ক্রিকেট পাকিস্তানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু আইসিসি নয়, এ ব্যাপারে অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করছে পিসিবি। ভারতের অবস্থানের ব্যাপারে পিসিবি অন্য বোর্ডগুলোর মতামতও জানতে চায়। সব মিলিয়ে আইসিসি পড়েছে জটিল এক পরিস্থিতিতে। ক্রিকেট পাকিস্তানের ওই প্রতিবেদনেই দাবি করা হয়েছে, পিসিবি যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছে, বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিয়েই সেগুলোর জবাব দেবে আইসিসি। এ ছাড়া সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে, সেটা বোঝার জন্য অন্য বোর্ডগুলোরও পরামর্শ চাইবে আইসিসি।

সূচি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হতে আর তিন মাসের মতো বাকি। এরই মধ্যে পিসিবি আয়োজক হিসেবে বেশ কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছে। সুতরাং বিকল্প কোনো সমাধান বের করতে হলে আইসিসিকে আসলে খুব দ্রুতই সেটা করতে হবে।

ছোট পর্দায় আজ

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

সিডনি সিক্সার্স-ব্রিসবেন হিট	সকাল ১০-৩০ মি.

১ম টি-টোয়েন্টি *স্টার স্পোর্টস ২, পিটিভি স্পোর্টস*

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	বেলা ২টা

টেনিস : এটিপি ফাইনালস *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

সিনার-মেদভেদেভ	রাত ৮-৩০ মি.

উয়েফা নেশনস লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ২*

কাজাখস্তান-অস্ট্রিয়া	রাত ৯টা
আর্মেনিয়া-ফারো দ্বীপপুঞ্জ	রাত ১১টা

উয়েফা নেশনস লিগ *রাত ১-৪৫ মি.*

গ্রিস-ইংল্যান্ড	সনি স্পোর্টস টেন ২
বেলজিয়াম-ইতালি	সনি স্পোর্টস টেন ১
ফ্রান্স-ইসরায়েল	সনি স্পোর্টস টেন ৫
স্লোভেনিয়া-নরওয়ে	সনি স্পোর্টস টেন ৩
আয়ারল্যান্ড-ফিনল্যান্ড	সনি লিভ

বাংলাদেশের জালে বল পাঠিয়ে মালদ্বীপের খেলোয়াড়দের (লাল জার্সি) উল্লাস। ১৮ মিনিটে করা ওই একমাত্র গোলেই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে মালদ্বীপ। গতকাল কিংস অ্যারেনায়। ছবি : শামসুল হক

ঢাকায় মালদ্বীপের ইতিহাস

ফিফা প্রীতি ম্যাচ

দুই ম্যাচের প্রথমটিতে জিতেছে মালদ্বীপ। গতকালের সন্ধ্যাটা যেন মালদ্বীপের ফুটবলে নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পেছনের লম্বা চুলের কারণে তাঁকে ভিড়ের মধ্যেও চেনা যায়। আর এখানে তো নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ। আলী সুজাইনকে চিনতে কোনো অসুবিধাই হলো না। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় সংবাদ সম্মেলন কক্ষে মালদ্বীপের কোচ এলেন মুখে চওড়া হাসি নিয়ে।

হাসির কারণ একটু আগেই দুই ম্যাচের ফিফা প্রীতি সিরিজের প্রথমটিতে তাঁর দল বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মাটিতেই হারিয়েছে ১-০ গোলে। ষষ্ঠ বারের চেষ্টায় এই প্রথম। এর আগে ২০১১-২১ পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশকে টানা চার ম্যাচে হারিয়েছে মালদ্বীপ। ওই ৪ ম্যাচে ১৩ গোল খেয়ে বাংলাদেশ করেছিল মাত্র দুটি। তারপরও কালকের সন্ধ্যাটা মালদ্বীপের ফুটবলে যেন নতুন দুয়ারই খুলে দিয়েছে।

মাইক্রোফোন হাতে আলী সুজাইনের কথায়ও ধরা পড়ল সেই আনন্দ, ‘মালদ্বীপের ৪৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ঢাকায় বাংলাদেশের বিপক্ষে আমরা জিতলাম। এটি মালদ্বীপের ফুটবলে একটি ইতিহাস। সব খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। মালদ্বীপের ফুটবল সমর্থকদের অভিনন্দন জানাই।’

গত বছরের ১৭ অক্টোবর কিংস অ্যারেনাতেই বাংলাদেশের কাছে ২-১ গোলে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই থেকে বাদ পড়েছিল মালদ্বীপ। ১৩ মাস পর বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই মালদ্বীপ ফিরেছে আন্তর্জাতিক ফুটবলে। মাঝখানে এক বছর ছিল না দেশটির ঘরোয়া ফুটবল। ফুটবলারদের মনে তাই আনন্দ নেই। কোচ ঢাকায় এসে দলের প্রস্তুতির চেয়ে নানা সংকটের বয়ানই দিয়েছেন বেশি। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ফুটবলাররা বছরে প্রায় কোটি টাকা পান ক্লাব থেকে। আর মালদ্বীপের ফুটবলারদের ভাগ্যে লাখ টাকাও জুটছে না।

কিন্তু মাঠের খেলায় তাঁরা থাকল হার না মানার প্রতিজ্ঞায় শাণিত। স্কিল আর দলীয় বোঝাপড়ায় বেশ ভালো মালদ্বীপ। এক বছর ঘরোয়া ফুটবল না থাকায় ম্যাচ ফিটনেসে সমস্যা আছে। এটা বুঝেই তাঁরা ঘর সামলে আক্রমণে গেছে। সেটিও খুব দ্রুতগতিতে, বাংলাদেশের রক্ষণকে বিভ্রান্ত করে। স্কিলে তো যেকোনো বিচারেই মালদ্বীপের ফুটবলাররাই এগিয়ে। গোলরক্ষক হোসেন শারিফ ছিলেন বারের নিচে অবিচল। কোনোভাবেই তাঁকে পরাস্ত করা যায়নি। ডিফেন্ডার মোহামদ ইরফানও দারুণভাবে সামলেছেন বাংলাদেশের আক্রমণ।

১৮ মিনিটে মালদ্বীপ ম্যাচের একমাত্র গোলটি পায় দারুণ কৌশল খাটিয়ে। বাঁ দিকে বাংলাদেশের বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি-কিক নিতে হামজা মোহামেদ ও আলী ফাসির দাঁড়িয়ে ছিলেন; কিন্তু পরিকল্পনা পাল্টে আলী ফাসির চলে যান বক্সের অনেকটা ভেতরে। বাংলাদেশের তোলা দেয়ালের ওপর দিয়ে হামজার তোলা বল গিয়ে পড়ে ঠিক ৩৬ বছর বয়সী আলী ফাসিরের মাথায়। খুব কাছ থেকে হেডে জালে বল পাঠান ১৪ বছর ধরে মালদ্বীপের হয়ে খেলা ফাসির।

বাংলাদেশ গোলকিপার মিতুল মারমাও হয়তো নিজেকে দুষবেন এ গোলের জন্য। বলটা যখন ভেসে আসছিল, জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। বিভ্রান্ত হয়ে শেষমেশ গোল খেয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য হামজা মোহামেদের শট মিতুল আটকে দিতে পেরেছেন। একবার ত্রাতা হয়ে আসেন ফরোয়ার্ড রাকিবও। দ্রুত নিচে নেমে কর্নারের বিনিময়ে হামজার সম্ভাব্য গোল থেকে বাঁচান দলকে।

ম্যাচে প্রাধান্য ছিল বাংলাদেশেরই, আক্রমণও বেশি করেছে ঘরের ছেলেরা; কিন্তু ডিফেন্সিভ থার্ডে গিয়ে চূড়ান্ত পাসগুলো ঠিক হয়নি। কোনোটি গেছে বাইরে, কোনটি বারের ওপর দিয়ে। মাঝমাঠ আর ফরোয়ার্ডদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। উইং থেকে ভালো ক্রস হয়নি। তিন-চারটি সুযোগ তৈরি হলেও বল রাখা যায়নি নিশানায়।

বাফুফের নতুন কমিটির অধীন জাতীয় দলের প্রথম ম্যাচে ছিলেন না ছয় বছর ধরে অধিনায়কত্ব করা জামাল ভূঁইয়া। ওদিকে ডিসেম্বরে চুক্তি শেষ বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার। চুক্তি নবায়ন না হলে মালদ্বীপের বিপক্ষে এই দুটি ম্যাচই তাঁর শেষ। শেষের শুরুতে প্রথম ম্যাচে হার কাবরেরার কাছে বেশ কষ্টেরই।

সংবাদ সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠে অসহায়ত্ব, ‘এই হার সত্যিই কষ্টদায়ক; কারণ অনেক সুযোগ এসেছিল আমাদের সামনে। আমরা সেগুলো গোলে পরিণত করতে পারিনি। তবে আমি দলের পারফরম্যান্সে খুশি; যেভাবে আমরা পরিশ্রম করেছি, সেটি ইতিবাচক। কিন্তু এই হার কোনো কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাবে না।’

কাবরেরার বাংলাদেশ দলে কোনো স্ট্রাইকার নেই, যার অভাব ফুটে উঠেছে এই ম্যাচেও। প্রথাগত স্ট্রাইকার ছাড়া একটি দলের পক্ষে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। এবার কি তা বুঝলেন কাবরেরা?

বাংলাদেশ ০ | ১ মালদ্বীপ

বাংলাদেশ দল

মিতুল মারমা, তপু বর্মণ (অধিনায়ক), সাদউদ্দিন, ইসা ফয়সাল (রহমত মিয়া, ৮১) শাকিল আহাদ, মোহাম্মদ হৃদয়, শাহ কাজেম কিরমানি (মজিবর, ৬৪ মি.), সোহেল রানা (চন্দন রায়, ৬৪) শেখ মোরছালিন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম (শাহরিয়ার ইমন, ৬৪), রাকিব হোসেন।

কতটা এগোল সার্চ কমিটি

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নয়টি ক্রীড়া ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে সার্চ কমিটি। তা-ও প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগের কথা। অথচ কমিটি ঘোষণা করা হয়নি গতকাল পর্যন্তও! কমিটিগুলো ঘোষণা না করায় বাকি কাজও এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এক কর্মকর্তা গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘সব প্রস্তুত। আশা করছি, আগামীকালই (আজ) অ্যাডহক কমিটিগুলো ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। বিলম্ব যা হওয়ার হয়েছে; আর হবে না।’

বিলম্ব আর না হলেই ভালো। কারণ, সার্চ কমিটি তাকিয়ে আছে এই কমিটিগুলো ঘোষণার দিকেই। কমিটির আহ্বায়ক সাবেক জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন জোবায়দুর রহমান বলেন, ‘আমরা বেশ কয়েক দিন আগে নয়টি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি গঠন করে প্রস্তাব আকারে সরকারের কাছে পেশ করেছি। এগুলো আগে ঘোষণা করা হোক। তারপর বাকিগুলোর অ্যাডহক কমিটি জমা দেব। আমরা আরও ১২-১৩টি ফেডারেশনের খসড়া অ্যাডহক কমিটি গঠনের কাজ এগিয়ে রেখেছি।’

কোন নয়টি ফেডারেশনে কমিটি প্রস্তাব আকারে জমা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর নাম প্রকাশ করছে না সার্চ কমিটি। তবে সূত্র জানিয়েছে, তালিকায় আছে হকি, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, দাবা, বাস্কেটবল, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, টেনিস, স্কোয়াশ ও ব্রিজ। কমিটি ঘোষণায় বিলম্বের কারণ, কমিটিতে যাঁদের রাখা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা খোঁজখবর নিতে সময় নিয়েছে। তা ছাড়া যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও কয়েক দিন দেশের বাইরে ছিলেন।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই তিন মাস ফুটবল ও ক্রিকেট চলেছে তাদের নিজস্ব সূচিতে। সাঁতার ফেডারেশন মাত্রই জাতীয় সাঁতার শেষ করেছে। হ্যান্ডবলে স্কুল টুর্নামেন্ট এবং ভারোত্তোলনে ক্লাব টুর্নামেন্ট হয়েছে। আরও দু-একটি ছাড়া বাকি ফেডারেশনগুলোর দৃশ্যমান কোনো কর্মকাণ্ড নেই।

গত ২১ আগস্ট ভেঙে দেওয়া হয় সারা দেশের সব জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জেলা ও বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা। হাত পড়ে ঢাকার ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতেও। ১০ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে একসঙ্গে ৪২টি ফেডারেশনের সভাপতিকে অব্যাহতি দেয়। তার আগে অব্যাহতি পান তিন ফেডারেশনের সভাপতি ও এক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। দুই ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নিজ থেকেই পদত্যাগ করেছেন। কয়েকটি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আছেন আত্মগোপনে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফেডারেশনগুলোতে সংস্কারের অংশ হিসেবে বর্তমান কমিটি বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে।

সেই লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩০ আগস্ট ৫ সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করে। কমিটিকে দুই মাস দেওয়া হলেও পেরিয়ে গেছে প্রায় আড়াই মাস; কিন্তু এখনো নতুন নেতৃত্ব পায়নি ক্রীড়াঙ্গন। সার্চ কমিটি ফুটবল, ক্রিকেট ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া বাকি ৫২টি ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক-বর্তমান খেলোয়াড়-কর্মকর্তা, কোচ, রেফারিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে, তাঁদের পরামর্শ নিয়েছে। সেখানে ফেডারেশনগুলোর গঠনতন্ত্রের ভুল-ত্রুটি নিয়েই কথা বলেছে বেশি। সেই আলোকেই সার্চ কমিটি অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের নাম সুপারিশ করেছে। তবে সূত্র জানিয়েছে, সার্চ কমিটির প্রস্তাবিত নাম থেকে সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে।

ওদিকে সার্চ কমিটি জানিয়েছে, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গেও বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। মূলত কমিটির সদস্যরা আলোচনায় বসবেন আটটি বিভাগের সঙ্গে। সার্চ কমিটি যখন যে বিভাগে যাবে, সেখানে সে বিভাগের অধীনস্থ জেলাগুলোকেও ডাকা হবে। এ বিষয়ে জোবায়দুর রহমান বলেন, ‘আমরা জেলা ও বিভাগীয় অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি করব না। এগুলো সরকারই করবে। তবে আমরা জেলা ও বিভাগের গঠনতন্ত্র নিয়ে কথা বলব। যাতে তারা নির্বাচন করতে পারে। জেলাগুলোর নির্বাচন না হলে ঢাকায় ফেডারেশনের নির্বাচনও করা যাবে না।’

প্রস্তুতি বাংলাদেশ সময় শুক্রবার ভোরে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সেই ম্যাচ সামনে রেখে বুয়েনস এইরেসের এজেইজাতে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে অধিনায়ক মেসি এভাবেই ধরা পড়লেন ক্যামেরায়। ছবি : মেসির ইনস্টাগ্রাম

ইমরুল কায়েসের সেই উল্লাস। ২০১৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খুলনা টেস্টে খেলা ১৫০ রানের ইনিংসটিই তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা, সবচেয়ে স্মরণীয় ইনিংসও। ফাইল ছবি

এখনো ওয়ানডে খেলার স্বপ্ন দেখেন ইমরুল

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায়

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

‘বিদায় টেস্ট ক্রিকেট। আপনাদের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞ’—ইমরুল কায়েসের গতকালের এই ফেসবুক পোস্টই জানিয়ে দিয়েছে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত। ১৬ নভেম্বর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ইমরুল। আসলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকেই।

এক ভিডিও বার্তায় বাঁহাতি এই ওপেনার বলেছেন, ‘আমি বাংলাদেশের সকল ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রেখে একটি বিষয় জানাতে চাচ্ছি। আমি খুব শিগগিরই আমার ক্যারিয়ারের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি আগামী ১৬ নভেম্বর (শনিবার) আমার টেস্ট ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আমি আমার প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারেরও সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এটি আমার জীবনের, (ক্যারিয়ারের) ১৭ বছরের সবচেয়ে কঠিন ও আবেগের একটি মুহূর্ত।’

পরে এ নিয়ে মুঠোফোনে ইমরুল কায়েস বলেছেন, ‘মিরপুরে ১৬ তারিখ থেকে শুরু জাতীয় লিগের ম্যাচটাই হবে লাল বলের ক্রিকেটে আমার শেষ ম্যাচ।’ টেস্ট থেকে বিদায়বেলায় ইমরুলের আক্ষেপ, ‘আমার টেস্ট ক্যারিয়ারটা আরও ভালো হতে পারত, আরও কিছু ম্যাচ আমি খেলতে পারতাম।’ ৩৯ টেস্ট, ৭৮ ওয়ানডে ও ১৪ টি-টোয়েন্টির ক্যারিয়ারে ইমরুল জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০১৯ সালের নভেম্বরে ইডেন গার্ডেনের দিবারাত্রির টেস্টে। দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ৯ রান করার পর আর ডাক পাননি। যদিও ইমরুলের এখনো বিশ্বাস, ‘সুযোগ পেলে আমি হয়তো আরও কিছুদিন ভালোভাবেই খেলতে পারতাম। লাল বলে যখন ভালো খেলতে শুরু করলাম, তখনই আর সুযোগ পেলাম না।’

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ৩৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে যাওয়া ইমরুল সাদা বলের ক্রিকেট অবশ্য এখনই ছাড়ছেন না, স্বপ্ন দেখেন আবার জাতীয় দলে ফেরারও, ‘এখনো ইচ্ছা আছে জাতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে খেলার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলতে পারলে আশা করি সেই সুযোগ আবার আসবে।’

২০০৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিপক্ষে খুলনার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ইমরুলের। ১৬ নভেম্বর শুরু পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ঢাকার মুখোমুখি হবে ইমরুলের খুলনা। ইমরুলের বিদায়ী এই ম্যাচে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা জানাবে বিসিবি।

এখন পর্যন্ত ১৩৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৩৩.৭৪ গড়ে ইমরুলের রান ৭৯৩০, ২০টি সেঞ্চুরির সঙ্গে আছে ২৭টি ফিফটিও। ৩৯ টেস্টে ৭৬ ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটিসহ ২৪.২৮ গড়ে রান ১৭৯৭। সর্বোচ্চ ইনিংস ২০১৫ সালে খুলনা টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে করা ১৫০ রান। তামিম ইকবালের সঙ্গে তাঁর রেকর্ড ৩১২ রানের উদ্বোধনী জুটিতে টেস্টটি ড্র করেছিল বাংলাদেশ। ইমরুলের ক্যারিয়ারে সেই টেস্টই সবচেয়ে স্মরণীয়, সেরাও সেই ইনিংসটাই।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে সরে যাওয়া ইমরুল ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি নাম লিখিয়েছেন ব্যবসায়। জাতীয় দলের ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে দিয়েছেন ব্যাট তৈরির প্রতিষ্ঠান এমকেএস স্পোর্টস।

দুর্ভোগ সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের সংস্কারকাজ করা হয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এক মাস ধরে জমে আছে পানি। এই ময়লা পানির কারণে একদিকে যেমন যাত্রী ও পরিবহনশ্রমিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে ডেঙ্গু মশার প্রজননের আশঙ্কা। গতকাল সকালে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

সেনাবাহিনীর প্রেস ব্রিফিং

৬ হাজার অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার আড়াই হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর (৫ আগস্টের পর) দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী ছয় হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র ও প্রায় দুই লাখ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। অস্ত্র-গোলাবারুদসংশ্লিষ্ট আড়াই হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন।

গতকাল বুধবার ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস-এ-তে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন সেনাসদরের মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ ইন্তেখাব হায়দার খান।

ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, এই প্রেস ব্রিফিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা। এ মুহূর্তে দেশের ৬২টি জেলায় সেনাসদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিরাজমান অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তায় সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে বলে জানান সেনা কর্মকর্তা ইন্তেখাব হায়দার খান।

অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি দেশের শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা রোধে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান।

অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার, বিভিন্ন অপরাধী ও নাশকতামূলক কাজের ইন্ধনদাতা ও পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রমে সেনাবাহিনী সক্রিয় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান।

দেশের বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে, সে জন্য দেশব্যাপী নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এ সময় সারা দেশে অতিরিক্ত ১৩৩টি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১০ হাজারের বেশি অতিরিক্ত সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ছাড়াই পূজা উৎসব সম্পন্ন হয়। একইভাবে বৌদ্ধদের দেশব্যাপী প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবরদান উৎসব যেন নিরাপদে উদ্‌যাপিত হতে পারে, সে জন্য সেনাবাহিনী অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ সংগঠন ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ে যাঁরা আহত হয়েছেন, সেনাবাহিনী তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে বলে উল্লেখ করেন সেনা কর্মকর্তা ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ২৯৫ জনকে দেশের বিভিন্ন সিএমএইচে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩ জন এখনো চিকিৎসাধীন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন।

প্রকৃতি

একাকী এক কাঠবাদামগাছ, ছেঁড়াদ্বীপ থেকে। ছবি : লেখক

দূরদ্বীপের কাঠবাদামগাছ

সৌরভ মাহমুদ, *নিসর্গী ও পরিবেশবিদ*

গাঢ় ও নির্মল রোদ। সে রোদের আলোয় সবটুকু চোখের দেখা সমুদ্রজল যেন সবুজ রঙের এক অপূর্ব আভায় বাতাসের দোলায় ঢেউ খেলছে। সে জলে ভাসছে সামুদ্রিক শৈবাল। বাদামি রঙের। মনে হলো সারগাসাম (একপ্রকার সামুদ্রিক শৈবাল)। বড়টিকি পানচিল ডানা ভাসিয়ে উড়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও। তাদের ডানা সাগরের জলের ছুঁই ছুঁই দূরত্বে। হালকা বাতাসে সাগরের জল পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে ফেনা তুলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের একটা ছন্দ, রূপ ও গান আছে। নিমগ্ন হয়ে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে তবেই সেটা বোঝা যায়।

এমন সব সমুদ্ররূপ দেখতে দেখতে চলে এলাম একহারা সবুজ পাতার কেয়াবনের কাছে। তখন ছেঁড়াদ্বীপে পৌঁছে গেছে আমাদের কাঠের জলযান। গিয়েছিলাম সেখানে উদ্ভিদ গবেষণার কাজে। বাতাসে কেয়ার পাতা দুলছে। স্বচ্ছ জলের তলদেশে দেখতে পেলাম বর্ণিল মাছ, কাঁকড়া ও পাথরের গায়ে জন্মে থাকা কয়েক রঙের শৈবাল। নৌকা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে দেখতে শুরু করলাম ছোট্ট দ্বীপটি। দেখলাম দুটো ডাহুক, একটি মাছরাঙা, একটি বাদামি লাটোরা, একঝাঁক প্লোভার। কেয়াবন বাদে চোখে পড়ল কেবল ঘাস, গুল্ম ও ছোট কিছু বৃক্ষের ঝোপ।

খুবই ছোট একটি পাখির উড়ে যাওয়া দেখলাম। পাখিটি বেগুনি মৌটুসি। এত ছোট পাখি দেখে একটু ভড়কে গেলাম। কারণ, এখান থেকে টেকনাফ অনেক দূরে। সেখানে একটি বন-বাগানচারী পাখি কীভাবে উড়ে এল! পাখিরা তাদের প্রয়োজনে অনেক দূরে উড়ে যেতে পারে। পাখিটি উড়ে গিয়ে বসল দ্বীপের সবচেয়ে পুরোনো এবং বড় বৃক্ষের ডালে। বৃক্ষটি হলো কাঠবাদাম। প্রায় পুরো বাংলাদেশ ঘুরেছি, কিন্তু এত মোটা মৌটুসির মহিরুহ বাদামগাছ কোথাও দেখিনি। ছেলেবেলার গাঁয়ের বাদামগাছটির কথা মনে পড়ে গেল। সে গাছটিতে শতাধিক বাদুড় বসবাস করত। বাদাম পোক্ত হলে বাদামের বহিত্বক বিচিত্র এক সুন্দর বর্ণ ধারণ করত এবং নরম হয়ে যেত। বাদুড় সেই নরম অংশ খেত। খুব সকালে বাদামতলায় গিয়ে কাঠবাদাম কুড়িয়ে আমরা রোদে শুকিয়ে অনেক দিন পর কাঠবাদামের বীজ খেতাম।

দ্বীপের বাদামগাছটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর বসে রইলাম তার তলায়। একটি গর্ত হয়েছে। সেটির ভেতর একটি চিতা অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে। গাছটির বয়স শতোর্ধ্ব হবে মনে হলো। গাছটি সামুদ্রিক ঝড়-বাতাস উপেক্ষা করে টিকে আছে। আশা করি, বাদামগাছটি ছোট্ট এই দ্বীপে টিকে থাকবে আরও অনেক বছর ধরে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মেলেশিয়া দ্বীপ এলাকা হলো কাঠবাদামের আদি নিবাস। এ দ্বীপগুলো মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় গাছপালায় সমৃদ্ধ। সেখান থেকে সাগরের জলে বীজ ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়েছে উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায়। ছেঁড়াদ্বীপের বয়সী কাঠবাদামগাছটি এভাবেই সেখানে একদিন বসতি গড়েছে।

কাঠবাদাম বাংলাদেশের অনেক জেলায় দেখা যায়। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে। ঢাকা শহরের রমনা পার্কে কয়েকটি কাঠবাদামগাছ আছে। ঢাকার সংসদ ভবনের সামনে, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ বরাবর একটি কাঠবাদাম গাছ ছিল। বছরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাছটির পাতার রং পরিবর্তন হতো। আমি প্রায়ই পাতার রঙের পরিবর্তন দেখতে গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। সেই গাছটি কে বা কারা কেটে ফেলেছে। কাঠবাদাম ছায়াতরু এবং দৃষ্টিনন্দন তরু হিসেবে মানানসই। কাঠবাদামের পাতাসমেত শাখা-প্রশাখা বড়ই দৃষ্টিনন্দন। শীতের সময় পাতার রং সিঁদুর লাল হয়ে যায়। সে দৃশ্য দেখতে বড়ই মনোহর। কাঠবাদামের কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি হয়। বাদামের বীজ গ্রামবাংলার কিশোর-কিশোরীদের কাছে অতি জনপ্রিয়। ঢাকা শহরের বিরল পাখি চন্দনা টিয়ার অন্যতম প্রধান খাবার কাঠবাদামের বীজ। কোস্টারিকার দুই প্রজাতির ম্যাকাও পাখির অন্যতম খাদ্য হলো এই বাদামের বীজ ও পাকা বহিত্বক।

নানা কারণে, বিশেষ করে অপরিকল্পিত পর্যটনের কারণে ছেঁড়াদ্বীপের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে। ছেঁড়াদ্বীপসহ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে অপরিকল্পিত পর্যটন বন্ধ করা উচিত বলে মনে করি।

সামান্থা হার্ভে

নভোচারীদের নিয়ে বই লিখে বুকার জিতলেন ব্রিটিশ লেখক সামান্থা

বিবিসি

যুক্তরাজ্যের লেখক সামান্থা হার্ভে ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার জিতেছেন। গত মঙ্গলবার এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় নভোচারীর কাটানো একটি দিনকে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখা 'অরবিটাল' বইয়ের জন্য সামান্থাকে যুক্তরাজ্যের এই সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'অরবিটাল' বইয়ে যে ছয় মহাকাশচারীর কথা বলা আছে, তাঁদের দুজন পুরুষ ও চারজন নারী।

বিচারক প্যানেলের চেয়ারপারসন এডমুন্ড ডে ওয়াল মঙ্গলবার বলেছেন, বিচারকদের সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ লেখক হার্ভেকে বুকার পুরস্কারজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

এডমুন্ড এই বইয়ের গল্পকে 'ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর' গল্প হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় নভোচারীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা, সীমানা এবং টাইম জোনের নাজুক জায়গাজুড়ে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ নিয়ে লেখা এ গল্পে প্রত্যেকেই বিষয়বস্তু, আবার কেউই বিষয়বস্তু নয়।

পুরস্কার পাওয়ার পর এক বক্তব্যে হার্ভে বলেন, যেসব মানুষ পৃথিবীর পক্ষে সরব থাকেন, অন্য মানুষের মর্যাদা, অন্য প্রাণের পক্ষে কথা বলেন এবং যেসব মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ও কাজ করেন, তাঁদের সবার জন্য তিনি পুরস্কারের ৫০ হাজার পাউন্ড অর্থ উৎসর্গ করছেন।

'অরবিটাল' বইটি ১৩৬ পৃষ্ঠার। এটি বুকারজয়ী দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ততম বই। এ ছাড়া এটি মহাকাশ নিয়ে লেখা প্রথম কোনো বই, যেটি বুকার পুরস্কার জিতেছে।

চলতি বছর বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় হার্ভে ছাড়া আরও চারজনের নাম ছিল। এর মধ্যে মার্কিন লেখক র‍্যাচেল কুশনার ('ক্রিয়েশন লেক' বইয়ের জন্য) ও কানাডীয় লেখক অ্যান মাইকেলসও ('হেল্ড' বইয়ের জন্য) ছিলেন।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে লকডাউনের সময় 'অরবিটাল' বইয়ের বেশির ভাগ লিখেছেন হার্ভে।

পলিথিন কারখানায় অভিযানে গিয়ে ক্ষোভের মুখে কর্মকর্তারা

পুরান ঢাকা

৩টি কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা, ২ হাজার ৪৬০ কেজি পলিথিন জব্দ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পুরান ঢাকার চকবাজারে পলিথিনের কারখানায় অভিযানে গিয়ে শ্রমিকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এমন পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে অভিযান স্থগিত করে ফিরে আসতে হয় তাঁদের। গতকাল বুধবার দুপুরে চকবাজারের ইসলামবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই অভিযান ছিল যৌথ বাহিনীর। অভিযানের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন সেনা সদস্যরা। অভিযান শুরুর পর বিক্ষুব্ধ জনতা চকবাজারের ইসলামবাগ এলাকায় জড়ো হন। তাঁরা নানা ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁরা বলেন, এভাবে পলিথিন কারখানায় অভিযান চালানো হলে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারাবেন। এতে তাঁদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। এ কারণে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে পড়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযান স্থগিত রেখে ফিরে আসেন। এ সময় সেনাসদস্যরা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা দেন।

বিক্ষুব্ধদের কেউ কেউ বলছেন, পলিথিন কারখানা বন্ধ করার আগে এক বছর বা ছয় মাস সময় দিয়ে অভিযান চালানো উচিত। এতে শ্রমিকেরা অন্য কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। তা না হলে এরা বেকার হয়ে পড়বেন।

এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, চকবাজারে অভিযানটি পরিচালিত হয় পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে। এ অভিযানে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশ অংশ নেয়। এ সময় তিনটি কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করা হয় এবং ২ হাজার ৪৬০ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইসলামবাগ এলাকার একটি ভবনে অভিযান চালানো হয়। গিয়ে দেখা যায়, ভবনটি তালাবদ্ধ। এরপর তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায়, ভবনটির নিচতলা ও দোতলায় নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন করা হচ্ছিল। পরে তিনটি কারখানা সিলগালা করা হয়। এই কারখানাগুলোর কোনো নাম নেই। এগুলোর কোনোটিরই বৈধতা নেই, অনুমতি নেই। এসব কারখানার মালিক একজন নাকি একাধিক, সেটিও জানা সম্ভব হয়নি।

যৌথ বাহিনীর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পলিথিনবিরোধী অভিযান। গতকাল রাজধানীর চকবাজারের ইসলামবাগে। ছবি : সাজিদ হোসেন

> এই কারখানাগুলোর কোনো নাম নেই। এগুলোর কোনোটিরই বৈধতা নেই, অনুমতি নেই। এসব কারখানার মালিক একজন নাকি একাধিক, সেটিও জানা সম্ভব হয়নি।
>
> **কাজী তামজীদ আহমেদ,** নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পরিবেশ অধিদপ্তর

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ভাষ্য, এটি একটি যৌথ অভিযান ছিল। অভিযান শুরুর পর ইসলামবাগ এলাকার সড়কে শ্রমিকেরা এসে বিভিন্ন দাবি জানাচ্ছিলেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রমিকেরা বলছিলেন, কারখানা বন্ধ হলে তাঁরা কী করবেন। তখন সেনাবাহিনীর দায়িত্বরত ব্যক্তিরা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শ্রমিক অসন্তোষের কারণে আপাতত অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। এরপর পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযান স্থগিত রেখে ফিরে আসেন। সেখানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বর থেকে পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চলছে। এর আগে ১ অক্টোবর থেকে সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত হয়।

বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

শ্রমিক অসন্তোষ

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

গাজীপুরের টঙ্গীতে বেতনের দাবিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। পরে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে বেতন পরিশোধের আশ্বাসে তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

গতকাল বুধবার সকাল পৌনে ৯টা থেকে সোয়া ১০টা পর্যন্ত মহাসড়কের এশিয়া পাম্প এলাকায় ওই অবরোধ ও বিক্ষোভ চলে। এতে সেখানে যানজটে পড়ে ভোগান্তি পোহান হাজারো মানুষ।

টঙ্গীর আউচপাড়া নাইমুদ্দিন মোল্লা সড়কে অবস্থিত তারা টেক্স ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা এই সড়ক অবরোধ করেন।

কারখানা ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, কারখানাটিতে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এতে ৭ তারিখের মধ্যে মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া হয়। তবে এবার অক্টোবর মাসের বেতন ৭ নভেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি।

পুলিশ ও কারখানার শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, বকেয়া বেতনের দাবিতে গত কয়েক দিন কারখানার ভেতর শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সকালে শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে প্রথমে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। এরপর তাঁরা দলে দলে এশিয়া পাম্প এলাকায় জড়ো হন এবং মহাসড়ক অবরোধ করেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের টঙ্গী জোনের সহকারী পুলিশ সুপার মোশারফ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মূলত এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁরা যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় মানুষের ভোগান্তি হচ্ছিল। পরে আমরা এ বিষয়ে কারখানার মালিকের সঙ্গে বসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করি। কারখানার মালিক আগামীকাল (আজ) দুপুরের মধ্যে বেতন পরিশোধের কথা দিয়েছেন। শ্রমিকেরা এ আশ্বাস পেয়ে সড়ক ছেড়ে দেন।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

এ মাসের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বর্তমানে চার সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে চলছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তারা একটি নির্বাহী কমিটি করতে যাচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিও চলতি মাসের মধ্যে বর্ধিত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হবে। এ ছাড়া কাজের সুবিধার জন্য চলতি মাসের মধ্যে সাংগঠনিক টিম বা সেল গঠন করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর দিলু রোডের রূপায়ন টাওয়ারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের ১৫৮ জন সাবেক সমন্বয়কের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। বিকেল থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই সভা ডাকা হয়েছিল চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, আসন্ন কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠকদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্যে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে গত ১ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন একপর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ছাত্র-জনতার সেই অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। আন্দোলন পরিচালনায় ৮ জুলাই ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে ৩ আগস্ট তা বাড়িয়ে ১৫৮ সদস্যের করা হয়।

গত ২২ অক্টোবর সমন্বয়ক টিম বিলুপ্ত করে চার সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কমিটিতে হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক, আরিফ সোহেলকে সদস্যসচিব, আবদুল হান্নান মাসউদকে মুখ্য সংগঠক ও উমামা ফাতেমাকে মুখপাত্র করা হয়। এই কমিটি দিয়েই এখন সংগঠনটির কার্যক্রম চলছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যে সারা দেশে সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করা শুরু করেছে।

অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে গতকাল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিলুপ্ত সমন্বয়ক টিমের সবাইকে নিয়ে সভা আহ্বান করেন আবদুল হান্নান মাসউদ। সভা শেষে সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের *প্রথম আলোকে* বলেন, সমন্বয়ক কমিটিতে থাকা ১৫৮ জনকে নিয়ে বসা হয়েছিল। নানা বিতর্ক কিংবা সামনে কমিটি কীভাবে চলবে, এসব বিষয়ে সবাই মতামত দিয়েছেন। এ জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সভা চলেছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১২ নভেম্বর, ২০২৪
২৭ কার্তিক, ১৪৩১
০৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

☑ বাংলাদেশ থেকে কতজন নার্স নিয়োগ দিবে সৌদি আরব?

উত্তর: ৫০০ জন।

☑ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর: ১২ নভেম্বর।

☑ 'দ্য কুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস' বইটির লেখকন?

উত্তর: ড. সালিম আলী। (তিনি ভারতের পক্ষীমানব হিসেবে পরিচিত; জন্ম: ১২ নভেম্বর, ১৮৯৬)

☑ বর্তমান BRICS ভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি বৈশ্বিক মোট জিডিপির কত শতাংশ?

উত্তর: ৪৭ শতাংশ।

☑ জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কাকে মনোনয়ন দিয়েছেন?

উত্তর: এলিস স্টেফানিককে।

☑ প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে কত সালের মধ্যে কার্বন ও গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০% কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল?

উত্তর: ২০৩০ সাল।

☑ 'ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' কতটি দেশের সমন্বয়ে গঠন করা হয়?

উত্তর: ১৩০টি। (বর্তমান নির্বাহী পরিচালক- তাসমিন ইসপ)

☑ আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: শিগেরু ইশিবা।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১৩ নভেম্বর, ২০২৪
২৮ কার্তিক, ১৪৩১
১০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ উপন্যাসটির লেখক কে?
  উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন। [জন্ম: ১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭]
- ‘শঙ্খনীল কারাগার’ উপন্যাসটির লেখক কে?
  উত্তর: হুমায়ূন আহমেদ। [জন্ম: ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৮]
- জলবায়ু সংকটে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ কত?
  উত্তর: ১২ বিলিয়ন ডলার।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের কী-পরিমাণ কর্মী চাকরি হারাতে পারেন?
  উত্তর: প্রায় ৫৪ লাখ। [সূত্র: এটুআই এবং আইএলও-র গবেষণা]
- বর্তমানে দেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা কত?
  উত্তর: প্রায় ৬০ লাখ। [২০৫০ সাল নাগাদ তা দ্বিগুন হতে পারে]
- FAO-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের কৃষিখাদ্যে অদৃশ্য খরচের পরিমাণ কত?
  উত্তর: প্রায় ১২ ট্রিলিয়ান ডলার। [দেশে যা ১৪ লাখ কোটি টাকা]
- FIFA-র বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর নাম কী?
  উত্তর: জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
- ফ্রান্সের সবচেয়ে মর্যাদাবান সাহিত্য পুরস্কারের নাম কী?
  উত্তর: ‘Goncourt’ বা ‘গনকৌ’ পুরস্কার।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-উত্তর

১। বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
(ক) ৫০টি (খ) ৫১টি
(গ) ৫২টি (ঘ) ৫৩টি

উত্তর: (ঘ) ৫৩টি।

২। দেশের ৫৩তম নদী বন্দর কোনটি?
(ক) গোয়াইঘাট নদী বন্দর, সিলেট
(খ) সিলেট নদী বন্দর, সিলেট
(গ) ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর, সিলেট
(ঘ) চিলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম

উত্তর: (ঘ) চিলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম।

৩। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
(ক) ১৬৮টি (খ) ১৬৯টি
(গ) ১৭০টি (ঘ) ১৭১টি

উত্তর: (খ) ১৬৯টি।

৪। 'মুনসুন অভ্যুত্থান' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
(ক) বাংলাদেশ (খ) মিয়ানমার
(গ) ইউক্রেন (ঘ) রাশিয়া

উত্তর: (ক) বাংলাদেশ।

৫। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
(ক) পাগমার্ক বা পায়ের ছাপ
(খ) হেলিকপ্টারের মাধ্যমে
(গ) ক্যামেরা ট্র্যাপিং বা ক্যামেরার ফাঁদ
(ঘ) ক ও গ উভয়ই

উত্তর: (ঘ) ক ও গ উভয়ই ।

৬। ৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে?
(ক) ভুটান (খ) ভারত
(গ) মিয়ানমার (ঘ) নেপাল

উত্তর: (ঘ) নেপাল ।

৭। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

উত্তর: (খ) ৩ ।

৮। আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান কে?
(ক) বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী (খ) বিচারপতি জিনাত আরা
(গ) বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা (ঘ) বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ

উত্তর: ?

৯। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
(ক) মুশফিকুল ফজল আনসারি (খ) মাহফুজ আনাম
(গ) কামাল আহমেদ (ঘ) মতিউর রহমান চৌধুরী

উত্তর: (গ) কামাল আহমেদ ।

১০। জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
(ক) মো. জসীম উদ্দিন (খ) ড. শেখ আব্দুর রশীদ
(গ) মো. তৌহিদ হোসেন (ঘ) সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

উত্তর: (ঘ) সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

১৩ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৮৪৭	প্রথম মুসলিম বাঙালি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৪৮	ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার এবং গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৭৭	ঢাকায় বিজ্ঞান জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯২১	যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে প্যাসিফিক চুক্তি হয়।
১৮৩৫	টেক্সাস মেক্সিকোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
১৭৭৫	আমেরিকার বিদ্রোহীরা কানাডার মন্ট্রিল দখল করে।
১৮০৫	ফরাসিরা ভিয়েনা দখল করে।
১৮৮৫	রাজকীয় সার্বিয়ার সেনাবাহিনী বুলগেরিয়া দখল করে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন

- আয়োজন: ২৯তম
- সময়কাল: ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪
- স্থান: বাকু, আজারবাইজান
- United Nations Climate Change Conference.